বর্ষ- ৩ খণ্ড- ৬

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

১৬-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

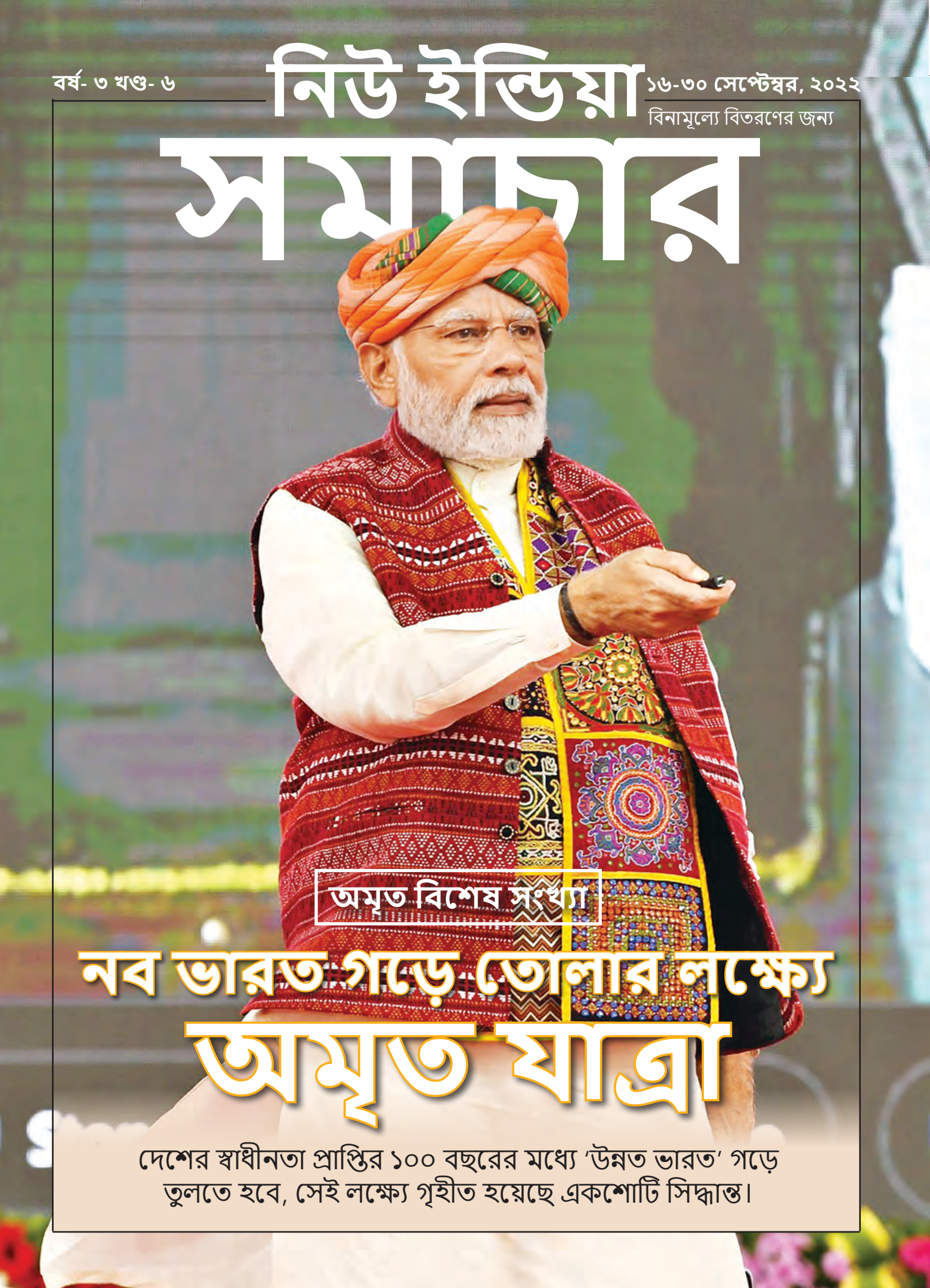

অমৃত বিশেষ সংখ্যা

নব ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে

অমৃত যাত্রা

দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১০০ বছরের মধ্যে 'উন্নত ভারত' গড়ে তুলতে হবে, সেই লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে একশোটি সিদ্ধান্ত।

আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা আমাদের অবাক করে

আগস্ট মাসে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হর ঘর তিরঙ্গা, বিদেশে অমৃত উৎসব, 'স্বরাজ' টেলি-সিরিয়ালের অজানা নায়কদের কাহিনি, উত্তরাখণ্ডের বেড়ু ফলের ব্র্যান্ডিং-এর মতো বিষয়, হিমাচলের মহিলাদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যগুলির অনন্য উদ্যোগ নিয়ে কথা বলেছেন। এখানে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের সারাংশ পড়ুন:

- **জল সংরক্ষণের গুরুত্ব হাজার বছর আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:** হাজার বছর আগে আমাদের সংস্কৃতিতে জল ও জল সংরক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যখন একটি দেশ এই জ্ঞানকে তার শক্তি হিসাবে গ্রহণ করে, তখন তার শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। আমরা যখন আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রজ্ঞা এবং চিন্তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করি তখন আমরা বিস্মিত হয়ে যাই।
- **অমৃত সরোবর নির্মাণ একটি গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে:** চার মাস আগে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে আমি অমৃত সরোবরের কথা বলেছিলাম। অমৃত সরোবর নির্মাণ গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। যখন দেশের জন্য কিছু করার অনুভূতি, কর্তব্যবোধ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাজ করার ইচ্ছা থাকে, তখন সংকল্প যুক্ত হয়, কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়।
- **তেরঙ্গা তৈরি থেকে উত্তোলন:** সারা দেশে জুড়ে অমৃত মহোৎসবের অমৃত বয়ে চলেছে। বৈচিত্র্যে ভরপুর এত বড় দেশে তেরঙ্গা উত্তোলনের সময় সকলের চেতনাও একইরকম ছিল। আমরা পরিচ্ছন্নতা ও টিকাদান অভিযানেও দেশের চেতনা দেখেছি।
- **'স্বরাজ' সিরিয়ালটি দেখুন:** দূরদর্শনে 'স্বরাজ' সিরিয়ালটি দেশের তরুণ প্রজন্মকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অজ্ঞাত নায়ক ও নায়িকাদের সঙ্গে পরিচিত করবে। এটি একটি চমৎকার উদ্যোগ। আমার অনুরোধ আপনি নিজে প্রতি রবিবার রাত ৯টায় দূরদর্শনে এটি দেখুন। এবং আপনার সন্তানদের দেখান।
- **প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং জনগণের অংশগ্রহণ পুষ্টি সচেতনতা প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ:** সেপ্টেম্বর মাসটি উৎসবে পরিপূর্ণ। সেইসঙ্গে একটি বৃহৎ পুষ্টি প্রচারে ভরা। প্রতি বছর ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুষ্টি মাস পালন করা হয়। অপুষ্টির বিরুদ্ধে দেশের লড়াইয়ে প্রযুক্তির উন্নত ব্যবহার এবং জনগণের অংশগ্রহণও পুষ্টি অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে।
- **বাজরা বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে:** ভারতের অনুরোধে রাষ্ট্রসংঘ ২০২৩ সালটিকে 'মোটা শস্য'র আন্তর্জাতিক বছর হিসাবে ঘোষণা করেছে। দীর্ঘদিন ধরে, যখনই কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা বিদেশি অতিথি ভারতে আসেন, আমি ভারতে উৎপাদিত মোটা দানাশস্য ব্যবহার করে খাবার তৈরি করার চেষ্টা করেছি, যা এই গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপভোগ করেন। বাজরা বিশ্বজুড়ে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।
- **গ্রামে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সাফল্যের গল্প ভাগ করে নিন:** ডিজিটাল ইন্ডিয়া অভিযানের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে কতজন মানুষ ক্ষমতায়িত হয়েছেন তা ভাগ করে নিন। আপনি গ্রামের ডিজিটাল উদ্যোক্তাদের সম্পর্কে যতটা পারেন আমাকে লিখে জানান।

'মন কি বাত শুনতে' কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার

বর্ষ- ৩ খণ্ড- ৬ ১৬-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

প্রধান সম্পাদক
সত্যেন্দ্র প্রকাশ,
মুখ্য মহানির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

বরিষ্ঠ পরামর্শ সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহায়ক পরামর্শ সম্পাদক
বিভোর শর্মা

সহায়ক পরামর্শ সম্পাদক
চন্দন কুমার চৌধুরী
অখিলেশ কুমার

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি),
জয় প্রকাশ গুপ্ত (ইংরেজি),
অনিল প্যাটেল (গুজরাতি),
নাদিম আহমেদ (উর্দু),
পৌলমী রক্ষিত (বাংলা),
হরিহর পাণ্ডা (ওড়িয়া)

বরিষ্ঠ পরিকল্পক
শ্যাম কুমার তিওয়ারি,
রবীন্দ্র কুমার শর্মা

পরিকল্পক
দিব্যা তলোয়ার,
অভয় গুপ্ত

এখন তেরোটি ভাষায় উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে ক্লিক করুন
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের আর্কাইভ সংস্করণ পড়তে ক্লিক করুন
https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx

@NISPIBIndia - এই টুইটার হ্যান্ডেলটি অনুসরণ করুন।

ভিতরের পাতায়
শতবর্ষের সংকল্প

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে অমৃত মহোৎসব উদযাপন করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমাদের দেশ স্বর্ণযুগের দিকে এগিয়ে চলেছে। ৮- ১২

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি অমৃত যাত্রার ভিত হয়ে উঠেছে। ১৩-৭৮

মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে বিপ্লবীরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব বিভাগে এরকম বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবন কাহিনি পড়ুন। ৮৫-৮৮

সংবাদ সংক্ষেপ। ৪-৫

ভারতের সুর সম্রাজ্ঞী। ৬-৭

কৃষকদের সহজে ঋণ। ৭৯

গুজরাতে নতুন প্রকল্প। ৮০-৮২

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার যোগ। ৮৩-৮৪

প্রকাশিত ও মুদ্রিত: মণীশ দেশাই, মহা নির্দেশক, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন
মুদ্রণ: আরাবল্লী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ডব্লিউ-৩০, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ফেজ-২,নয়া দিল্লি- ১১০০২০
যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল রুম নম্বর: ২৭৮, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন, দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি- ১১০০০৩ **ইমেল:** response-nis@pib.gov.in **RNI No. :** DELBEN/2020/78825

সম্পাদকের কলমে

শুভেচ্ছা!

ভারত যখন লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তখন কোনও লক্ষ্যই আর কঠিন থাকে না। এই চিন্তা নিয়েই ভারত স্বর্ণযুগের পথে যাত্রা শুরু করেছে। ১৫ আগস্ট সারা দেশ, বিদেশে থাকা ভারতীয়রা স্বাধীনতা লাভের ৭৫ বছর উদযাপন করেছে। ভারত ২০৪৭ সালে তার স্বাধীনতা প্রাপ্তির শততম বর্ষ উদযাপন করবে। সেই লক্ষ্যে আগামী ২৫ বছরের মধ্যে আমাদের দেশকে 'উন্নত' দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আত্মনির্ভরশীলতা এবং স্বাধীনতাকে একে অপরের পরিপূরক বলা হয়। একটি দেশ যত বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সে তত বেশি শক্তিশালী হয়। তাই আজকের ভারতের মধ্যে শক্তি ও পরিবর্তনের সমন্বয় ঘটেছে। শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তোলার সংকল্পই নয়, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেশ তার উন্নয়ন যাত্রায় নিজেকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। অমৃত কালের উন্নয়নের নতুন সংজ্ঞা তার ভিত্তি হয়ে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার বহু নির্ণায়ক এবং সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যা দেশের উন্নয়নের গতিপথ পরিবর্তন করেছে, অমৃত যাত্রার অগ্রগতিতে সহায়তা করছে। এই উন্নয়ন যাত্রায় এমন অসংখ্য সিদ্ধান্ত রয়েছে যা আগে সুযোগের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী সেই সমস্যাগুলি সমাধানের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। একই নীতিগুলি নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের এই অমৃত বিশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ হয়ে উঠেছে।

এই সংস্করণের ব্যক্তিত্ব বিভাগে ভারতরত্ন সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের জীবন কাহিনি রয়েছে, স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব সিরিজে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণামূলক কাহিনি রয়েছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাতে বেশ কিছু প্রকল্পের সূচনা এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।

শক্তিশালী ভারত এক শান্তিপূর্ণ এবং নিরাপদ বিশ্বের জন্য পথ তৈরি করবে। আসুন রাষ্ট্রকবি রামধারী সিং দিনকরের এই কথাগুলি দিয়ে দেশের মানুষকে অভিবাদন জানাই।

नवीन सूर्य की नई प्रभा, नमो, नमो, नमो!

नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो, नमो, नमो!

আপনাদের মতামত পাঠাতে থাকুন।

ধন্যবাদান্তে,

এখন তেরোটি ভাষায় উপলব্ধ নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/

(সত্যেন্দ্র প্রকাশ)

ডাকবাক্স

পত্রিকা পড়ার পর উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে

'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' উপলক্ষ্যে ভারত যখন নতুন রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছে, সেই শুভক্ষণে আমি 'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' পত্রিকার ১৫-৩১ আগস্ট সংখ্যাটি পড়ার সুযোগ পাই। এই পত্রিকাটি নতুন ভারতের সংকল্পকে তুলে ধরে। প্রথমবার এই পত্রিকা পড়লাম। দেশের এই অগ্রগতির গল্প আমার উৎসাহ বৃদ্ধি করেছে। পত্রিকাটি পড়ার পরে একটি বিষয় বুঝতে পেরেছি যে আমার দেশ আমার ভারতবর্ষের পরিবর্তন হচ্ছে, দেশে প্রচুর সংস্কার করা হচ্ছে। এর সাথে, এটি প্রতিদিন নতুন সাফল্যের সাথে নতুন মাত্রা স্থাপন করছে। আমি আশা করি এই পত্রিকা ভবিষ্যতে আরো ভাল কাজ করবে।

ডঃ সঞ্জয় কুমার মিশ্র।
mishrakadma74@gmail.com

একটি উল্লেখযোগ্য নতুন বিষয়

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যাটি ভারত সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলি সম্পর্কে তথ্যে পূর্ণ। দেশের আদিবাসী সমাজের একজন মহিলার ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হওয়া হোক বা ক্রীড়াক্ষেত্রে মহিলাদের জয়যাত্রা- সবই অনুপ্রেরণাদায়ক আখ্যান। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভারতীয়দের কৃতিত্বের জন্য আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত। সুবিধাবঞ্চিতদের সুযোগ প্রদান করা, উৎসাহিত করা নতুন সরকারের বৈশিষ্ট্য। আমাদের অবশ্যই তাঁদের কাছে পৌঁছাতে হবে যাদের কাছে এখনও সকল সুবিধা পৌঁছায়নি।

প্রেমা থাঞ্জাভুরি
prema@gmail.com

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' পত্রিকার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' পত্রিকার ১৬-৩১ আগস্ট সংখ্যাটি পড়ার সুযোগ হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের স্কিম এবং বিভিন্ন কর্মসূচির সঠিক বিবরণ, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির নিয়ে প্রচ্ছদ নিবন্ধ, মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য তথ্য জানানোর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এর সঙ্গে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে'র নায়কদের গল্পও অনুপ্রেরণাদায়ক।

auragmishrabhu@gmail.com

জরুরি এবং আকর্ষণীয় তথ্য

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' পত্রিকার এই নতুন সংখ্যাটি আমার খুব ভাল লেগেছে। আমি আমার ছাত্রদেরও এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করতে বলেছি। আমি মনে করি এই পত্রিকাটি প্রতিটি দেশবাসীর পড়া উচিত কারণ এটি আমাদের দেশের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ, জরুরি এবং আকর্ষণীয় তথ্য প্রদান করে। এই পত্রিকাটি আমাদের সাধারণ জ্ঞানও বৃদ্ধি করে। দেশে সংঘটিত বৈপ্লবিক ও ঐতিহাসিক পরিবর্তনগুলো জানতে ও বুঝতে এই পত্রিকাটি খুবই সহায়ক।

মোহিত ত্রিপাঠী
mohittripathivashisth27@gmail.com

পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী

আমি একজন ছাত্র এবং সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পত্রিকাটি পড়ি। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এই পত্রিকাটি আমাকে বহুভাবে সাহায্য করে।

সিদ্ধার্থ সিং
siddharthathakur888@gmail.com

অনুসরণ করুন @NISPIBIndia

যোগাযোগের ঠিকানা: রুম নম্বর ২৭৮, সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশন,
দ্বিতীয় তল, সূচনা ভবন, নতুন দিল্লি- ১১০০০৩
ইমেল: response-nis@pib.gov.in

স্বনির্ভরতা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করেছে

বিমান বাহিনীতে যুক্ত হবে প্রথম দেশীয় যুদ্ধ হেলিকপ্টার

ভারতের প্রথম দেশীয় বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্ত নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়েছে। ২ সেপ্টেম্বর কোচি শিপইয়ার্ডে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'সমুদ্রের বাহুবলী' নামে পরিচিত এই জাহাজটিকে নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেন। এর মাধ্যমে, ভারত বিশ্বের ছয়টি দেশের অভিজাত গোষ্ঠীতে যোগ দেবে, যারা ৪০ হাজার টন বিমানবাহী রণতরী তৈরি করতে সক্ষম। বিক্রান্তের ৭৬ শতাংশ সম্পূর্ণ দেশীয়ভাবে প্রস্তুত। এটি তৈরি করতে মোট ১৩ বছর এবং ২০,০০০ কোটি টাকা লেগেছে। দেশীয়ভাবে তৈরি জাহাজটি অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার, লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট ছাড়াও, মিগ-২৯কে যুদ্ধ বিমান, কামোভ-৩১, এমএইচ ৬০আর মাল্টি-রোল হেলিকপ্টার

বিক্রান্ত বিশাল, বিশেষ, মহিমান্বিত। এটি কেবল একটি যুদ্ধজাহাজ নয়, এটি ২১ শতকের ভারতের কঠোর পরিশ্রম, প্রতিভা, প্রভাব এবং প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ। আজ ভারত বিশ্বের সেই সব দেশের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, যারা দেশীয় প্রযুক্তিতে এত বড় বিমানবাহী রণতরী তৈরি করতে পারে। আইএনএস বিক্রান্ত দেশকে নতুন আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ করেছে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

সমন্বিত ৩০টি বিমানের সমন্বয়ে একটি এয়ার উইং পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। প্রতিরক্ষা খাতের জন্য আরেকটি সুখবর হল ভারত পশ্চিম সীমান্তের কাছে তার দেশীয় যুদ্ধ হেলিকপ্টারের প্রথম স্কোয়াড্রন তৈরি করতে চলেছে। হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড এই দেশীয় যুদ্ধ হেলিকপ্টারটি তৈরি করেছে যা আকাশ থেকে আকাশে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে, এটি ছাড়াও একটি ২০ মিলিমিটার বন্দুক সংযুক্ত রয়েছে এবং এই হেলিকপ্টার থেকে একটি ৭০ মিমি রকেটও নিক্ষেপ করা যেতে পারে। এটি বিশ্বের প্রথম যুদ্ধ হেলিকপ্টার যা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে, এমনকি সিয়াচেনেও ব্যবহার করা যাবে।

স্কুলের পাঠ্যক্রম কেমন হওয়া উচিৎ? সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বলুন

তিন দশকেরও বেশি সময় পরে আগত নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতির মূল উদ্দেশ্য হল ভারতকে আন্তর্জাতিক স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যতম শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা এবং ভারতে শিক্ষাকে সর্বজনীন করে শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা। এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এখন জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো প্রস্তুত করার জন্য একটি জনসাধারণের পরামর্শ সমীক্ষার মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সমীক্ষার উদ্দেশ্য হল সাধারণ জনগণের কাছ থেকে দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামত সংগ্রহ করা, সেই কারণে অভিভাবক, শিক্ষক, ছাত্র এবং শিশুদের 'জাতীয় পাঠ্যক্রমের জন্য ডিজিটাল সমীক্ষা'য় অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আপনি ncfsurvey.ncert.gov.in লিঙ্কে গিয়ে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২২ ডিজিটাল সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। এতে পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত দশটি প্রশ্ন থাকবে। সমীক্ষাটি সফলভাবে সংরক্ষণ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আবার বিশ্বের জনপ্রিয়তম নেতা হয়ে উঠলেন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে ভারত সাত দশকের পুরনো শেকল ভেঙে উন্নয়নের পথে নতুন যাত্রা শুরু করেছে। বিশ্ব মঞ্চেও বহু উন্নত এবং শক্তিশালী দেশ ভারতের উপস্থিতির প্রশংসা করছে। এর ফলশ্রুতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আবারও বিশ্বের জনপ্রিয়তম নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। আমেরিকান ডেটা ইন্টেলিজেন্স ফার্ম 'দ্য মর্নিং কনসাল্ট'-এর সমীক্ষা অনুসারে, অনুমোদনের রেটিংয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানেস-সহ বিশ্বের ২২টি দেশের নেতাদের ছাড়িয়ে গিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর অনুমোদনের রেটিং ৬৫%। টানা দুই বছর এই রেটিংয়ে শীর্ষে রয়েছেন তিনি। গত জানুয়ারিতেও পরিচালিত সমীক্ষায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি ছিল তারপর ৭১% মানুষের পছন্দ হিসাবে নরেন্দ্র মোদী বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠেছিলেন।

এক দেশ, এক সার স্কিম: এখন সমস্ত সার 'ভারত' ব্র্যান্ড নামের অধীনে বিক্রি হবে

কেন্দ্রীয় সরকার সারের ক্ষেত্রে 'এক দেশ-এক সার' প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চলেছে। এই প্রকল্পের অধীনে, ২ অক্টোবর থেকে সারা দেশে একই ব্র্যান্ড নাম 'ভারত'-এর অধীনে সমস্ত ধরণের সার বিক্রি করা হবে। এর লক্ষ্য সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে 'ভারত' ব্র্যান্ডকে একটি নতুন পরিচয় দেওয়া। একই সঙ্গে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সার বেছে নেওয়ার ঝামেলা থেকে কৃষকরা মুক্তি পাবেন বলে মনে করছে সরকার। এই স্কিমের অধীনে, কোম্পানিগুলিকে তাদের সার পণ্যগুলিকে 'ভারত' ব্র্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, সেই সঙ্গে মোড়কের উপর প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন সার প্রকল্পের লোগোও লাগাতে হবে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরে, ইউরিয়া, ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি), মিউরেট অফ পটাশ (এমওপি) সহ সমস্ত সার শুধুমাত্র ভারত ব্র্যান্ডের অধীনে বিক্রি করা হবে। ২ অক্টোবর থেকে এগুলি 'ভারত ইউরিয়া', 'ভারত ডিএপি', 'ভারত এমওপি' এবং 'ভারত এনপিকে' নামে বাজারে পাওয়া যাবে।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে রূপান্তরকামীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে

এখন থেকে রূপান্তরকামীরাও প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা- আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় আসবেন। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প দেশের ৫০ কোটিরও বেশি মানুষকে প্রতি বছর পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিমা প্রদান করে। কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক এবং জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এর জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এই পদক্ষেপের অংশ হিসাবে, রূপান্তরকামীদের জন্য একটি 'মাস্টার প্যাকেজ' প্রস্তুত করা হচ্ছে, যার মধ্যে তাঁরা বিদ্যমান আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা এবং লিঙ্গ পরিবর্তন অস্ত্রোপচারের (সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারি এবং চিকিৎসা) সুবিধা পাবেন। এর আওতায় রূপান্তরকামীরা সারা দেশে যে কোনো আয়ুষ্মান ভারত তালিকাভুক্ত হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এই স্কিমটি সেই সমস্ত রূপান্তরকামীদের সুবিধা প্রদান করবে যারা অন্যান্য কেন্দ্রীয়/রাজ্য স্পনসরকৃত স্কিম থেকে এই ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন না। ■

জন্ম- ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯
মৃত্যু- ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

ভারতের সুর সম্রাজ্ঞী

মানুষের স্বর তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক হয়ে ওঠে। হিন্দু বিশ্বাসে বলা হয় শব্দ ব্রহ্ম, পরম সত্তা; তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই, যা সত্য এবং চূড়ান্ত শক্তি। সেই কণ্ঠই ঈশ্বর। মা সরস্বতীর আশীর্বাদধন্য সেই কণ্ঠস্বর, লতা মঙ্গেশকর ২০২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর জন্মদিনে সারা দেশ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে...

লতা মঙ্গেশকর ১৯২৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ইন্দোরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা দীননাথ মঙ্গেশকরের গানের শখ ছিল এবং তিনি একটি নাটক কোম্পানি চালাতেন। তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের গান শেখাতেন। এক সাক্ষাৎকারে লতাজি বলেছিলেন, "আমি বারান্দায় বসে বাবার শিষ্যের গান শুনছিলাম। আমি তাঁকে গিয়ে বলি তুমি এই বন্দিশটি (সঙ্গীতের বাঁধুনি বা রচনা) ভুল গাইছ। আমি তাঁকে গানটি গেয়ে শোনালাম। তারপর আমার বাবা চলে আসায় আমি সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। শিষ্য চলে যাওয়ার পর, আমার বাবা মাকে বললেন যে বাড়িতে একজন গায়ক তো রয়েছে আর আমরা বাইরের লোকদের গান শেখাচ্ছি। পরদিন আমার বাবা সকাল ছয়টার সময় আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে হাতে তানপুরা তুলে দিয়েছিলেন।"

জিন্দেগি গাম কা সাগর ভি হ্যায়...

লতা মঙ্গেশকরের বাবা ১৯৪২ সালে মারা যান। জ্যেষ্ঠ সন্তান হওয়ার কারণে, তিন ছোট বোন-মীনা, আশা এবং উষা এবং ছোট ভাই হৃদয়নাথ-সহ পরিবারের দায়িত্ব লতার কাঁধে পড়ে। পরিবারের আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, তিনি অভিনয় এবং গানকে তাঁর পেশা হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর বাবার

বন্ধু ছিলেন মাস্টার বিনায়ক দামোদর কর্ণাটকি। তিনি নবযুগ সিনেমাটোগ্রাফি কোম্পানির মালিক ছিলেন। তিনি তাঁকে অভিনয় থেকে জীবিকা উপার্জনের পথ দেখিয়েছিলেন। লতা মঙ্গেশকরও কয়েকটি মারাঠি এবং হিন্দি ছবিতে ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। যাইহোক, অভিনয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল না, তাই তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সঙ্গীতে নিয়োজিত করেছিলেন। প্রথমবারের মতো, তিনি একটি মারাঠি ছবিতে 'পেহলি মঙ্গলা গৌর' (১৯৪২)-এ গান গেয়েছিলেন এবং অভিনয় করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে মাস্টার বিনায়কের মৃত্যুর পর, সঙ্গীতজ্ঞ গোলাম হায়দার লতার গানের ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা দেন।

সময়টা ১৯৪৮ সাল। গুলাম হায়দার একদিন লতাকে প্রযোজক শশধর মুখার্জির কাছে নিয়ে যান। সে সময় 'শহীদ' ছবিতে কাজ করছিলেন তিনি। লতার গলা শুনে শশধর তাঁকে বললেন, এই মেয়েটির কণ্ঠস্বর খুবই পাতলা। গোলাম হায়দার ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, "আগামী দিনে প্রযোজক-পরিচালক লতার পায়ে পড়বেন এবং তাঁদের ছবিতে গান গাওয়ার জন্য অনুরোধ করবেন।" তাঁর কণ্ঠস্বর প্রাথমিকভাবে তৎকালীন বিখ্যাত এবং কিংবদন্তি গায়িকা নূর জাহানের কণ্ঠ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, কিন্তু পরে তিনি তাঁর নিজস্ব শৈলী গড়ে তোলেন।

জিন্দেগি ওর কুছ ভি নেহি, তেরি মেরি কাহানি হ্যায়...

চলচ্চিত্রের সঙ্গীতে সেই সময় উর্দুর প্রাধান্য ছিল। কথিত আছে যে একবার, সুরকার অনিল বিশ্বাস লতা মঙ্গেশকরকে সেই সময়ের সবচেয়ে সফল অভিনেতা দিলীপ কুমারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে অনিল বিশ্বাস বললেন, "দিলীপ ভাই, এই লতা মঙ্গেশকর। মারাঠি। ইনি গান গান।" এতে দিলীপ কুমার হেসে উত্তর দিলেন, "ওহ... মারাঠি, মারাঠিদের পক্ষে উর্দু বলা সহজ নয়।" এই কথা শুনে লতা মঙ্গেশকরের মনে জেদ চেপে যায়। এরপর তিনি এক বছর মৌলভীর কাছে উর্দু অধ্যয়ন করেন।

মেরি আওয়াজ হি পেচান হ্যায়...

১৯৫৮ সালে "মধুমতি" চলচ্চিত্রের "আজা রে পরদেশী" গানের জন্য তিনি প্রথমবার ফিল্মফেয়ার সেরা নেপথ্য গায়িকার পুরস্কার পান। সংগীত আয়োজনে ছিলেন সলিল চৌধুরী। এর পরে, তাঁর কণ্ঠস্বরের আরও উন্নতি হতে থাকে এবং নতুন সংগীতশিল্পীদের সঙ্গে কাজ করার ফলে তাঁর অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পায়। লতা ফিল্মফেয়ার পুরস্কারের জন্য নতুন প্রতিভাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করেছিলেন। এর আগে তিনি পরপর চারবার ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জিতেছিলেন। ১৯৭৫ সালে 'কোরা কাগজ' চলচ্চিত্রে গান গাওয়ার জন্য তিনি জাতীয় পুরস্কার জিতেছিলেন। লতা মঙ্গেশকর ১৯৬৯ সালে পদ্মভূষণ, ১৯৮৯ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার, ১৯৯৯ সালে পদ্মবিভূষণ সহ ভারত ও বিশ্বজুড়ে অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। ২০০১ সালে তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'ভারতরত্নে' ভূষিত করা হয়। ■

"আমাদের লতা দিদি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তিনি মা সরস্বতীর আশীর্বাদধন্য ছিলেন, তিনি আজ সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন। আমার মতো অনেকেই আছেন যারা গর্ব করে বলবেন যে লতা দিদির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। সারা বিশ্বে লতা দিদির অসংখ্য ভক্ত রয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ করা যাবে না।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ভারতের অগ্রগতির দিকনির্দেশিকা হল জাতীয়তাবাদ, অন্ত্যোদয় এবং সুশাসন

শতবর্ষী সমাধান শতবর্ষের সংকল্পকে সত্য করে তুলবে

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ করে ভারত কর্তব্যপথকে জীবনপথে পরিণত করেছে। আমাদের দেশ সুবর্ণ সংকল্প নিয়ে অমৃত যাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু একটি দেশের বিকাশ যাত্রায় তার ভিত মজবুত হওয়া একান্ত জরুরি। গত কয়েক বছরে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, আমাদের দেশ একাধিক নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে আমাদের দেশ যখন তার স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১০০ বছর উদযাপন করবে, তখন ভারত যেন একটি উন্নয়নশীল দেশ থেকে একটি উন্নত দেশ হয়ে উঠতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক এমনই ১০০টি সিদ্ধান্ত যা অমৃতযাত্রার ভিত্তি হয়ে উঠেছে...

দেশের অগ্রগতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণা, অন্ত্যোদয়ের দর্শন ও সুশাসনকে সঙ্গী করেছে। এই প্রথমবার কোন কেন্দ্রীয় সরকার দেশের নিরন্তর অগ্রগতির জন্য সংকল্প গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়িত করে চলেছে। ২০৪৭ সালে ভারত যখন তার স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপন করবে, ততক্ষণে ভারত কেবল একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে না, বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকারী হয়ে উঠবে। সাধারণত, যে কোনো ভালো সরকারের মানদণ্ড হল সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কাছে সরকারের সকল সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের অন্যতম মহৎ কাজ হল সেই মানুষদের সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করা, বিকাশ যাত্রায় তাঁদের সামিল করা।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে গত আট বছরে আগামী ২৫ বছরের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দিয়ে অনেক সামাজিক কুপ্রথার অবসান করা হয়েছে। ২০১৪ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের জন্য প্রতিটি নীতি নির্ধারণ এবং কর্মে 'সর্বাগ্রে ভারত' এই ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ভারত সীমান্তের নিরাপত্তা পরিকাঠামো শক্তিশালী করেছে, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে, মানব কল্যাণের জন্য ভারত বহু দেশকে কোভিডের সময় ওষুধ এবং টিকা দিয়ে সাহায্য করেছে। উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ মুক্ত, ডিজিটাল বিপ্লব, কোভিডের বিরুদ্ধে দেশীয় টিকা প্রস্তুত করে ভারত দেশের এবং অন্য দেশের মানুষদের জীবন সুরক্ষিত করেছে, পণ্য রফতানিতে রেকর্ড বৃদ্ধি হয়েছে- এই সবই এই সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কিছু অর্জন।

প্রধানমন্ত্রী একটি শক্তিশালী, সমৃদ্ধশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উন্নত ভারত গড়ে তুলতে আগামী ২৫ বছরের সময়কে 'অমৃত কাল' নাম দিয়েছেন। এর জন্য দেশবাসীকে সংকল্প গ্রহণে এবং তা উপলব্ধি করতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনগণের সেবা করার উপায় হিসাবে জননীতিকে বিবেচনা করেন। পরিচ্ছন্নতা অভিযান হোক বা সরকারের যে কোনো নীতি পরিকল্পনা, প্রতিটি অভিযানে জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা হয়েছে। এ এক নতুন ভারত যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ শুধু ভোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এটি জাতির সকল আশা-আকাঙ্খা পূরণের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে।

অনুপ্রেরণামূলক স্লোগান পরিবর্তন আনছে

স্লোগান সম্পর্কে সাধারণত একটি বিশ্বাস থাকে যে সেগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে

জন্মদিন: ১৭ সেপ্টেম্বর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং 'নব ভারত'

যখন নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছেন, তখন থেকেই একটি শব্দ খুবই জনপ্রিয় হয়- 'নব ভারত'। কিন্তু এই কথার পিছনে তাঁর ভাবনা কী? স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ করার পর, ভারত অমৃতযাত্রার পথ বেছে নিয়েছে অর্থাৎ আগামী ২৫ বছরের সংকল্পকে সম্পূর্ণ করতে উদ্যোগী হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পারিবারিক পটভূমির সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। তিনি দারিদ্র্য প্রত্যক্ষ করেছেন, দরিদ্রতার মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। আজ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর, সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার পরেও তিনি নিজের খাবারের খরচ নিজেই বহন করছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন কোনও কাজের পরিকল্পনা করেন তখন কার্যকর ফল পাওয়া অন্যতম লক্ষ্য হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী মোদী যে কোনও পরিকল্পনা ঘোষণা করেন যখন এটি বাস্তবায়নের জন্য সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এ পর্যন্ত লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী যে পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন, তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর চিন্তাভাবনা অনুসারে ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকে বিদেশি শত্রুরা সর্বদা ভারতের সম্পদ লক্ষ্য করে আক্রমণ করেছে, লুঠতরাজ চালিয়েছে। কিন্তু ভারতের শক্তিশালী সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগতে পারে কোন নতুন ভারতের কথা বারবার বলা হচ্ছে? প্রকৃতপক্ষে, ভারত যখন ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীন হয়েছিল, তখন তা দেশের- সমাজের প্রান্তে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। স্বাধীনতার ৬৭ বছর পরেও দেশের ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ব্যাঙ্কের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। আবাসন হোক বা বিশুদ্ধ জ্বালানি, বা স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী। উন্নয়ন প্রকল্প শুরু হলেও শেষ হয়নি। সরকারি কোষাগারের উপর বোঝা বাড়তে থাকে, আমলাতন্ত্র এবং লাল ফিতা ফাঁসে কাজ আটকে থাকত। আগে দারিদ্র্য দূরীকরণের কথা বলা হলেও দীর্ঘদিন ধরে দারিদ্র্য দূরীকরণে কোনো সমন্বিত প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। এমন প্রেক্ষাপটে, যখন নরেন্দ্র

হবে, যাতে জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় হতে পারে। কিন্তু মোদী সরকার উন্নয়নের গতি নিয়ে প্রতি বছরই নতুন স্লোগান তৈরি করে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের কোনো স্লোগানই আকস্মিক ছিল না। প্রথম বছরে তিনি স্লোগান দিয়েছিলেন 'সাল এক, শুরুয়াত অনেক" এবং দ্বিতীয় বছরে তিনি "মেরা দেশ বদল রাহা হ্যায়, আগে বাড় রাহা হ্যায়" স্লোগান দিয়েছিলেন দেশের উন্নয়নের গতি তরান্বিত করতে। নোটবন্দী-পরবর্তী সময়ে সরকারের স্লোগান ছিল "সাথ হ্যায়, বিশ্বাস হ্যায়"। চতুর্থ বছরের স্লোগান 'সাফ নিয়াত, সহী বিকাশ' সরকারের স্পষ্ট উদ্দেশ্যের প্রতি আস্থার বার্তা দেওয়া হয়েছিল। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এবং সবকা বিশ্বাস' স্লোগানটি যখন সরকারের মূল মন্ত্র হয়ে ওঠে, তখন জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী একটি নতুন স্লোগান দেন – 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস'। ভারত দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন গত আট বছর পূর্ণ হয়েছে সেবা, সুশাসন এবং দরিদ্র কল্যাণের লক্ষ্যে।

আমার সরকার এভাবেই কাজ করে। কাজ স্থগিত রাখা, বিলম্ব করা, ফাইল চাপা দেওয়ার সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়েছে। জনগণের সহযোগিতায় সরকার তার প্রতিটি মিশন, প্রতিটি সিদ্ধান্ত পূরণ করছে।

মোদী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল 'কাজ হচ্ছে, হবে', 'কিছুই হওয়া সম্ভব নয়', 'এভাবেই চলতে হবে' 'মেনে নাও'- এই ধরনের মানসিকতা। প্রধানমন্ত্রী এই চিন্তাভাবনা বদলাতে কীভাবে নতুন শক্তি সঞ্চার করা যায়, তার উপর জোর দিয়েছিলেন।

দেশের জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশের বয়স ৩৫ বছরের নিচে, জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বয়স ২৫ বছরের নিচে। তাঁদের আবেগ রয়েছে, আকাঙ্ক্ষা রয়েছে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই যুব ভারতের তরুণদের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন এবং তাদের মধ্যে নতুন শক্তি তৈরি করতে 'নতুন ভারত' মন্ত্র দিয়েছেন। তিনি যেভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে গ্রহণ করেছেন, অন্য কোনো নেতা তা করেননি। এই কারণেই দেশে প্রথমবারের মতো সমাজের প্রান্তিক মানুষরা সরকারি প্রকল্পের সরাসরি সুবিধা পেয়েছেন। 'সর্বাগ্রে রাষ্ট্র'- এটি শুধু তাঁর জীবনের মন্ত্র নয়, তিনি তাঁর জীবনে এই ভাবনাকে বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি একজন কঠোর প্রশাসকও বটে।

উরিতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং বালাকোটে এয়ার স্ট্রাইকের নির্দেশ দিয়ে বিশ্বের সামনে ভারতের নবরূপ উপস্থাপন করেছেন এবং একটি বার্তা দিয়েছেন যে ভারত তার সীমান্ত রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশকে স্বনির্ভর করার প্রচারে গতি দিয়েছেন যা একটি গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। তাঁর বিরোধীরাও বিশ্বাস করেন যে তিনি সুযোগ হাতছাড়া করেন না। দেশের সংকটগুলিকে সুযোগে রূপান্তর করার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে তাঁর।

> দেশের প্রতিটি মানুষ নরেন্দ্র মোদীকে তাঁদের নিজস্ব উপলব্ধিতে দেখেছেন। কেউ তাঁকে দেখেছেন একজন সমাজসেবক হিসাবে, আবার কেউ তাঁকে দেখেছেন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন একজন বলিষ্ঠ নেতা হিসাবে যিনি দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। কেউ তাঁকে একজন মহান তপস্বী হিসাবে দেখেছেন যিনি বিশ্বকে ভারতীয় সংস্কৃতি, 'যোগে'র সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন, আবার কেউ তাঁকে ভারত মাতার সুযোগ্য পুত্র হিসাবে দেখেছেন, যিনি সমস্ত আন্তর্জাতিক মঞ্চে সমৃদ্ধশালী ভারতের রূপ উপস্থাপন করেছেন। দেশের যুব সম্প্রদায় তাঁর মধ্যে একজন নির্দেশকের রূপ দেখতে পান। আবার কেউ তাঁকে দরিদ্রদের ত্রাণকর্তা, দরিদ্রদের বিদ্যুৎ, জল, গ্যাস, শৌচাগার এবং আয়ুষ্মান কার্ড প্রদানকারী আদর্শ রাষ্ট্রনেতা হিসাবে বিবেচনা করেন।
>
> - **অমিত শাহ**, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী

সকলের উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

কোনও ব্যক্তি, শ্রেণী, কোনও ভৌগোলিক এলাকা, দেশের কোনও প্রান্ত যেন উন্নয়নের যাত্রায় পিছিয়ে না থাকে তা নিশ্চিত করছে কেন্দ্রীয় সরকার। উন্নয়ন হতে হবে সর্বাত্মক। বিগত ৮ বছরে দেশের এমন সব এলাকার উন্নয়ন করা হয়েছে যা দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত ছিল। পূর্ব ভারত হোক বা উত্তর-পূর্ব বা জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ সহ সমগ্র হিমালয় অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল বা উপজাতীয় অঞ্চল- ভবিষ্যতে ভারতের উন্নয়ন যাত্রার ভিত্তি হয়ে উঠছে। একবিংশ শতাব্দীর এই দশকে, ভারত নীল অর্থনীতির উন্নতির দিকে প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করছে। গভীর সমুদ্র অভিযানের মাধ্যমে সমুদ্রের সীমাহীন সম্ভাবনা অন্বেষণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের যেসব জেলা অনগ্রসর বলে মনে করা হতো, এখন তাঁরাও উন্নয়নের স্রোতে সামিল হয়েছে। দেশের ১১০টিরও বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, রাস্তা এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। সরকার উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলিকে ভারতের অন্যান্য জেলার সঙ্গে সমান পর্যায়ে আনতে নিরলস চেষ্টা করছে। অর্থনীতির জগতে

পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্র নিয়ে অনেক আলোচনা হয়, কিন্তু ভারতও সমবায় ব্যবস্থার উপর জোর দেয়। এই খাতের ক্ষমতায়নের জন্য আলাদা সমবায় মন্ত্রক গঠন করা হয়েছে।

আজ দেশের প্রতিটি গ্রামে 'অপটিক্যাল ফাইবার' পাতার কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। ভারতে খুব শীঘ্র ফাইভ-জি চালু হবে। এই দশকের শেষ নাগাদ সিক্স-জি চালু করার প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। সরকার গেমিং এবং বিনোদনের ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাধানগুলির প্রচার করছে। সরকার এই সব নতুন খাতে বিনিয়োগ করছে, ফলে দেশের তরুণ-তরুণীরা সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত হচ্ছেন, তাঁরা এর সুফল পাবে এটাই স্বাভাবিক। ঐতিহ্যগত কর্মজীবনের পাশাপাশি, তরুণরা এখন নতুন নতুন ক্ষেত্রে কর্ম সংস্থানের পথ প্রস্তুত করার চেষ্টা করছে। সমাজে নতুন ধারণার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। এমতাবস্থায়, নতুন ধারণাকে আত্তীকরণ করে মূল চিন্তাকে সম্মান করতে হবে যাতে গবেষণা এবং উদ্ভাবন কাজের পাশাপাশি জীবনের একটি প্রধান অংশ হয়ে ওঠে। একবিংশ শতাব্দীর ভারত দেশের যুব সম্প্রদায়ের উপর পূর্ণ আস্থা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এর ফলস্বরূপ, আজ উদ্ভাবন সূচকে ভারতের অবস্থান অনেক উপরে চলে এসেছে। গত আট বছরে পেটেন্টের সংখ্যা সাত গুণ বেড়েছে। ইউনিকর্নের সংখ্যাও ১০০ অতিক্রম করেছে। গত আট বছরে শুরু হওয়া অনেক প্রকল্পের সুবিধা কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের ঘরে পৌঁছেছে। উজ্জ্বলা থেকে আয়ুষ্মান ভারত, আজ দেশের প্রতিটি গরিব মানুষ এই কর্মসূচির প্রভাব অনুধাবন করতে পারেন।

আজ সরকারি প্রকল্পের গতি বেড়েছে। ভারত নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করছে। দেশ আগের চেয়ে অনেক দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। তবে এই যাত্রা এখানেই শেষ নয়। দেশকে পরিপূর্ণ হতে হবে। এই সংকল্পকে সঙ্গী করে ভারত 'অমৃত কাল'-এর যাত্রা শুরু করেছে যেখানে ১০০% গ্রামে রাস্তা থাকবে, ১০০% পরিবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকবে, ১০০% সুবিধাভোগীদের আয়ুষ্মান ভারত কার্ড থাকবে এবং ১০০% যোগ্য ব্যক্তিদের গ্যাস সংযোগ থাকবে। সরকারের বিমা প্রকল্প হোক, পেনশন স্কিম হোক বা সরকারি আবাসন প্রকল্প হোক, প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিকে সংযুক্ত করতে হবে। যারা রাস্তায় রাস্তায় জিনিস ফেরি করেন বা ফুটপাথে বসে পণ্য বিক্রি করেন স্বনিধি প্রকল্পের মাধ্যমে ফেরিওয়ালাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করা হচ্ছে। 'হর ঘর জল' মিশনকে সফল করতে আজ দেশ পূর্ণ গতিতে কাজ করছে। নতুন প্রজন্মের অবকাঠামোর জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই চিন্তা থেকেই শুরু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি যোজনা। আধুনিক বিশ্বে যে কোন দেশের উন্নতি আধুনিক অবকাঠামোর উপর নির্ভর করে, অন্যদিকে এটি মধ্যবিত্তের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাও পূরণ করে। এটা উপলব্ধি করেই দেশ ভূমি, জল, আকাশ প্রতিটি ক্ষেত্রেই অগ্রগতির জন্য লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছে, এবং কাজ করেছে। ট্রেনের গতি বৃদ্ধি করার জন্য ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। এখন যখন ভারত স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ করেছে এবং ২৫ বছরের অমৃত যাত্রা শুরু করেছে, স্বাধীনতার শতবর্ষের জন্য সুবর্ণ সংকল্প গ্রহণ করেছে, সেই সময়ে আসুন জেনে নেওয়া যাক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির কথা যা অমৃতযাত্রার ভিত্তি হয়ে উঠেছে। অমৃত কালের সংকল্প অর্জনের জন্য যা আমাদের সহায়ক হয়েছে...

অমৃত যাত্রা এবং নব ভারত

স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তিতে একাধিক সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে আমাদের দেশ। এই সংকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য, তরুণ উদ্ভাবকরা 'জয় অনুসন্ধান' স্লোগান দিয়েছেন। অমৃতকালের এই ২৫ বছরের সময়কাল অভূতপূর্ব সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে। এই সম্ভাবনা এবং সংকল্প সরাসরি তরুণদের ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কিত। তরুণদের সাফল্য আগামী ২৫ বছরে ভারতের সাফল্য নির্ধারণ করবে। লালকেল্লার প্রাচীর থেকে, প্রধানমন্ত্রী উচ্চাকাঙ্ক্ষী সমাজের একটি নতুন ধারণা তুলে ধরেন। আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ সমাজ বৃহৎ পরিবর্তনের বাহক হয়ে ওঠে। ৬০-৭০ এর দশকে ভারত যেমন সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছিল এবং কৃষকরা খাদ্যের ক্ষেত্রে ভারতকে স্বনির্ভর করে তুলেছিল। এখন গত কয়েক বছরে দেশটি অবকাঠামোগত বিপ্লবের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। স্বাস্থ্য খাত হোক বা ডিজিটাল ক্ষেত্র, প্রযুক্তি খাত, কৃষি খাত, শিক্ষা এবং প্রতিরক্ষা, প্রতিটি ক্ষেত্রের আধুনিকীকরণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে যা প্রতিদিন নতুন নতুন সুযোগ নিয়ে আসছে। ড্রোন প্রযুক্তি, টেলি-পরামর্শ, ডিজিটাল প্রতিষ্ঠান, ভার্চুয়াল সলিউশন, পরিষেবা থেকে উৎপাদন সকল ক্ষেত্রে দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে। তরুণরা কৃষি ও স্বাস্থ্য খাতে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহারকে উন্নীত করার, সেচ সুবিধাকে আরও আধুনিক এবং উন্নত করার প্রচেষ্টা করছেন।

১

প্রতিকূলতাকে সুযোগে পরিণত করে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছে ভারত

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ২০২০ সালের ১২ মে জাতির উদ্দেশে ভাষণে দেশকে স্বনির্ভর করে তোলার, একুশ শতককে ভারতের শতকে পরিণত করার কথা বলেছিলেন, তখন সারা পৃথিবী কোভিড অতিমারির বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছিল। প্রধানমন্ত্রী সকল স্তরে যোগাযোগ করেছেন, ব্যবসায়ী এবং প্রযোজকদের জন্য আইনি বাধাগুলি সরিয়ে দিয়েছেন এবং ২০ লক্ষ কোটি টাকার আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ প্রদান করেছেন। এর প্রভাব আমরা উৎপাদন এবং রফতানির ক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছি।

- বৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী দেশ হল ভারত, বিশ্বের মোট দুধ উৎপাদনের ২১% হয় ভারতে। ভারত সর্বোচ্চ চিনি উৎপাদনকারী, দ্বিতীয় বৃহত্তম গম এবং মাছ উৎপাদনকারী, তৃতীয় বৃহত্তম ডিম উৎপাদনকারী এবং বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম কফি উৎপাদনকারী দেশ।
- স্বাধীনতার পর রফতানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৬০০ গুণ। ২০২১-২০২২ সালে মোট রফতানি ছিল ৬৭৪ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে পণ্য রফতানি প্রায় ৪২০ বিলিয়ন ডলার এবং পরিষেবা রফতানি ২৫৪ বিলিয়ন ডলার ছিল।
- ২০২১-২২ সালে মোবাইল রফতানির মূল্য ছিল ৫.৫ বিলিয়ন ডলার।
- ২০১৩ সালে, ১২৪ কোটি টাকার মধু রফতানি করা হয়েছিল, যা ২০২২ সালে ৩০৯ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। বিশ্বের মধ্যে ভারত মধু উৎপাদনে চতুর্থ এবং রফতানিতে নবম স্থানে রয়েছে।
- ২০২১-২২ সালে রেকর্ড ৭ মিলিয়ন টন গম, ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের কফি রফতানি করা হয়েছে। ভারত দ্বিতীয় বৃহত্তম চিনি রফতানিকারক দেশ।
- স্বাধীনতার পর থেকে খাদ্যশস্য উৎপাদন ছয় গুণ বেড়ে ২০২১-২২ সালে ৩১৪.৫১ মিলিয়ন টন হয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীকে ভারতের শতকে পরিণত করার স্বপ্ন পূরণ করতে, দেশ যাতে স্বনির্ভর হয় তা নিশ্চিত করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। স্থানীয় পণ্যের প্রচার করার এবং স্থানীয় পণ্যকে বিশ্বের বাজারে পৌঁছে দিতে সহায়তা করার সময় এটা।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী।

খাদি একটি ফ্যাশন ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে

গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদী ২০০৩ সালে খাদির অবস্থার উন্নতির জন্য 'খাদি ফর নেশন' এবং 'খাদি ফর ফ্যাশন' নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি 'পরিবর্তনের জন্য খাদি' সংকল্পকে যুক্ত করে এটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি খাদি-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করেছেন এবং দেশবাসীকে খাদি উৎপাদনে উৎসাহিত করেছেন। গত ৮ বছরে খাদি যখন শীর্ষ ফ্যাশন ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে তখন বিক্রি বেড়েছে চার গুণ। ভারতে প্রথমবার খাদি এবং গ্রামীণ শিল্পের টার্নওভার ১ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। আড়াই কোটি নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে।

আমরা তৃণমূল স্তর থেকে শুরু করেছি এবং আমাদের পথ ধরে কাজ করেছি

সারা দেশে যখন কোভিড-১৯ সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন দেশে পিপিই কিট উৎপাদন ছিল নগণ্য। এখন পিপিই কিট তৈরিতে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হল ভারত, চিনের পরেই রয়েছে। পিপিই কিট উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ৪.৫ লক্ষে পৌঁছেছে এবং এন-৯৫ মাস্কগুলির উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ৩২ লক্ষে পৌঁছেছে।

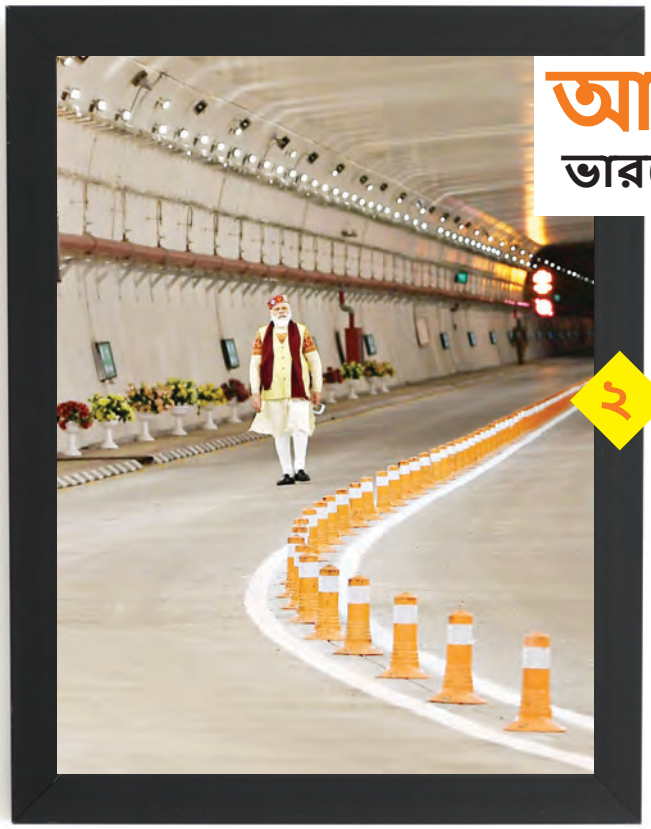

আধুনিক অবকাঠামো
ভারতের বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছে

“ আমরা যখন সেতু এবং রাস্তা তৈরি করি, তখন আমরা কেবল শহর এবং গ্রামকে সংযুক্ত করি না। আমরা অর্জনকে আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে, সুযোগকে আশার সঙ্গে এবং সুখকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করি। ”
-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই কথাগুলি ভারতের আধুনিক পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির সাথে দেশের উন্নয়নকে প্রতিফলিত করে, যার উপর ভিত্তি করে নতুন ভারত নির্মিত হচ্ছে।

- জাতীয় সড়কের গড় গতি ২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ৫০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ জাতীয় মহাসড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণের কাজ চলছে।
- ৫৫০টি জেলা ৪ লেনের বেশি মহাসড়ক দ্বারা সংযুক্ত।
- বন্দরভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি ‘সাগরমালা’র অধীনে ১৯৪টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে।
- করিডোরের সংখ্যা ৬ থেকে বেড়ে ৫০টি হয়েছে।
- প্রায় ২৭টি এক্সপ্রেসওয়ে চালু হয়েছে। ২৫টির বেশি কাজ চলছে।
- জাতীয় পরিকাঠামো পাইপলাইন পরিকল্পনায় ৯৩৬৭টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার জন্য ব্যয় হবে ১৪২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। ২৪৪৪টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

জাতীয় মহাসড়ক সম্প্রসারণের গতি প্রতিদিন তিনগুণ বাড়ছে

পরিসংখ্যান দিন প্রতি কিলোমিটার

জাতীয় মহাসড়ক এক থেকে দেড় বার প্রসারিত হয়েছে

২০১৩	২০২০-২১
৯১,২৮৭	১,৪১,৩৪৫

দেশের প্রায় ৯৯% গ্রামগুলি সড়কপথে যুক্ত

২০১৩	২০২০-২১
৩,৮১,৩১৫	৭,০৫,৮১৭

পরিসংখ্যান দিন প্রতি কিলোমিটার

BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

ভারতমালা প্রকল্পের অধীনে এখনও পর্যন্ত ৮০০০ কিলোমিটারের বেশি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। ১১ নম্বর এক্সপ্রেসওয়ের কাজ চলছে।

অবকাঠামোর গতিবেগ

“ এই সময়টা ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর, স্বাধীনতার অমৃত কাল। স্বনির্ভর ভারতের সংকল্প নিয়ে, আমরা আগামী ২৫ বছরের জন্য ভারতের কাঠামো তৈরি করছি। প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি জাতীয় মহাপরিকল্পনা ভারতের আস্থা ও স্বনির্ভরতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চলেছে। ”
- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

৩

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দায়িত্ব গ্রহণের পরে উন্নয়ন প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য 'প্রগতি' মঞ্চ গড়ে তোলা হয়।
- কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি এই প্রযুক্তি-ভিত্তিক মাল্টি-মডেল মঞ্চের সঙ্গে জড়িত। প্রকল্পগুলির গতিপ্রকৃতি প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।
- 'প্রগতি'র ৪০টি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এখনও পর্যন্ত ১৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মোট ৩২০টি প্রকল্প এবং কর্মসূচি পর্যালোচনা করেছেন।

৪

প্রকল্পগুলি আর স্থগিত বা আটকে থাকবে না

ভারত গত আট বছরে বিশ্বমানের অবকাঠামো তৈরি করেছে। কয়েক দশক ধরে অমীমাংসিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলি এখন সম্পূর্ণ হচ্ছে। উন্নয়ন প্রকল্পগুলো এখন রেকর্ড সময়ে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "যে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর আমরা স্থাপন করি, আমরা তাদের উদ্বোধনও করি। এটা অহংকার নয়, আমাদের বিশ্বাস।"

প্রকল্প	প্রকল্প শুরু	উদ্বোধন
অটল টানেল	২০০২	২০২০
কোশি রেল সেতু	২০০৩	২০২০
পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ে	২০০৩	২০১৮
বিদার- কালবুর্গি রেল লাইন	২০০০	২০১৭
পাকইয়ং বিমানবন্দর	২০০৮	২০১৮
পারাদ্বীপ শোধনাগার	২০০২	২০১৬
কোলাম বাইপাস	১৯৭২	২০১৯
সরযূ খাল প্রকল্প	১৯৭৮	২০২১
গোরখপুর ফার্টিলাইজার প্ল্যান্টটি ১৯৯০ সালে বন্ধ হয়ে যায় এবং ২০২১ সালে পুনরায় চালু হয়		

- অনেক সময় দেখা যায় রাস্তা নির্মাণের পর, পাইপ বিছানোর জন্য আবার গর্ত খনন করা হয় বা তার বসানোর জন্য পুরো রাস্তাটি খনন করতে হয়। এর পিছনে কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয়হীনতা। কিন্তু এই দৃশ্যগুলোই আমরা ভারতীয়রা বছরের পর বছর ধরে দেখে আসছি।
- সমন্বয়ের এই অভাব কাটিয়ে উঠতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১০৭ লক্ষ কোটি টাকার গতিশক্তি জাতীয় মহাপরিকল্পনা চালু করেছিলেন ২০২১ সালের অক্টোবরে। এখানে ১৬টি মন্ত্রক এবং বিভাগকে একক প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- দেশে নির্মিত প্রতিটি অবকাঠামো প্রকল্প গতিশক্তির আওতায় আসবে। আগামী অর্থবছরে, প্রায় ২৫০০০ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক সম্প্রসারণ, ৬০ কিলোমিটার রোপওয়ে প্রকল্প, রেলপথের সুরক্ষার সাথে যুক্ত কবচ এবং ১০০টি কার্গো টার্মিনালের উন্নয়নও এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উন্নত জলপথ

উন্নয়ন এক নতুন যুগের সূচনা করেছে

৫

বারাণসী এবং হলদিয়ার মধ্যে জল পরিবহন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবহন খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। এছাড়াও, আত্মনির্ভর ভারত রূপকল্পের অধীনে একটি জলপথ ব্যবস্থা তৈরি করা হচ্ছে, যা ভারতকে প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

- অগাস্টে পরীক্ষামূলকভাবে বারাণসী থেকে মারুতি গাড়ির একটি চালান হলদিয়ায় পাঠানো হয়েছিল।
- হলদিয়া থেকে বারাণসী জলপথ তৈরি হওয়ায় শুধু উত্তরপ্রদেশ নয়, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গও, অর্থাৎ পূর্ব ভারতের একটি বড় অংশ উপকৃত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধির সাথে সাথে কনটেইনার কার্গো দ্বারা পরিবহন কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।
- বর্তমানে, দেশের ২৪টি রাজ্যে ১১১টি জাতীয় জলপথ রয়েছে। এর মধ্যে ২০১৬ সালে ১০৬টি জাতীয় জলপথ হিসাবে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, আগে মাত্র পাঁচটি জলপথের মর্যাদা পেয়েছিল।

জাতীয় জলপথ-১

১৩৯০ কিমি

হলদিয়া থেকে বারানসী

৪৬৩৪

কোটি টাকা

বগিবিল ব্রিজ

আসাম-অরুণাচলের জন্য নতুন জীবনপথ

“এটি শুধু একটি সেতু নয়, এই অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে সংযুক্তকারী একটি পথ। এর ফলে আসামের সঙ্গে অরুণাচলের দূরত্ব কমেছে এবং মানুষ অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাঁদের জীবনযাত্রার মানেরও উন্নতি হয়েছে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

৬

- ব্রহ্মপুত্র নদের উপর নির্মিত ৪.৯৪ কিলোমিটার দীর্ঘ বগিবিল সেতু নির্মিত হওয়ার ফলে ধেমাজি থেকে ডিব্রুগড়ের দূরত্ব মাত্র ১০০ কিলোমিটারে নেমে এসেছে। আগে এটি ছিল ৫০০ কিমি, যার জন্য সময় লাগত ২৪ ঘন্টা। এটি দেশের দীর্ঘতম রেল-সড়ক সেতু, উপরে রাস্তা এবং নীচে রেল লাইন রয়েছে। ১৯৬৫ সাল থেকে বগিবিল সেতু নির্মাণের দাবি ছিল। এই সেতুতে প্রতি ১২৫ মিটারে ৩৯টি গার্ডার রয়েছে।

৭

চন্দ্রভাগা সেতু

চন্দ্রভাগা নদীর উপরে বিশ্বের উচ্চতম রেলওয়ে সেতু

দৈর্ঘ্য
১৩১৫
মিটার

খরচ
২৭৯৪৯
কোটি টাকা

ভারতীয় রেলওয়ে ২০২১ সালের ৫ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের চন্দ্রভাগা নদীর উপর বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলওয়ে সেতুর খিলান নির্মাণ সম্পন্ন করেছে। প্রকৌশল দক্ষতার একটি চমৎকার উদাহরণ, এই সেতুটি প্রতিটি দেশবাসীকে গর্বিত করে। এই সেতু নির্মাণের ফলে এখন কয়েক ঘণ্টার দূরত্ব মিনিটে নেমে আসবে।

৩৫৯ মিটার উঁচু চন্দ্রভাগা সেতু, বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলওয়ে সেতু। এটি প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের থেকে ৩৫ মিটার উঁচু।

সেতু নির্মাণে ২৮,৬৬০ মেট্রিক টন ইস্পাত লেগেছে, এর প্রস্থ ১৩ মিটার এবং এটি 'পরিষেবাযোগ্য' থাকবে প্রায় ১২০ বছর।

ডিআরডিও'র সহায়তায় বিশ্বে প্রথমবার এই সেতুটিকে বিস্ফোরক-বিরোধী হিসাবে নির্মাণ করা হয়েছে।

এই নির্মাণ কাজটি শুধুমাত্র অত্যাধুনিক প্রকৌশল এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রদর্শন করে না, 'সংকল্প সে সিদ্ধি'র মাধ্যমে দেশের পরিবর্তিত কর্ম সংস্কৃতির উদাহরণও তুলে ধরে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার সূচনা

স্বাধীনতার আগেও ভারতের প্রতিরক্ষা খাত খুবই শক্তিশালী ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত ছিল প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ। কিন্তু স্বাধীনতার পর এই খাত উপেক্ষিত ছিল, ফলে ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বড় অস্ত্র ক্রেতা দেশ হয়ে ওঠে। এই ভাবমূর্তি ভেঙে স্বনির্ভর প্রতিরক্ষা খাতের অভিযান শুরু হয়েছে।

৮

- দেশের জন্য প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সংগ্রহে মৌলিক পরিবর্তন আনার প্রথম পদক্ষেপ ছিল ডিফেন্স প্রকিউরমেন্ট পলিসি ২০১৬ ঘোষণা।
- এখনও পর্যন্ত, মোট ৩১০টি প্রতিরক্ষা পণ্য এবং সিস্টেমের তিনটি তালিকা জারি করা হয়েছে, এই পণ্যগুলির আমদানি সীমিত করা হবে এবং দেশের মধ্যে ক্রয় করা হবে। এই বছরের প্রতিরক্ষা ক্রয় বাজেটে, অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে প্রতিরক্ষা পণ্য কেনার জন্য ৬৮% পরিমাণ সংরক্ষিত হয়েছে।
- ৪৮,০০০ কোটি টাকায় দেশীয় তেজস বিমান কেনার অনুমোদন। ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে স্টার্টআপগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য একটি সূচক ড্রাইভ চালু করা হয়েছিল। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র অধীনে অস্ত্র ও আনুষাঙ্গিক সরঞ্জাম তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

> এই সংকল্পে আমি স্বনির্ভর ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এমন বীজ দেখতে পাচ্ছি যারা এই স্বপ্নকে বটবৃক্ষে রূপান্তর করতে চলেছেন। আমি সেনা কর্মকর্তাদের স্যালুট জানাই।
>
> **-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

তামিলনাড়ু এবং উত্তরপ্রদেশে দেশীয় প্রতিরক্ষা পণ্য উৎপাদনের প্রচারের জন্য দুটি প্রতিরক্ষা করিডোর স্থাপন করা হয়েছে। গত ৫ বছরে প্রতিরক্ষা পণ্যের আমদানি ২১২% কমেছে।

এর ফলে

প্রথমবার শীর্ষ ২৫টি অস্ত্র রফতানিকারক দেশের মধ্যে রয়েছে ভারত।

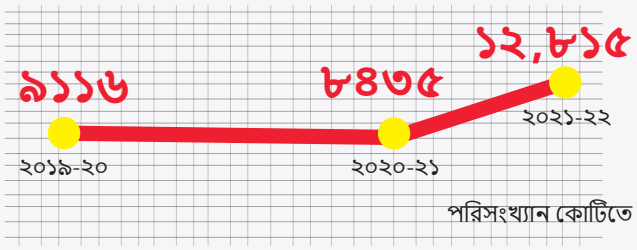

তেজস বিমান কেনার আগ্রহ দেখিয়েছে অনেক দেশ। ফিলিপিনসের পর ভারত অন্যান্য দেশে ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করবে।

সীমান্তে মজবুত অবকাঠামো

সেতু		রাস্তা	
২০০৮-১৪	৪৭০০	২০০৮-১৪	৩৬০০ কিমি
২০১৪-২০	১৪৯৫৩	২০১৪-২০	৭২২০ কিমি

অগ্নিপথ স্কিম সেনাবাহিনীতে তারুণ্যের জোয়ার আনবে

- ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সময়ের সঙ্গে আরও উপযোগী করে তোলার জন্য প্রযুক্তিগত জ্ঞান, আধুনিকীকরণ, তারুণ্যের শক্তিতে বলীয়ান করতে সম্প্রতি অগ্নিপথ স্কিমটি চালু করা হয়েছে।
- প্রার্থীরা অগ্নিপথ স্কিমের জন্য আবেদন করতে পারেন যদি তাঁদের বয়স সাড়ে সতেরো থেকে ২৩ বছরের মধ্যে হয়। করোনা মহামারির কারণে নিয়োগের প্রথম বছরে মাত্র দুই বছরের বয়স শিথিলকরণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ফলে আরো তরুণরা সুযোগ পাবেন।
- নিয়োগপ্রাপ্ত যুবকদের ছয় মাসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এরপর তাঁরা সেনাবাহিনীতে ৩.৫ বছর চাকরি করবেন। চার বছর চাকরির পর ২৫% অগ্নিবীরকে তাঁদের দক্ষতার ভিত্তিতে স্থায়ীপদে নিয়োগ করা হবে। ৪ বছর পরে যেসকল অগ্নিবীররা অবসর নেবেন, তাঁরা ১১.৭১ লক্ষ টাকা পাবেন।

সিডিএস পদ সৃষ্টি

- সেনাবাহিনীর মধ্যে উন্নত সমন্বয়ের জন্য দীর্ঘদিন ধরে 'চিফ অফ ডিফেন্স' স্টাফের দাবি চলে আসছিল, শেষ পর্যন্ত তা গৃহীত হয়েছিল। জেনারেল বিপিন রাওয়াত প্রথম সিডিএস নিযুক্ত হন।

এক পদ, এক পেনশন

- আধুনিকীকরণ ছাড়াও 'এক পদ এক পেনশন' বাস্তবায়ন মোদী সরকারের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে অন্যতম একটি। এই সিদ্ধান্ত গত ৪৩ বছর ধরে আটকে ছিল।

পাকিস্তানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও বিমান হামলা

৯

- পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীরা ২০১৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর উরিতে সেনা সদর দফতরে হামলা চালিয়ে ১৮ জন ভারতীয় সেনাকে হত্যা করেছিল। এই নারকীয় হত্যার জবাবে ভারত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালায়। ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর ভারত পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে (পিওকে) প্রবেশ করে এবং সন্ত্রাসবাদী লঞ্চ প্যাডে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে এটিকে ধ্বংস করে দেয়। এই স্ট্রাইকের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের অনেক সন্ত্রাসবাদী শিবির সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়।
- পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীরা ১৪ ফেব্রুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সিআরপিএফ কনভয়ে আক্রমণ করে। এই হামলায় ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান শহীদ হন এবং আরও অনেকে গুরুতর আহত হন। হামলায় শহিদ হয়েছেন ৪০ জন জওয়ান।
- প্রায় ১২ দিন পরে, ভারতীয় বায়ুসেনার সাহসী বীররা পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বালাকোটে একটি বিমান হামলা চালিয়ে জয়শ-ই-মহম্মদের জঙ্গি আস্তানা ধ্বংস করে। এতে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়। এর আগে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করেছিল।

গুরুত্ব

পাকিস্তান বুঝতে পেরেছে যে সাময়িক শক্তিতে বলীয়ান ভারত তাদের কর্মের উপযুক্ত জবাব দিতে প্রস্তুত।

“ এই ভূমির শপথ করে বলছি, আমি আমার দেশকে ধ্বংস, স্থগিত বা বিনষ্ট হতে দেব না। আমার দেশ জেগে উঠেছে। প্রত্যেক ভারতীয় জিতবে।

- **নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী** (বালাকোট বিমান হামলার পরে রাজস্থানে একটি সমাবেশে একথা বলেন)

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা

২০১৪ সালে দেশের শাসনভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'সর্বাগ্রে ভারত'-এর মতো সহজ এবং শক্তিশালী মন্ত্র দিয়ে দেশবাসীর মন জয় করেছিলেন। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদের উপযুক্ত জবাবও দিয়েছেন।

- ২০১৬ সালের পরে, জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব এবং উত্তর-পূর্বের বাইরে সন্ত্রাসবাদের কারণে একটিও মৃত্যু হয়নি, কোনও সন্ত্রাসী হামলা এবং বিস্ফোরণ ঘটেনি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত এখন নেতৃত্ব দিচ্ছে। বাম চরমপন্থার ঘটনা ৫৩% কমেছে। ২০১৫ সালে ১০৮৯টি ঘটনা থেকে ২০২১ সালে ৫০৯টি ঘটনায় নেমে এসেছে।

সন্ত্রাসবাদী হামলা হ্রাস

২০০৯	৩৫৭৪
২০২১	১৭২৩

মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস

২০০৯	৫২৩
২০২১	৩১৪

> বিশ্বে আজ চরমপন্থার ঝুঁকি বাড়ছে। যে দেশগুলো সন্ত্রাসবাদকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে তারা ভুলে গিয়েছে যে সন্ত্রাসবাদ তাদের দেশের জন্যও ঝুঁকির কারণ হয়ে উঠবে।
>
> - **নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**
> রাষ্ট্রসংঘের ৭৬তম অধিবেশনে একথা বলেন

অনুপ্রবেশের সংখ্যা

২০১৮	১৪৩
২০১৯	১৩৮
২০২০	৫১
২০২১	৩৪

১০

১১ প্রতিটি সংকটে আপনার প্রিয়জনকে সাহায্য করুন

বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে ভারতীয়রা বাস করুন না কেন তাঁরা সেখানে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। নতুন ভারতের এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র প্রতিটি বিপর্যয় এবং প্রতিটি অসুবিধায় তার জনগণকে রক্ষা করেনি, বরং সংকটের প্রতিটি মুহূর্তে সাহায্য ও ত্রাণ সরবরাহে নেতৃত্ব দিয়েছে। তা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় অপারেশন গঙ্গা হোক বা কোভিড সংকটের সময় অপারেশন বন্দে ভারত হোক।

- ২০১৪ সালে আইএসআইএস জঙ্গি গোষ্ঠী ইরাক ও সিরিয়ায় ৪৬ জন নার্সকে অপহরণ করে। মোট ৭০০০ জন ভারতীয়কে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।
- অপারেশন রাহাতের অধীনে ৪৭৭৮ জন ভারতীয় সহ অনেক বিদেশি নাগরিককেও উদ্ধার করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুরোধে সৌদি আরব এক সপ্তাহের জন্য প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত বোমা হামলা বন্ধ রেখেছিল।
- ২০১৫ সালে নেপালে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। অপারেশন মৈত্রীর অধীনে ৫১৮৮ জন ভারতীয়কে উদ্ধার করা হয়, যার মধ্যে অনেক বিদেশি নাগরিকও ছিলেন।
- ২০১৬ সালে সুদান- ১৫৩ জনকে দক্ষিণ সুদান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ২০২০ সালের শুরুতে কোভিডের কারণে চিনের উহানে আটকে পড়া ৬৩৭ জন ভারতীয়কে উদ্ধার করা হয়েছিল।
- ২০২০ সালে কোভিডের সময়, সারা বিশ্বে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধার করার জন্য 'অপারেশন বন্দে ভারত' শুরু হয়েছিল। এর আওতায় ২.১৭ লক্ষ উড়ানের মাধ্যমে ১.৮৩ কোটি মানুষকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।
- ২০২১ সালে আফগানিস্থান তালিবানের দখলে চলে যাওয়ার পর সে দেশ থেকে ৫৫০ জনেরও বেশি লোককে উদ্ধার করা হয়েছে। শ্রী গুরু গ্রন্থ সাহেবের পবিত্র রূপগুলিও ফিরিয়ে আনা হয়েছিল।
- ২০২২ ইউক্রেন: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় অপারেশন গঙ্গার অধীনে ২২,৫০০০ জনেরও বেশি ভারতীয় ছাত্রকে ইউক্রেন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

১২

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ

“ যে ব্যক্তি সমাজের শেষতম সারিতে রয়েছেন, সেই দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম মানুষের চিকিৎসা এবং উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া উচিৎ। এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ”

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

অন্ত্যোদয়ের এই ভাবনাকে সঙ্গী করে পিএমজেএওয়াই-আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পটি ২০১৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল দেশের ১০.৭৪ কোটি দরিদ্র পরিবারের প্রায় ৫০ কোটি লোককে পাঁচ লক্ষ টাকা বার্ষিক চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা। এর প্রভাব...

১৮.৭৭

কোটিরও বেশি আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যু করা হয়েছে, ২০২২ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত।

- আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে এখনও পর্যন্ত ৩.৫০ কোটি মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছেন। সুবিধাভোগীদের অর্ধেকের বেশি মহিলা।
- এর অধীনে তালিকাভুক্ত রয়েছে ২৮০০০টিরও বেশি বেসরকারি ও সরকারি হাসপাতাল। এই প্রকল্পের অধীনে মোট ১.১৮ লক্ষ স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রও খোলা হয়েছে।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নত করার প্রচেষ্টা

জাতীয় স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট সমীক্ষা অনুসারে, ২০১৩-১৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য খাতে তার মোট ব্যয়ের মাত্র ৩.৭৮% ব্যয় করেছে, ২০১৭-১৮ সালে যা বেড়ে হয়েছে ৫.১২%। কিন্তু ২০২০ সালে কোভিড মহামারির কারণে সারা বিশ্ব এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। কঠোর লকডাউন করে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এখন দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোতেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। গত বছরের সাধারণ বাজেটে এই প্রথমবার স্বাস্থ্য খাতে বাজেট ১৩৭% বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল হেলথ মিশন

- ২০২০ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন। ডিজিটাল হেলথ কার্ডে সুবিধাভোগী সম্পর্কিত সমস্ত স্বাস্থ্য তথ্য এক জায়গায় রয়েছে। ২০২২ সালের ২৫ আগস্ট পর্যন্ত এর অধীনে ২৩,৫০,০৩,৯৩৭টি স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান স্বাস্থ্য পরিকাঠামো মিশন

- প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালের ২৫ অক্টোবর এই স্কিমটি চালু করেছিলেন। পাঁচ বছরে ৬৪ হাজার কোটি টাকা খরচ করে ব্লক থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতি করে দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য এটি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী প্রকল্প।
- এর উদ্দেশ্য হল স্বাস্থ্যখাতের সংস্কার সাধন। এই প্রকল্পের অধীনে ১৭ হাজারেরও বেশি গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্র এবং সংক্রামক রোগ শনাক্তকরণের জন্য পরীক্ষাগার তৈরি করা হবে।

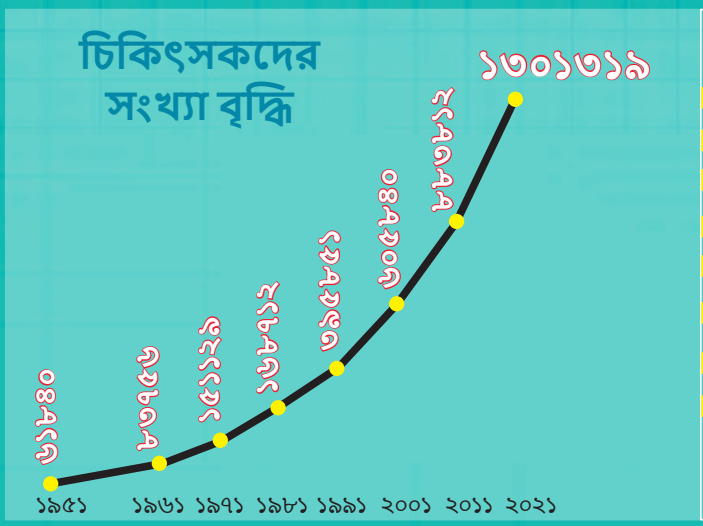

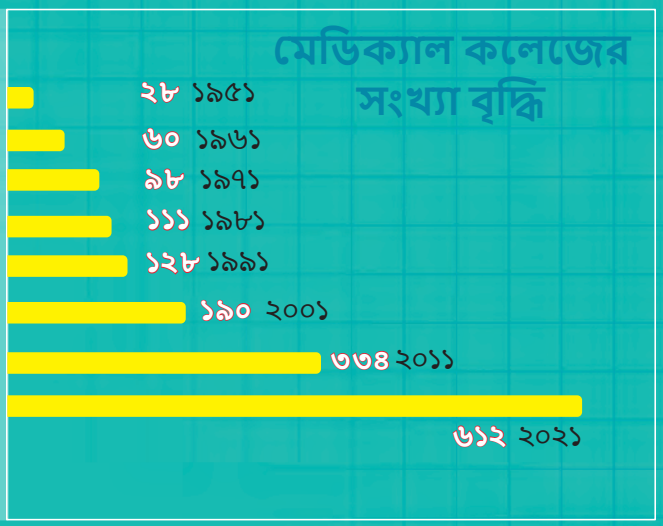

বর্তমানে ভারতে ১৩.০১ লক্ষেরও বেশি চিকিৎসক রয়েছেন যেখানে ১৯৫১ সালে ৬১৮৪০ জন চিকিৎসক ছিলেন।

প্রতি ৮৩৪ জনের জন্য একজন চিকিৎসক রয়েছেন, ডবলুএইচওএ দ্বারা সুপারিশকৃত ডাক্তার-জনসংখ্যা অনুপাতের চেয়ে এটি ভাল।

ভারতে ৩৪.৪১ লক্ষ নার্স রয়েছেন যেখানে ১৯৫১ সালে ছিল মাত্র ১৬৬৫০ জন।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুসারে, বর্তমানে ভারতে প্রতি ১০০০ জনে দুইজন নার্স রয়েছেন।

ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি

- ১০৬টি অ্যান্টি-ডায়াবেটিক এবং কার্ডিওভাসকুলার ওষুধের দাম, করোনারি স্টেন্টের মূল্য নির্ধারণ, হাঁটু প্রতিস্থাপনের মূল্য, ৪২টি অ্যান্টি-ক্যান্সার ওষুধের ট্রেড মার্জিন যৌক্তিকতা (টিএমআর) নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, অক্সিমিটার, গ্লুকোমিটার, রক্তচাপ মনিটর, নেবুলাইজার এবং ডিজিটাল থার্মোমিটারের ট্রেড মার্জিন ক্যাপিং বাড়ানো হয়েছিল। এই পণ্যগুলির দাম নিয়ন্ত্রণের ফলে গ্রাহকদের প্রায় ৮৪০০ কোটি টাকা বার্ষিক সঞ্চয় হয়েছে।

মেডিক্যাল শিক্ষায় পরিবর্তন

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ৫০% আসনে, পড়ার খরচ সরকারি কলেজগুলির সমান করা হয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে 'নিট'-এর আকারে মেডিক্যাল শিক্ষায় ভর্তির জন্য সারা দেশে অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষাও চালু করেছে। মেডিক্যাল কলেজ এবং নতুন এমস খোলার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকদের ঘাটতি মেটাতে আসন সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

টেলিমেডিসিন

টেলিমেডিসিন পরিষেবা ই-সঞ্জীবনী ২০২০ সালে কোভিড মহামারির সময় শুরু হয়েছিল। এ পর্যন্ত এক লক্ষেরও বেশি স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রগুলি ই-সঞ্জীবনীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। এটি অনলাইনে চিকিৎসকদের থেকে পরামর্শ গ্রহণের সুবিধা প্রদান করে। প্রতিদিন গড়ে ৯০ হাজার রোগী এই পরিষেবা গ্রহণ করেছেন।

যক্ষ্মা-মুক্ত ভারত

রাষ্ট্রসংঘ ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বকে যক্ষ্মা মুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যেখানে ভারত ২০২৫ সালের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জনের সময়সীমা নির্ধারণ করেছে। তিন বছরে ১২ হাজার কোটি টাকা দিয়ে এই অভিযান শুরু হয়েছে।

ম্যালেরিয়া-মুক্ত ভারত

কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৭ সালের জুলাইয়ে দেশ থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল করার জন্য 'ম্যালেরিয়া নির্মূলের জন্য জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৭-২২' চালু করেছিল। উত্তর-পূর্ব ভারতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরে, এখন মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ২০১৬ সালে, সরকার ম্যালেরিয়া নির্মূলের জন্য জাতীয় কাঠামো ২০১৬-২০৩০ প্রকাশ করেছে।

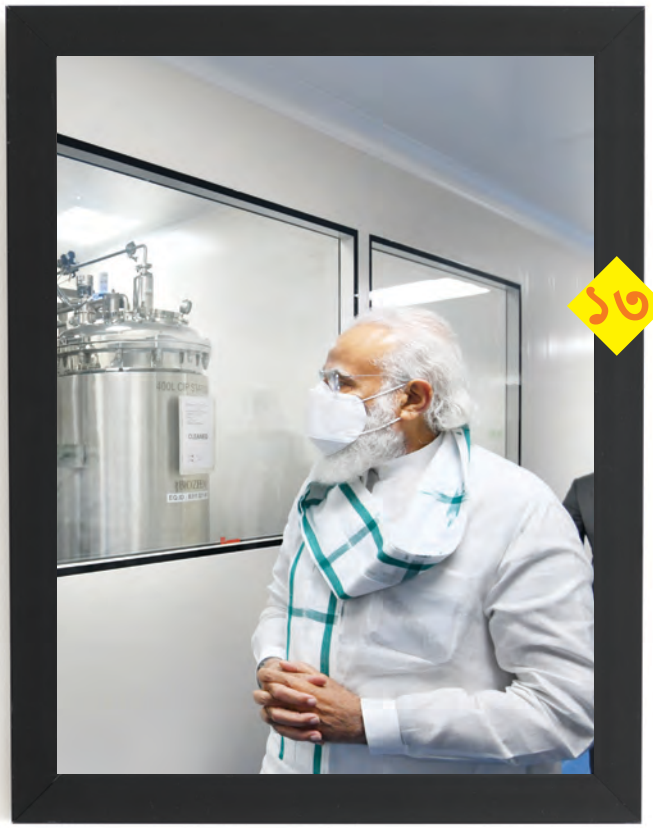

করোনার বিরুদ্ধে বৃহত্তম টিকা অভিযান

১৩

কখন - ২০২০ থেকে এখন পর্যন্ত

কী- করোনার টিকা পাওয়ার জন্য অন্য দেশের উপর নির্ভর না করে, ভারত নিজস্ব কোভিড টিকা তৈরি করে বিশ্বের বৃহত্তম বিনামূল্যে টিকাকরণ অভিযান শুরু করেছে।

- কোভিড মহামারির মধ্যে ২০২০ সালের এপ্রিলে একটি দেশীয় টিকা তৈরির জন্য 'টাস্ক ফোর্স' গঠন করা হয়েছিল। টিকার গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বাজেটে ৩৫০০ কোটি টাকার বিধান করা হয়েছিল।
- আট মাসের মধ্যে ভারত দুটি টিকার বিকাশ করেছিল, কোভ্যাক্সিন এবং কোভিশিল্ড। ২০২১ সালের ১৬ জানুয়ারি টিকাকরণ শুরু হয়।
- ভারত ভ্যাকসিন মৈত্রী কর্মসূচির অধীনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ২৫ কোটিরও বেশি টিকার ডোজ পাঠিয়েছে।
- আজ ভারতে পাঁচটি 'মেড ইন ইন্ডিয়া' কোভিড টিকা রয়েছে কোভ্যাক্সিন, কোভিশিল্ড, কোর্বিভ্যাক্স, জাইকোভ-ডি এবং জিনোভা।

দেশব্যাপী কোভিড টিকাকরণ অভিযানের অধীনে ২০২২ সালের ২৫ আগস্ট পর্যন্ত

২১০.৮২

কোটিরও বেশি টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে।

অক্সিজেন প্রাপ্যতার পূর্ণকালীন সমাধানের লক্ষ্যে ভারতের পদক্ষেপ

দেশের সব জেলায় এখন পিএসএ অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চল, দ্বীপ এবং দুর্গম অঞ্চলের সমস্যা মোকাবিলার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে পিএসএ অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু করার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আজ, কোভিড টিকার পাশাপাশি, ভারত অন্যান্য দেশকে পিপিই কিট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করছে।

১৪

- কোভিডের দ্বিতীয় তরঙ্গের সময়, দেশে তরল মেডিক্যাল অক্সিজেনের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল প্রতিদিন ৯০০ মেট্রিক টন। প্রতিদিন অক্সিজেন উৎপাদনের ক্ষমতা দশগুণ বাড়িয়ে ৯৩০০ মেট্রিক টন করা হয়েছে।
- কোভিড মহামারি চলাকালীন প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী হাসপাতালগুলিকে অক্সিজেন উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার জন্য ৪৭৫৫ মেট্রিক টন ক্ষমতা-সহ মোট ৪১১৫টি প্রেসার সুইং অ্যাডসর্পশন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছিল।

পিএম কেয়ারের অধীনে

১২২৫টি পিএসএ প্ল্যান্ট স্থাপন ও পরিচালনা করে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সংকটের সময়

৯০০টি অক্সিজেন এক্সপ্রেস ট্রেনের মাধ্যমে ৩৬,৮৪০ টন তরল অক্সিজেন পরিবহন করা হয়েছিল।

“সাধারণ দিনে, ভারত দিনে ৯০০ মেট্রিক টন তরল মেডিক্যাল অক্সিজেন উৎপাদন করত। চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারত মেডিক্যাল অক্সিজেনের উৎপাদন দশগুণেরও বেশি বাড়িয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের জন্য এটি অকল্পনীয় লক্ষ্য ছিল, কিন্তু ভারত তা অর্জন করেছে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

১৫ জনঔষধি যোজনা: কার্যকরী, সাশ্রয়ী এবং উপকারী ঔষধ

চিকিৎসার বিপুল খরচের মধ্যে দামি ওষুধও রয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রী জনঔষধি কেন্দ্রে একই ওষুধ বাজারমূল্যের থেকে ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ কম দামে পাওয়া যাচ্ছে।

- ২০২২ সালের ১৬ অগাস্টের মধ্যে ৮৭৮৬টি জনঔষধি কেন্দ্র রয়েছে। সরকার ২০২৪ সালের মার্চের মধ্যে এই সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
- এই কেন্দ্রগুলিতে মহিলাদের জন্য এক টাকায় স্যানিটারি ন্যাপকিনও পাওয়া যাচ্ছে। এখানে ওষুধের দাম বাজার মূল্যের থেকে ৫০-৯০% কম।
- এই প্রকল্পের অধীনে সাধারণ মানুষের জন্য ১৫,০০০ কোটি টাকারও বেশি সাশ্রয় করা হয়েছে। সাধারণ রোগ থেকে শুরু করে ক্যানসারের ওষুধ, চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রগুলি এই প্রকল্পের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৬

প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনা... কেউ যেন ক্ষুধার্ত না থাকে তা নিশ্চিত করার উদ্যোগ

২০ মিলিয়ন মহিলা জনধন অ্যাকাউন্টধারী তিন মাসের জন্য তাঁদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রতি মাসে ৫০০ টাকা পেয়েছেন।

১৩.৬২ কোটি পরিবারের স্বার্থে, এমজিএনআরইজিএ ন্যূনতম মজুরি ১৮২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২ টাকা করা হয়েছে।

৩ কোটি বয়স্ক, বিধবা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ১০০০ টাকা মাসিক পেনশন দেওয়া হয়।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ৮.৭ কোটি কৃষক প্রধানমন্ত্রী কিষাণ যোজনার অধীনে তাঁদের অ্যাকাউন্টে ২০০০ টাকা সহায়তা পেয়েছেন।

- নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল গঠনের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে সিলিন্ডার।
- ৪৩ লক্ষ কর্মচারীর ইপিএফ অ্যাকাউন্টে ২৪% অবদান।

- ২০২০ সালে কোভিডের মতো অতিমারির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সারা দেশে কঠোর লকডাউন করা হয়েছিল। মহামারির সংক্রমণ ছাড়া সেই সময় উদ্বেগের আরও দুটি বিষয় ছিল, তা হল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা। কোন দেশবাসী যেন ক্ষুধার্ত না থাকেন বা কষ্ট না পান তা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২০ সালের মার্চ মাসে ১.৭০ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন।

যোজনার মূল বৈশিষ্ট্য

কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই করা স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য সুবিধা। প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনা কোভিডের সময় প্রতি মাসে ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে ৫ কেজি গম বা চাল এবং ১ কেজি ডাল সরবরাহ করেছে। এটি বিশ্বের বৃহত্তম বিনামূল্যে রেশনিং প্রকল্প। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মতে, এই প্রকল্প কোভিডের সময় ভারতের জনসংখ্যার একটি বড় অংশকে চরম দারিদ্র্যের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করেছে।

> “যারা আমাকে চেনেন তাঁরা আমাকে বোঝেনও। আমি এখানে নিজের বা আমার প্রিয়জনদের জন্য নেই। আমি এখানে গরীব মানুষদের জন্য রয়েছি। আমি দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মেছি এবং আমি দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করেছি। গরীবের কষ্ট বুঝি।”
>
> **-নরেন্দ্র মোদী**, প্রধানমন্ত্রী (গরিব কল্যাণ যোজনার সূচনার সময় একথা বলেন।)

১৭

ছেড়ে দিন- ভর্তুকি

এক কোটির বেশি মানুষ গ্যাস ভর্তুকি ছেড়ে দিয়েছেন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, রান্নাঘরের ধোঁয়ার কারণে ভারতে প্রতি বছর প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। আগে মনে করা হত অর্থবানরা 'এলপিজি' গ্যাস সংযোগ পান। তারপর 'উজ্জ্বলা' যোজনার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষরা ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘর পেলেন। এর সঙ্গে চালু হল 'পহল', 'গিভ ইট আপ' বা ছেড়ে দাও।

- ২০১৪ সালে পহল প্রকল্পের অধীনে জাল সংযোগ চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫ সালের মার্চ মাসে "গিভ ইট আপ" এর মাধ্যমে দেশের ধনী ব্যক্তিদের এলপিজি ভর্তুকি ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যাতে অবশিষ্ট তহবিল অভাবীদের কাছে এলপিজি গ্যাস সরবরাহ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ১ কোটিরও বেশি মানুষ স্বেচ্ছায় ভর্তুকি ছেড়ে দিয়েছেন। তারপরে ২০১৬ সালের ১ মে প্রধানমন্ত্রী মোদী উজ্জ্বলা প্রকল্প শুরু করেছিলেন। এর আওতায় গরিবদের বিনামূল্যে এলপিজি সংযোগ দেওয়া হয়।

সকল ঘরের জন্য স্বচ্ছ জ্বালানি

পরিসংখ্যান- এলপিজি উপভোক্তার সংখ্যা কোটিতে

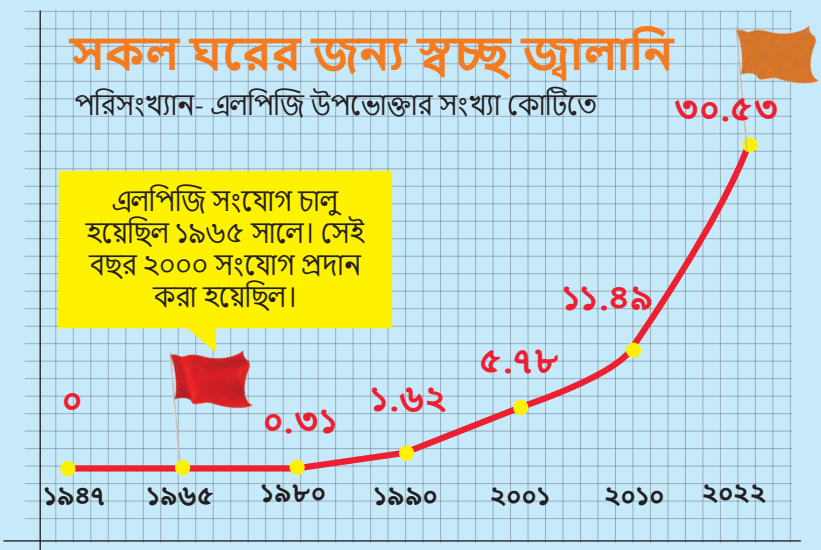

- উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে ৯.৩৪ কোটি নতুন এলপিজি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। দেশে এলপিজি অন্তর্ভুক্তি প্রায় ১০০% পৌঁছে গিয়েছে। দেশে প্রায় ৩১ কোটি গ্যাস সংযোগ রয়েছে। ২০১৪ সালে যা মাত্র ১৪ কোটি ছিল।
- এখন দেশ ৭৫ শতাংশের বেশি বাড়িতে পাইপযুক্ত গ্যাস সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।

"আসুন আমরা 'গিভ ইট আপ' আন্দোলনে যোগদান করি। আসুন আমরা গ্যাস ভর্তুকি পরিত্যাগ করি, একটি উদাহরণ স্থাপন করি এবং এই ক্ষেত্রেও নতুন লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে নতুন রেকর্ড স্থাপন করি। আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে আপনি সিলিন্ডার পিছু যে ভর্তুকি ছেড়ে দিয়েছেন, আমরা তা গরীবদের কাছে পৌঁছে দেব। এটি দরিদ্রদের সাহায্য করবে।"

-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

১৮

কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্য

নতুন বীজ উদ্ভাবন থেকে শুরু করে কৃষকদের পণ্য দূরবর্তী বাজারে নিয়ে যাওয়ার মতো একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাটি পরীক্ষা থেকে শুরু করে শতাধিক নতুন বীজ তৈরি করা, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি থেকে শুরু করে ফসলের উৎপাদন খরচের ১.৫ গুণ এমএসপি নির্ধারণ করা, কিষাণ রেলে সেচের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার মতো কৃষকদের কল্যাণে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মধু উৎপাদন ও পশুপালনের মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বাড়ছে। কৃষিতে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন সত্যি হচ্ছে।

বপনের আগে

- ২২.৯১ কোটি মাটির স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড জারি করা হয়েছে। প্রায় ৩.২৮ কোটি নতুন কিষাণ ক্রেডিট কার্ড অনুমোদিত হয়েছে যাতে কৃষকদের অর্থের অভাব না হয়।
- সারের জন্য অপেক্ষার অবসান। ২০১৫ সালের ২৫ মে নতুন ইউরিয়া নীতি প্রকাশিত হয়েছিল। দেশে ১০০% নিমের আবরণ-সহ ইউরিয়া পাওয়া যায়।

বপনের সময়

- প্রধানমন্ত্রীর কৃষি সেচ যোজনা। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সেচ যোজনার আওতায় সেচযোগ্য এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলার কৃষকদের এসএমএসের মাধ্যমে আবহাওয়া ও কৃষি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করা হয়।
- ন্যানো ইউরিয়ার বিদ্যমান ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ১.৫ লক্ষ বোতল, এক বছরে ৩.২৭ কোটি বোতল বিক্রি হয়েছিল।

বপনের পর

- ২০১৮ সাল থেকে ১১.৪২ কোটিরও বেশি কৃষক পিএম ফসল বিমা যোজনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।
- উৎপাদন খরচের তুলনায় এমএসপি হয়েছে দেড় গুণ।
- ১.৭৩ কোটিরও বেশি কৃষক 'ই-এনএএম'-এ নথিভুক্ত করেছেন।
- প্রাকৃতিক চাষের সর্বোচ্চ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষকদের, দেশে যাদের সংখ্যা ৮০ শতাংশের বেশি।
- কিষাণ রেল ১৬৭টিরও বেশি পথের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি প্রান্তে কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত ফসল নিয়ে যাচ্ছে।
- ১ লক্ষ কোটি টাকার কৃষি অবকাঠামো তহবিল চালু করা হয়েছিল। এর লক্ষ্য হল ফসল কাটা পরবর্তী ব্যবস্থাপনা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং কৃষকদের জন্য ভাল মূল্য আদায়-সহ কৃষি অবকাঠামোর সার্বিক উন্নয়ন।

বাজেট বৃদ্ধি হয়েছে এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে

- গত আট বছর আগে কৃষির জন্য বাজেট ছিল প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা, যা চলতি বছরে ৫.৬ গুণ বেড়ে ১.৩২ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে।
- বিদেশে ভারতীয় ফসলের চাহিদা বেড়েছে, যার কারণে ২০২১-২০২২ সালে কৃষিজাত পণ্যের রফতানির পরিমাণ ৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।
- প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির অধীনে, ১২.০২ কোটি উপকারভোগীর অ্যাকাউন্টে বার্ষিক ৬ হাজার টাকা পাঠানো হচ্ছে।
- কিষাণ মানধন যোজনায় ১৯.১৬ লক্ষ কৃষক নিবন্ধন করেছেন। নিবন্ধনের জন্য কৃষকদের অবশ্যই ২ হেক্টরের কম উর্বর জমি এবং বয়স ১৮-৪০ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। ৩০০০ টাকা মাসিক পেনশনের নিশ্চয়তা।

১৯

বাজেট সংস্কার দেশের অগ্রগতিতে সহায়তা করেছে

বাজেট ওয়েবিনার

- কোভিড অতিমারি সময় সাধারণ বাজেট পেশের নিয়ম অনুসরণের পর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বেসরকারি, সরকারি এবং রাজ্য-কেন্দ্রীয় সরকার-সহ বিভিন্ন সরকারি দফতরের সমস্ত অংশীদারিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন। এর লক্ষ্য হল যতটা সম্ভব এবং সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন। এই সংস্কারের মাধ্যমে ঐতিহাসিক বাজেট "নব ভারতের" ভিত্তি মজবুত করার এবং দেশকে অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হতে সাহায্য করবে।

“আমরা এক মাস আগে বাজেট শেষ করেছি। এক মাস আগে থেকে তা করার মানে হল আমাকে এক মাস আগে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালাতে হবে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

- বাজেট পেশের প্রথা ভেঙে বৈপ্লবিক উদ্যোগ নিয়েছে মোদী সরকার। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাজেট পেশ করার তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারির থেকে ১ ফেব্রুয়ারিতে পরিবর্তিত করা হয়েছিল।
- ২০১৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিসভা এই সংস্কার অনুমোদন করে, এবং রেল বাজেটকে সাধারণ বাজেটের সঙ্গে একীভূত করে।
- আগে এমনটা হতো যে ফেব্রুয়ারির শেষ কার্যদিবসে সংসদে বাজেট পেশ করা হতো এবং মে মাসের প্রথম-দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বাজেট পাশ না হওয়া পর্যন্ত আইন প্রণয়ন চলতো, যার কারণে বাজেটের বড় অংশ ব্যয় করা যেত না।
- শুধু তাই নয়, অর্থবছরের প্রথম দুই মাসের ব্যয়ের জন্য সরকারকে সংসদে ভোট পেতে হয়েছিল। নতুন সময় শুরু হওয়ায় এখন প্রথম প্রান্তিকেই মোট ব্যয় বাড়তে শুরু করে।
- বাজেট সংস্কারের এই পরিমাপ মন্ত্রক এবং বিভাগগুলিকে আর্থিক বছরের শুরু থেকে একটি পূর্ণ বাজেট প্রদান করতে সহায়তা করে, যার ফলে সারা বছর জুড়ে স্কিমগুলি বাস্তবায়নের গতি বৃদ্ধি পায়।

সংস্কারগুলি শিল্পের জন্য পথ সহজ করেছে

২০১৪ সালে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন, তখন অর্থনীতির স্থিতি ছিল না। এই সময়ের মধ্যে, প্রধানমন্ত্রী সংস্কারের পথ বেছে নেন—প্রথমে কাঠামোগত সংস্কার এবং তারপর শিল্প ও বিনিয়োগের জন্য আরও ভালো পরিবেশ তৈরি করা। এই সংস্কারের প্রভাব 'সহজে ব্যবসা করার' তালিকায় দৃশ্যমান ছিল, কোভিড এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের মতো সংকটের সময়ও ভারত ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির দেশ হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করেছে।

২০

1. কোম্পানি সংশোধনী আইন ২০১৭। এটি ছোট কোম্পানিগুলিকে স্বস্তি দিয়েছে।

2 ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ককাপ্টসি কোড ২০১৬ এবং ২০২১ সংশোধনগুলি এনপিএ হ্রাস করেছে এবং শিল্প পরিচালনাকে সহজ করেছে।

3 ২৮৭৫টি ব্যবসা-সম্পর্কিত আইন এবং বাধা চিহ্নিত করে অপ্রয়োজনীয় আইনগুলিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২৫০০০ কমপ্লায়েন্স শেষ হয়েছে।

4. একক-উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স। শিল্প বা বিনিয়োগের জন্য সমস্ত অনুমোদন এখন এক জায়গায় উপলব্ধ।

5. পূর্ববর্তী কর রহিত করা হয়েছে। কোম্পানিগুলোর পুরোনো চুক্তি থেকে প্রাপ্ত কর বর্জন করা হয়েছে।

6. বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য খোলা পথ। রেলওয়ে, ইনফ্রা, প্রতিরক্ষা এবং যন্ত্রের মতো ক্ষেত্রে এফডিআই অনুমোদিত। অন্যান্য সেক্টরের জন্যও নিয়ম সহজ করা হয়েছিল।

7. এমএসএমইএস- এর উপর বিশেষ নজর। এই সেক্টরের সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। চ্যাম্পিয়ন্স পোর্টালটি সমস্যা সমাধানের জন্য চালু করা হয়েছিল।

সহজে ব্যবসা করার সূচকে ভারতের অবস্থান

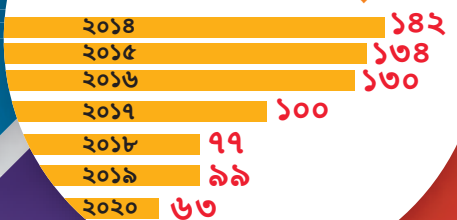

"ইংরেজিতে একটা কথা আছে যে 'কেকের আয়তনের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে'। এর মানে হল যে কেক যত বড় হবে, তত বেশি মানুষ এর ভাগ পাবেন। একইভাবে অর্থনীতির লক্ষ্য যত বড় হবে, দেশের সমৃদ্ধি তত বেশি হবে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

স্বাধীনতার পর অর্থনীতির বৃদ্ধি

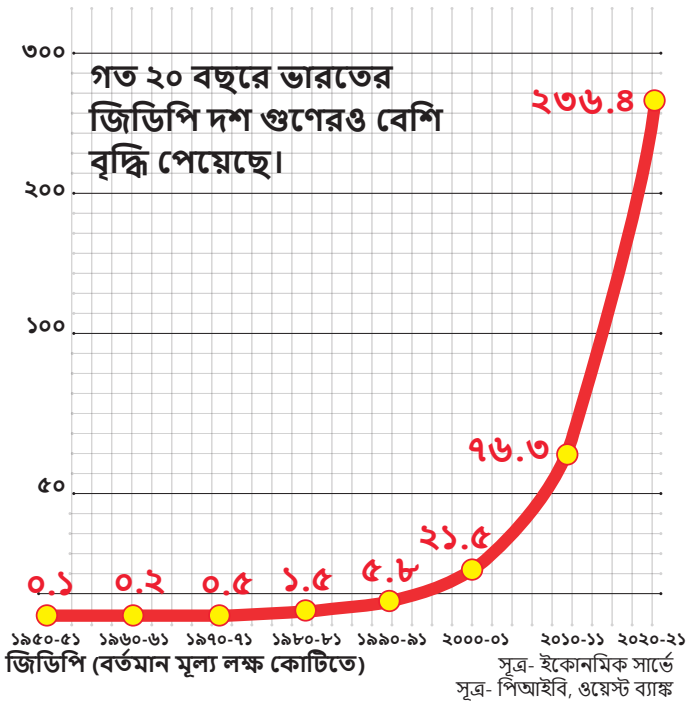

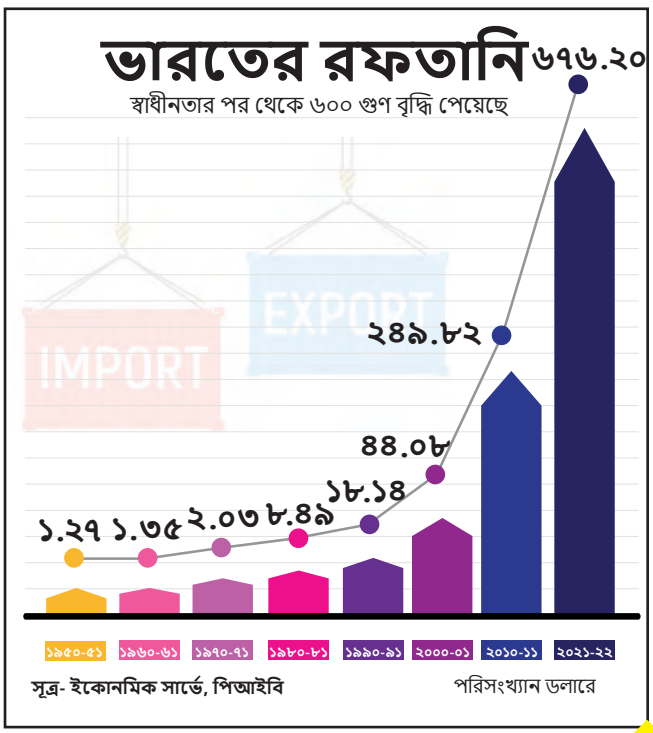

২১ ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্টসি কোড

- নন-পারফর্মিং অ্যাসেটের মতো ঋণগুলি সবসময়ই ব্যাঙ্কগুলির জন্য একটি সমস্যা। এটি ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস করে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধা দেয়।
- অন্যদিকে, কর্পোরেট পক্ষ থেকে একটি আপত্তিও ছিল যে ভারতে লোকসানে থাকা সংস্থাগুলি বন্ধ করতে অনেক সময় লাগে। কোম্পানিগুলোকে দ্রুত নিষ্পত্তি করে ব্যাংকে টাকা স্থানান্তরের প্রয়োজন ছিল। তাই, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্টসি কোড ২০১৬ একটি যুগান্তকারী সংস্কার হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল।
- ব্যবসা করার সহজতা এবং এনপিএ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ছিল। কোভিড-১৯-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সংস্থাগুলির স্বার্থে, বিশেষত এমএসএমই সেক্টরে সম্প্রতি কিছু সংশোধন করা হয়েছে।
- বর্তমান সরকারের মেয়াদে এই প্রথমবার ব্যাংকগুলি ঋণ খেলাপিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং তাদের কাছ থেকে ১০,০০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ উদ্ধার করেছে। ভারতে ব্যাঙ্ক এনপিএ ছয় বছরের সর্বনিম্ন ৫.৯ শতাংশে রয়েছে।

২২ শিল্পের জন্য কর্পোরেট ক্ষেত্রে প্রণোদনা সুবিধা

কর্পোরেট ক্ষেত্রে ভাল ফলাফলের জন্য আপনারা অনেকে 'পারফরম্যান্স লিঙ্কড ইনসেনটিভ' বা পিএলআইয়ের কথা শুনেছেন। কিন্তু প্রথমবার কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে যে এটি দেশের শিল্প ক্ষেত্রকে উৎসাহ দিতে পিএলআই প্রদান করবে। ১৪টি মূল সেক্টরে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার পিএলআই স্কিমটি ৫ বছরের মধ্যে ৩০ লক্ষ কোটি টাকা এবং ৬০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। এই সেক্টরগুলি হল -

1. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প
2. আইটি হার্ডওয়্যার
3. এসি, এলইডি, বাল্ব
4. ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প
5. ফার্মাসিউটিক্যাল এপিআই (ওষুধের কাঁচামাল)
6. টেলিকম ম্যানুফ্যাকচারিং
7. সোলার পাওয়ার পিভি মডিউল
8. ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদন
9. চিকিৎসা সরঞ্জাম
10. অটোমোবাইল পণ্য উপাদান
11. ড্রোন এবং সেই সম্পর্কিত পণ্য
12. বস্ত্রখাত
13. বিশেষ ইস্পাত
14. উন্নত রাসায়নিক কোষ

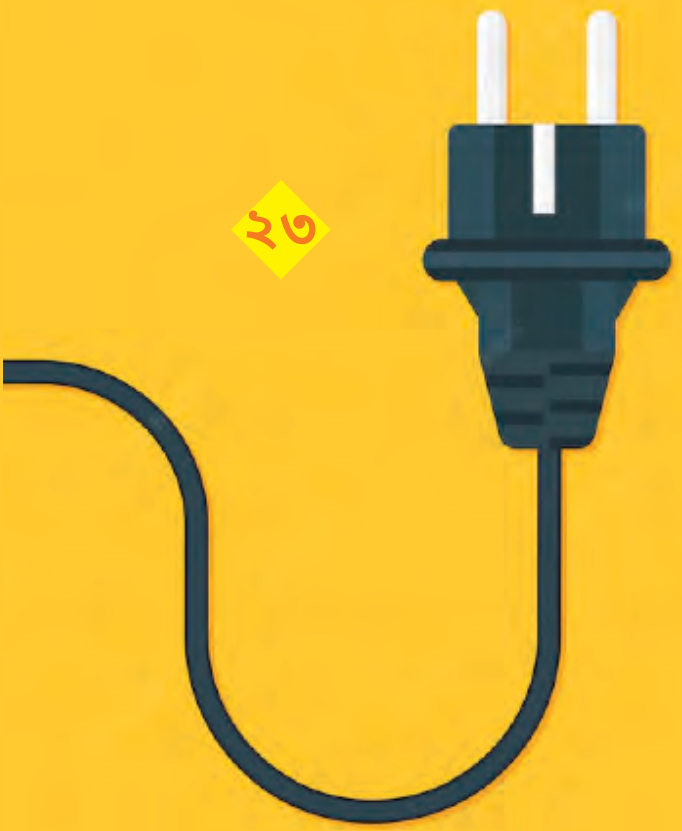

২৩

প্রতিটি পরিবারের জন্য বিদ্যুৎ

“ শুধু দেশের প্রতিটি ঘরেই বিদ্যুৎ পৌঁছেছে তা নয়, এখন দীর্ঘক্ষণ ধরে মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছেন। ‘এক দেশ এক পাওয়ার গ্রিড’ আজ দেশের শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আমরা সৌভাগ্য যোজনার আওতায় প্রায় তিন কোটি বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেকের জন্য পরিবেশ বান্ধব এবং সাশ্রয়ী মূল্যের বিদ্যুতের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই উদ্যোগের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা, সৌভাগ্য যোজনা, গ্রাম উজালা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী কুসুম যোজনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনছে।

- সৌভাগ্য প্রকল্পের আওতায় ৩ কোটি সংযোগ দেওয়ার মাধ্যমে আমরা লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি। প্রায় ১৮ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে।
- পিএম কুসুম যোজনার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। সরকার কৃষকদের সোলার পাম্পের সুবিধা দিচ্ছে, মাঠের পাশে সোলার প্যানেল বসাতে সাহায্য করছে।
- উজালা প্রকল্পের কারণে প্রতি বছর দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের বিদ্যুৎ বিল থেকে ৫০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

৩৭ কোটিরও বেশি এলইডি বাল্ব বিতরণ করা হয়েছে যা সবচেয়ে বড় এলইডি বিতরণ কর্মসূচি।

প্রধানমন্ত্রী কুসুম যোজনা বছরে ৩২ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন কমিয়েছে।

অর্থ বছর ২০২২ সালে বার্ষিক বিদ্যুৎ খরচ বেড়ে ১৩৮৫ বিলিয়ন ইউনিট হয়েছে।

গ্রামীণ ভারতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সরকার ২০১৪ সালে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনা চালু করেছিল।

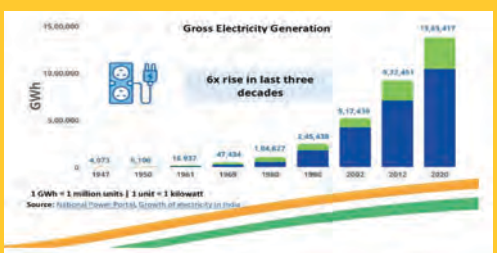

২৪

ডিজিটাল ইন্ডিয়া: সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন

ডিজিটাল মাধ্যম, জগতের শক্তি-প্রভাব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চেয়ে কেউ ভালো বোঝে না। বিশ্ব সংকটের সামনে তিনি ডিজিটাল অর্থনীতি এবং নাগরিকদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করছেন। ফলস্বরূপ ২০১৫ সালের ১ জুলাই সাধারণ নাগরিকদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' চালু করা হয়েছিল। এটি নাগরিকদের জীবনযাত্রাকে সহজ করে তোলে।

- **কমন সার্ভিস সেন্টার:** গ্রাম পর্যায়ের উদ্যোক্তাদের দ্বারা গ্রামাঞ্চলে ৪০০টিরও বেশি সরকারি ও ব্যবসায়িক পরিষেবা দেওয়া হয়। সারা দেশে মোট ৫.৩১ লক্ষ কেন্দ্র রয়েছে, যার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রয়েছে ৪.২০ লক্ষ কেন্দ্র।
- **উমাং অ্যাপ:** ১৫৭০টিরও বেশি সরকারি পরিষেবা এবং ২২,০০০টিরও বেশি বিল প্রদান পরিষেবা এই অ্যাপে উপলব্ধ।
- **ডিজিলকার:** এটি জনসাধারণের কাছে কাগজবিহীন নথির প্রাপ্যতা সহজতর করে। এটি ১১৭ কোটিরও বেশি ব্যবহারকারী, ২১৬৭টি ইস্যুকারী সংস্থা এবং ৫৩২ কোটির বেশি নথির জন্য উপলব্ধ করা হয়েছে।
- জাতীয় ডিজিটাল সাক্ষরতা মিশন এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা অভিযানের অধীনে ৫৩.৬৭ লক্ষেরও বেশি সুবিধাভোগীকে প্রত্যয়িত করা হয়েছে।
- ভারতের লক্ষ্য হল ইলেকট্রনিক্স পণ্য উৎপাদনে বিশ্বের শীর্ষ তিনটি দেশের মধ্যে থাকা। ২০২৫ সালের মধ্যে ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জন করার লক্ষ্যমাত্রা স্থাপন করা হয়েছে।

> ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রচার অভিযানের সবচেয়ে ভাল কাজ হল শহর এবং গ্রামের মধ্যে ব্যবধান কমানো। আজকের ভারত সেই দিকে এগোচ্ছে যেখানে নাগরিকদের নথির জন্য বা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য সরাসরি সরকারের কাছে আসতে হবে না।
>
> **- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

- সেমিকন ইন্ডিয়া প্রোগ্রামটি দেশে সেমিকন্ডাক্টর চিপ এবং ডিসপ্লে উৎপাদন পরিবেশের উন্নয়নের জন্য মোট ৭৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয়েছিল।

২৫

টেকএড: প্রযুক্তির দশক

যে দেশ আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করে না, সেই দেশ সময়ের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে, সেই দেশের অগ্রগতি থেমে যায়। তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের সময় ভারত এই মানসিকতার শিকার হয়েছিল। এই কারণেই, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডিজিটাল সংযোগের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সহজতর করে তুলেছিল। টেকএড-এর সঙ্গে ভারত এখন শিল্প বিপ্লব ৪.০ এর জন্য প্রস্তুত...

সুশাসনের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

আয়ুষ্মান ভারত, জল জীবন মিশন, উমাং অ্যাপ, ডিজিলকার, জীবন প্রমাণ, আধার-ভিত্তিক ডিবিটি এবং ই-পরিষেবা সহ বেশিরভাগ সরকারি প্রকল্পগুলি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করেছে। এবং সাধারণ মানুষরা এখন সারি দিয়ে অপেক্ষা করার পরিবর্তে বাড়িতে বসে পরিষেবাগুলি পাচ্ছেন।

অপটিক্যাল ফাইবার: গ্রাম জুড়ে ইন্টারনেট

এখনও পর্যন্ত, ১.৭৯ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতে ৫.৭৫ লক্ষ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার তার বিছানোর কাজ হয়েছে। ১ লক্ষেরও বেশি গ্রাম পঞ্চায়েতে ওয়াই-ফাই উপলব্ধ রয়েছে।

ইন্টারনেট এবং মোবাইল বিপ্লব

ভারত বিশ্বের অন্যতম দেশ যেখানে প্রতি জিবি ইন্টারনেট ডেটা খরচ অত্যন্ত কম। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে ভারতে এক জিবি ডেটার জন্য খরচ হত ২৬৯ টাকা, ২০২১ সালের জুনের মধ্যে তা ৯৬% কমে, প্রতি জিবি ১০ টাকায় নেমে এসেছে। ২০১৪ সালের মার্চে সালে, ভারতে ২৫ কোটি ইন্টারনেট সংযোগ ছিল; ২০২১ সালে, এই সংখ্যা ৮৩ কোটি অতিক্রম করেছে। ২০২১ সালে, ভারতে ১২০ মিলিয়ন মোবাইল গ্রাহক ছিল। এর মধ্যে ৭৫ কোটি মানুষের কাছেই স্মার্টফোন রয়েছে।

দুর্নীতি দমন

সরকারি ই-মার্কেটপ্লেস, অর্থাৎ, জিইএম পোর্টালের মাধ্যমে, সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতির অবসান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বার্ষিক ১ লক্ষ কোটি টাকার ক্রয় করা হচ্ছে। একই সময়ে, এখন সরাসরি সুবিধা স্থানান্তরের মাধ্যমে অভাবগ্রস্তদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হচ্ছে। ২০১৪ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত এর মাধ্যমে প্রায় ২.২২ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

ভারত মহাকাশ ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছে

প্রথম প্রয়াসেই মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশ করতে পেরেছে ভারত। বিশ্বের মধ্যে ভারত এই সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। ২০১৪ সাল থেকে, ভারত ৩৪টি ভিন্ন দেশ থেকে ৩৪২টি উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছে, যেখানে ২০১৪ সালের আগে মাত্র ৩৫টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। ভারত উচ্চ-গতির যোগাযোগ ক্ষমতা গড়ে তুলতে মহাকাশে সবচেয়ে উন্নত উপগ্রহ জিস্যাট-১১ এবং জিস্যাট-২৯ উৎক্ষেপণ করেছে।

ড্রোন প্রযুক্তি

ক্ষেতে কীটনাশক ও পুষ্টি উপাদান ছড়িয়ে দিতে কৃষকরা ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছেন। ড্রোনের মাধ্যমে দেশের উত্তর- পূর্বের রাজ্যগুলিতে কোভিড টিকা এবং ওষুধ সরবরাহ করা হয়েছিল। ড্রোন খাতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে প্রথমবারের মতো ড্রোন নীতি ঘোষণা করা হয়।

> আমরা সেমিকন্ডাক্টরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আমরা ফাইভ-জি'র দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আমরা অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন করছি। এটা আধুনিকতার পরিচয় মাত্র। এর মধ্যে তিনটি মহান শক্তি নিহিত রয়েছে। ডিজিটাল মাধ্যমের সূচনা হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসতে চলেছে। ডিজিটাল থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবায়, ডিজিটাল থেকে কৃষিজীবনেও ব্যাপক পরিবর্তন আসতে চলেছে। এক নতুন বিশ্ব গঠনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এই দশক মানবজাতির কল্যাণে জন্য 'টেকএড'র সময়।
>
> **- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

পেটেন্ট এবং ট্রেডমার্কে নতুন রেকর্ড

২৬

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এমন একটি ক্ষেত্র যা যে কোনও দেশের ভবিষ্যৎ গঠন করে। ২০১৪ সালের পরে ভারত আগামী বছরগুলিতে দ্রুত বিকাশের জন্য ভবিষ্যতের প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি সুশাসন ব্যবস্থার প্রচারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটি হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এর সাথে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্ভাবন ও গবেষণার জন্য পেটেন্ট এবং ট্রেডমার্কের নিয়ম পরিবর্তন করেছে।

- ২০১৮-১৯ সালের বাজেটে, কেন্দ্রীয় সরকার নীতি আয়োগকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে একটি ব্যাপক কৌশল তৈরি করার দায়িত্ব দিয়েছে। এজন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এর সাথে, ২০২০ সালের অক্টোবরে একটি সাত-দফা কৌশলও তৈরি করা হয়েছে। সিবিএসই ইন্টেলের সঙ্গে যৌথভাবে ভারতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে 'এআই ফর অল প্রোগ্রাম' চালু করেছে।
- পেটেন্ট এবং ট্রেডমার্কের কম সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬ সালে মেধাস্বত্ব নীতি প্রবর্তন করে। পেটেন্ট আবেদনকারীদের সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯ এবং ২০২০ সালে পেটেন্ট নিয়ম সংশোধন করে। এছাড়া গবেষণার প্রসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পেটেন্ট খরচ ৮০% কমানো হয়েছে।
- ট্রেডমার্ক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ৭৪টি ফর্ম ছিল, কিন্তু এখন সেগুলিকে কমিয়ে শুধুমাত্র আটটিতে নামিয়ে আনা হয়েছে এবং একইভাবে, পেটেন্টের জন্য সমস্ত ফর্ম বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং এর জন্য শুধুমাত্র একটি ফর্ম রয়েছে। বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রগুলির জন্য পেটেন্ট যাচাইকরণের সময়, ২০১৬ সালে ৭২ মাস সময় লাগত, এখন ৫ থেকে কমিয়ে ২৩ মাস করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে দাখিল করা পেটেন্টের সংখ্যা ৬৬৪৪০ পৌঁছেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এটি ছিল ৪২৭৬৩। সাত বছরের ব্যবধানে ৫০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি হয়েছে।

আজ ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক বিকাশের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হল প্রযুক্তি-ভিত্তিক উন্নয়ন। কারণ আমরা প্রতিটি সেক্টরে উদ্ভাবনকে সমর্থন করছি।

- নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী

২৭ উদ্ভাবন এখন ভারতের চিন্তাধারায় অন্তর্ভুক্ত

ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অভাব কখনোই ছিল না। কিন্তু সঠিক মঞ্চ এবং সুযোগের অভাবে যোগ্য মানুষরা বঞ্চিত হতেন। তাঁদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাও উন্নয়ন নীতির অংশও হতে পারত না। ২০১৪ সালে দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, "গবেষণাকে পরীক্ষাগার থেকে বাস্তবে নিয়ে আসা দরকার।" ২০১৬ সালের নভেম্বরে অটল উদ্ভাবন মিশনের সঙ্গে এই প্রচেষ্টাগুলিকে উৎসাহিত করা হয়েছিল।

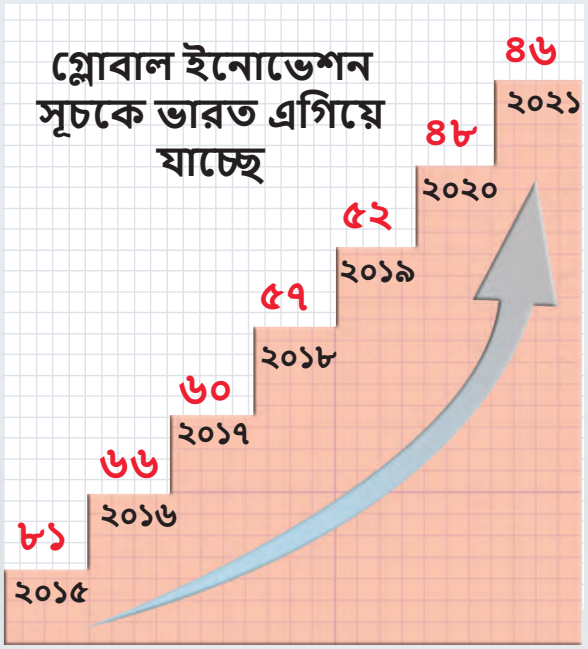

- নীতি আয়োগ অটল উদ্ভাবন মিশনের দায়িত্ব পেয়েছে এবং এর অধীনে, স্কুল থেকেই শিশুদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা বিকশিত করার জন্য অটল টিঙ্কারিং ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর, নতুন উদ্যোক্তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য অটল ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা শুরু হয়।
- দেশের ৭২২টি জেলায় ১০০০০ অটল টিঙ্কারিং ল্যাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৬৮টির বেশি ইনকিউবেটর সেন্টার চালু হয়েছে, যার মাধ্যমে ৩০ হাজারের বেশি লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।
- অটল উদ্ভাবন মিশনের মাধ্যমে ২২০০ টিরও বেশি স্টার্টআপকে সহায়তা করা হয়েছে। এখন মন্ত্রিসভা ২০২৩ সালের মার্চ পর্যন্ত অটল উদ্ভাবন মিশন সম্প্রসারণের অনুমোদন দিয়েছে।

স্টার্টআপ ইন্ডিয়া

গত কয়েক বছরে স্টার্টআপ এবং ইউনিকর্নের ব্যতিক্রমী যাত্রা

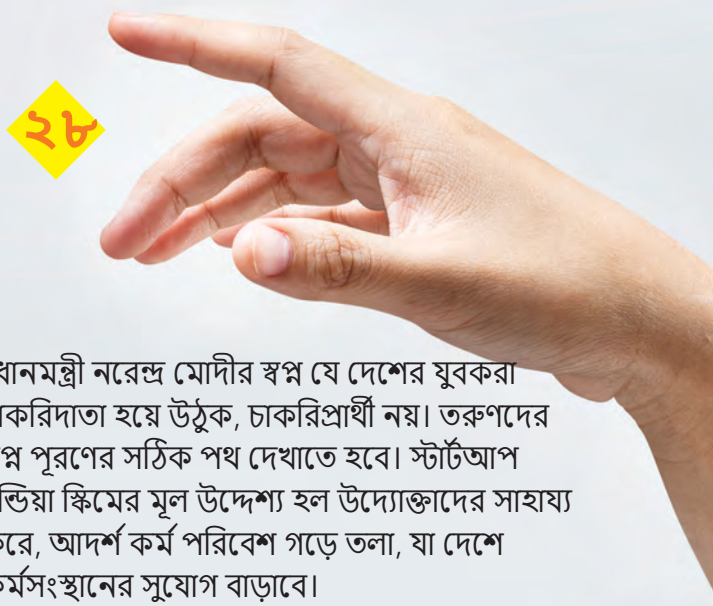

২৮

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন যে দেশের যুবকরা চাকরিদাতা হয়ে উঠুক, চাকরিপ্রার্থী নয়। তরুণদের স্বপ্ন পূরণের সঠিক পথ দেখাতে হবে। স্টার্টআপ ইন্ডিয়া স্কিমের মূল উদ্দেশ্য হল উদ্যোক্তাদের সাহায্য করে, আদর্শ কর্ম পরিবেশ গড়ে তলা, যা দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবে।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম ২০১৫ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লার প্রাচীর থেকে 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া' কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন এবং এখন ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম হয়ে উঠেছে।
- 'স্টার্টআপ ইন্ডিয়া' প্রচার শুরু হওয়ার পর থেকে ২০২২ সালের ২৪ আগস্ট পর্যন্ত দেশে ৭৬,৬৮৯টিরও বেশি স্টার্টআপ স্বীকৃত হয়েছে। ভারতে ৪৫% স্টার্টআপের অন্তত একজন মহিলা পরিচালক আছে এবং ১০০টিরও বেশি স্টার্টআপ ইউনিকর্ন হয়ে উঠেছে।

২৯

ডিজিটাল জীবন প্রমাণপত্র

জীবন প্রমাণপত্র নিয়ে টানাপোড়েনের অবসান ঘটিয়েছে সরকার

স্ব-শংসাপত্রের পথ প্রশস্ত করার পর, এই ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট বা ডিজিটাল জীবন প্রমাণপত্র হল আরেকটি দক্ষ এবং কার্যকর ব্যবস্থা যার থেকে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। ডিজিটাল জীবন প্রমাণপত্র পেনশনভোগীদের প্রতি নভেম্বরে ব্যক্তিগতভাবে একটি জীবন শংসাপত্র উপস্থাপনের বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা দূর করবে।

- জীবন প্রমাণ চালু করার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এসব কথা বলেছিলেন। এখন পেনশনভোগীদের জীবন প্রমাণপত্র জমা দেওয়ার জন্য আর বছরে একবার ব্যাঙ্কে যেতে হবে না। এটি প্রবীণ নাগরিকদের জীবনকে সহজ করে তোলে। আপনি এখন এই ডিজিটাল জীবন শংসাপত্রটি উমাং অ্যাপ, স্থানীয় জীবন প্রমাণ কেন্দ্র বা পাবলিক সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে জমা দিতে পারেন।
- ২০১৪ সালে জীবন প্রমাণপত্রের ডিজিটাল পরিষেবা চালু হওয়ার পর থেকে ২০২২ সালের ১৬ আগস্ট পর্যন্ত প্রায় ৫.৮১ কোটি ডিজিটাল জীবন শংসাপত্র জমা হয়েছে।
- জীবন প্রমাণ সম্পর্কিত আরও তথ্য দেখতে ক্লিক করুন- https://jeevanpramaan.gov.in/#home। উমাং অ্যাপে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করে আপনি ডিজিটালভাবে জীবন প্রমাণপত্র পেতে পারেন।
- যাচাইয়ের জন্য একটি ইউআইডিএআই প্রত্যয়িত বায়োমেট্রিক ডিভাইস ব্যবহার করুন।
- জীবন প্রমাণ অ্যাপ ডাউনলোড করতে, আপনি ৯৭১৮৩৯৭১৮৩ নম্বরে একটি মিসড কল করতে পারেন।

৩০

ইউপিআই: ভারতে ডিজিটাল পেমেন্টের ক্ষেত্রে বিপ্লব

- ভারত সরকার নগদহীন অর্থনীতির জন্য ডিজিটাল অর্থপ্রদানের প্রচারের পাশাপাশি ট্রিলিয়ন ডলারের ডিজিটাল অর্থনীতি হয়ে ওঠার লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্টার্টআপ এবং যুবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে, তাঁদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করছে। এর ফলে ডিজিটাল অর্থনীতির সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে।
- ইউপিআই ২০১৬ সালের এপ্রিলে শুরু হয়েছে যাতে কাউকে আর নগদ নিয়ে ঘুরতে না হয়, ব্যাঙ্ক বা এটিএম খুঁজতে না হয়। ইউপিআই হল একটি ডিজিটাল পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম। প্রতিটি বিভাগ, শহর-গ্রামের মানুষ এখন ইউপিআইয়ের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করছে।
- ইউপিআই ৩৩০টি ব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্ত। ২০২২ সালের জুলাই মাসে, এটিতে ১০.৬২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি মূল্যের রেকর্ড ৬০০ কোটি লেনদেন করা হয়েছিল।

৬০০ কোটি ইউপিআই লেনদেন একটি অসামান্য সাফল্য। এটি নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ এবং অর্থনীতিকে স্বচ্ছ করার প্রতি ভারতের জনগণের সম্মিলিত সংকল্পকে নির্দেশ করে। আমার দেশবাসীর শক্তি দেখুন। বিশ্বের ডিজিটাল লেনদেনের ৪০% ভারতে হয়।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

৩১

নতুন কর ব্যবস্থা করদাতাদের জীবনযাত্রাকে সহজ করে তুলছে

- স্বতন্ত্র করদাতাদের যথেষ্ট ছাড় প্রদান এবং আয়কর আইন সহজ করার জন্য, সরকার ২০২০ সালের বাজেটে আয়কর রিটার্ন দাখিলের জন্য একটি নতুন ব্যবস্থা চালু করেছে। 'ফাইন্যান্স অ্যাক্ট' ২০২০ এর মাধ্যমে নতুন কর ব্যবস্থা আনা হয়েছে। নতুন কর ব্যবস্থা করদাতাদের জন্য ঐচ্ছিক, এবং এই নতুন কর ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ আয়করের ক্ষেত্রে আরও বেশি সাশ্রয় করতে সক্ষম হবেন।
- ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের জন্য আয়কর প্রদানে সম্পূর্ণ ছাড়। ২.৫ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকার অধিক আয়ের ক্ষেত্রে ট্যাক্স স্ল্যাবের জন্য করের হার ১০% থেকে কমিয়ে ৫% করা হয়েছে। 'স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন' ৪০০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০০০ টাকা করা হয়েছে।
- আগে থেকে পূরণ করা আয়কর রিটার্ন ফর্মের মাধ্যমে কম সময়ে 'আইটিআর ফাইল' করা সহজ হয়ে গিয়েছে। আইটি রিটার্ন এবং আপিলের ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে যাচাইকরণ করা হয়।
- আয়কর বিভাগের সমস্ত যোগাযোগ বৈদ্যুতিনভাবে একটি অনন্য নথি শনাক্তকরণ নম্বর দিয়ে তৈরি করা হয় এবং, প্যান ও আধার এখন পরস্পর বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মুখাবয়বহীন মূল্যায়ন, কর সংস্কার

কর সংস্কারের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সৎ করদাতাদের জন্য মুখাবয়বহীন মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। মুখাবয়বহীন মূল্যায়ন আয়কর রিটার্ন দাখিল করার জন্য যাচাইকরণ, যাচাই-বাছাই, মূল্যায়ন, আপিল এবং রিফান্ড প্রদানের প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে।

- ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য ২০২২ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত প্রায় ৫.৮৩ কোটি আইটিআর ফাইল করা হয়েছে। ২০২২ সালের ৩১ জুলাই আইটিআর ফাইলিংয়ের সংখ্যা এক নতুন রেকর্ড তৈরি করেছে, এক দিনে ৭২.৪২ লক্ষেরও বেশি আইটিআর ফাইল করা হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১৬ জুন, ২০২২ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করের প্রাপ্তি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৫ শতাংশের বেশি বেড়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য মোট কর সংগ্রহ প্রায় ৪০% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য অগ্রিম কর সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ১,০১,০১৭ কোটি টাকা, যা গতবারের তুলনায় ৩৩% বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩২

এখন নতুন ভারতের কেন্দ্রে নারী শক্তি

“ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভিক্ষুক হয়ে আপনার মেয়েদের জীবন ভিক্ষা চাইছেন। আপনার কন্যারা আপনার পরিবারের গর্ব। তাঁদের দেশের গর্ব হিসাবে বিবেচনা করুন।”

-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নারীকেন্দ্রিক এক নতুন ভারত গড়ে তোলার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই সংকল্প পরবর্তীকালে দেশের মহিলাদের অগ্রগতির এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে।

লিঙ্গ অনুপাতের উন্নতি

বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও-এর মতো প্রকল্পগুলি দেশের জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। ২০২১ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা অনুসারে, দেশে প্রথমবারের মতো ১০০০ জন পুরুষের অনুপাতে ১০২০ জন মহিলা রয়েছেন।

আইন আরও কঠোর হয়েছে

১২ বছরের কম বয়সি কিশোরী ধর্ষণের জন্য মৃত্যুদণ্ড। দুই মাসের মধ্যে ধর্ষণ মামলার বিচার শেষ করার আইন। সারা দেশে ‘ওয়ান স্টপ সেন্টার’ চালু হয়েছে। নারীদের রাতের শিফটে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধকারীদের জন্য জাতীয় ডাটাবেস। নির্ভয়া তহবিল স্থাপনের জন্য ৫৬০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

মহিলাদের জন্য নতুন পথ

এখন মেয়েরাও সৈনিক স্কুলে ভর্তি হয়। সিআরপিএফ এবং সিআইএসএফ-এ মহিলাদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ। দিল্লি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পুলিশ নিয়োগে নন-গেজেটেড পদে সংরক্ষণ। প্রথমবার সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলাদের যুদ্ধ করার অনুমতি। বিমান বাহিনীতে ফাইটার পাইলট হিসাবে স্বীকৃতি।

স্বাস্থ্য অগ্রাধিকার

জন ঔষধি কেন্দ্রে স্যানিটারি ন্যাপকিন ১ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। মাতৃ বন্দনা যোজনার মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের কাছে অর্থ সরাসরি অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়। মিশন ইন্দ্রধনুষের অধীনে গর্ভবতী মহিলা এবং নবজাতক শিশুদের বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার সুবিধা।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন উদ্যোগ

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা চালু করা হয়েছে। জন ধন অ্যাকাউন্টধারীদের ৫৫ শতাংশেরও বেশি মহিলা। স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়া এবং মুদ্রা যোজনার অধীনে মহিলা উদ্যোক্তাদের সহজে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় মহিলা আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার।

৩৩ তিন তালাক থেকে মুক্তি পেয়েছেন মুসলিম নারীরা

কখন- জুলাই ২০১৯

মুসলিম মহিলাদের সুরক্ষার জন্য তাৎক্ষনিক তিন তালাক (তালাক-ই-বিদাত) দেওয়াকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করার জন্য বিল পাস করা হয়েছিল।

- ২০১৭ সালে শায়রা বানো মামলার রায় দেওয়ার সময় সুপ্রিম কোর্ট তাৎক্ষনিক তিন তালাককে 'অসাংবিধানিক' হিসাবে ঘোষণা করেছিল। বিভিন্ন ধর্মের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ এই বিষয়ে 'তিন-দুই' ভোট দেন। এ বিষয়ে ছয় মাসের মধ্যে সরকারকে আইন আনতে বলেছে আদালত। সরকার মুসলিম নারীদের বিবাহ সুরক্ষা বিল সংসদের উভয় কক্ষে পাস করেছে। বিলটি ২০১৯ সালের ২৫ জুলাই লোকসভায় এবং ৩০ জুলাই রাজ্যসভায় পাস হয়েছিল।
- **তাৎপর্য-** লক্ষ লক্ষ মুসলিম মহিলাদের স্বস্তি পেয়েছিলেন। তিন তালাক মামলার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

তুষ্টির নামে কোটি কোটি মা-বোনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। আমি গর্বিত যে আমাদের সরকার মুসলিম মহিলাদের তাঁদের প্রাপ্য অধিকার, মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে পেরেছে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

৩৪ মাতৃত্বকালীন ছুটি ২৬ সপ্তাহ

এখন ২৬ সপ্তাহের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি অনুমোদন করা হয়েছে যা আগে ছিল ১২ সপ্তাহ। গর্ভবতী মহিলা এবং শিশুদের যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা, পরিচর্যার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল শিশুদের অপুষ্টি থেকে রক্ষা করা এবং মায়েদের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা। শিশুদের যথাযথ যত্ন ও লালন-পালন নিশ্চিত করার জন্য, সরকার ২০১৭ সালে ৫৫ বছরের পুরনো আইন মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন, ১৯৬১ সংশোধন করে মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে ২৬ সপ্তাহ করে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে, ভারত কানাডা এবং নরওয়ের মতো দেশগুলির সঙ্গে এক আসনে রয়েছে যেখানে সর্বাধিক সংখ্যক মাতৃত্বকালীন ছুটি রয়েছে।

৩৫ বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও: সর্বত্র অগ্রগতি

লিঙ্গ অনুপাতের বৈষম্য হ্রাস, মেয়ে ও মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' স্কিমটি চালু করা হয়েছিল। কন্যাসন্তানের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি জনসাধারণের প্রচারে পরিণত হয়েছে। গাড়ির পিছনেও লেখা থাকে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'। এই অভিযানে ৪০৫টি জেলার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল। কন্যাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা চালু করা হয়েছিল, ৩.০৩ কোটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এই স্কিমে সুদের হার বেশি এবং এটি মান্য কর মুক্ত।

এর প্রভাব

- **জাতীয় পর্যায়ে জন্মের সময় লিঙ্গ অনুপাত ২০২০-২১ সালে বেড়ে ৯৩৭ হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে এটি ছিল ৯১৮।**
- **২০১৪-১৫ সালে মাধ্যমিক শিক্ষায় মেয়েদের তালিকাভুক্তি ছিল ৭৫.৫১% ছিল, ২০২০-২১ সালে তা বেড়ে ৭৯.৪৬% হয়েছে।**
- **জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা অনুসারে, দেশে ১০০০ জন পুরুষ পিছু ১০২০ জন মহিলা রয়েছেন।**
- **প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের ৮৭% ছিল, যা ২০২০-২১ সালে বেড়ে ৯৪.৮% হয়েছে।**

৩৬

তফসিলি উপজাতিদের ক্ষমতায়ন

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। দেশকে স্বাধীন করতে স্বাধীনতা আন্দোলনে অবিস্মরণীয় অবদান ছিল আদিবাসী সমাজের। তাঁরা বহু ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা উপেক্ষিত ছিলেন। আদিবাসী সমাজকে মূলধারায় আনতে আগে পর্যন্ত তেমন কোনো প্রচেষ্টা করা হয়নি। ১৯৯৯ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকারে একটি পৃথক মন্ত্রক তৈরি করেছিল, কিন্তু 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াস'- এর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার আদিবাসী সমাজের উন্নয়নে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

- দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ হল রাষ্ট্রপতি। সেই পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন এক আদিবাসী নারী। আদিবাসী সম্প্রদায়ের দ্রৌপদী মুর্মু ওড়িশার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে রাইসিনা হিলে পৌঁছে গিয়েছেন।
- তফসিলি উপজাতির মানুষদের কল্যাণ এবং উপজাতীয় এলাকার উন্নয়নের জন্য, ২০২২-২৩ সালে ৪১টি মন্ত্রক এবং বিভাগ বাজেটে ৮৭,৫৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।
- ১৫ নভেম্বর বিরসা মুণ্ডার জন্মদিনকে 'আদিবাসী গৌরব দিবস' হিসাবে ঘোষণা করা হয়।
- ঝাড়খণ্ডে বিরসা মুন্ডা উপজাতীয় মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহালয় তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া সারা দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগ্রহালয় তৈরি করা হবে। নর্মদা জেলার গরুদেশ্বরে স্থাপিত হবে জাতীয় আদিবাসী সংগ্রহালয়।

সামাজিক ন্যায়বিচারের অর্থ হল সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষের সমান সুযোগ পাওয়া উচিৎ। জীবনের মৌলিক চাহিদা থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়। দলিত, অনগ্রসর, আদিবাসী, মহিলা, দিব্যাঙ্গ মানুষরা যখন এগিয়ে যাবেন, তখন দেশেরও অগ্রগতি হবে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

- ২৭টি জেলায় ৫০টি নতুন একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, ২০২৬ সালের মধ্যে ৭৪০টি বিদ্যালয় নির্মিত হবে।
- **ট্রাইবস ইন্ডিয়া-** আদি মহোৎসব একটি ক্ষুদ্রাকৃতির ভারতের চিত্র প্রদর্শন করে, যেখানে উপজাতীয় কারিগর, তাঁতি, কুমোর, পুতুল নির্মাতা এবং সূচিকর্মের চমৎকার কারুকাজ এক জায়গায় স্থান পেয়েছে।
- **ট্রাইফেড পোর্টাল-** www.tribesindia.com ই-কমার্সের মাধ্যমে উপজাতীয় পণ্য বিক্রির প্রচার করে।
- **ভারতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে** সবচেয়ে বেশি উপজাতি সম্প্রদায়ের বাস। গত ৮ বছরে 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির অধীনে এই অঞ্চলের উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

৩৭

বয়স্করা যেন কোনওভাবেই কষ্ট না পান... জাতীয় হেল্পলাইন

- দেশের ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দেশে ১০.৩৮ কোটি বয়স্ক মানুষ রয়েছেন। এবং ২০৩১ সালের মধ্যে বয়স্ক মানুষদের জনসংখ্যা বেড়ে ১৯.৩৪ কোটি হবে। প্রবীণ জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে সরকার 'জাতীয় প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি' নামে একটি কর্মসূচি শুরু করেছে।
- অটল বয়ঃ অভ্যুদয় যোজনা নামে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একটি 'আমব্রেলা স্কিম' ২০২০ সালের ১ এপ্রিল থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের বয়স্ক নাগরিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী বয়ঃ বন্দনা যোজনা চালু করা হয়েছিল।
- দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মজীবীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা নামে দুটি বিমা প্রকল্প চালু করেছে। ২০২২ সালের ৯ মে এই স্কিমগুলি ৭ বছর সম্পূর্ণ হয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলি কম খরচে জীবন এবং দুর্ঘটনা বিমার সুবিধা দেয়।

অটল পেনশন যোজনা

বয়স্কদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য এই স্কিমটি ২০১৫ সালের ৯ মে চালু হয়েছিল। এই স্কিমটি ১৮-৪০ বছর বয়সি সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত। এই স্কিমে ১০০০ টাকা, ২০০০ টাকা, ৩০০০ টাকা, ৪০০০ টাকা এবং ৫০০০ টাকার পাঁচটি স্ল্যাব রয়েছে। বিমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে, স্ত্রী বা স্বামী একই পেনশন পাওয়ার অধিকারী হবেন। ২০২১ সালের ১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসে একটি জাতীয় হেল্পলাইন-এল্ডারলাইন-টোল ফ্রি নম্বর ১৪৫৬৭ চালু করা হয়েছিল।

৩৮

উচ্চবর্ণের জন্য সংরক্ষণ: প্রতিটি শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে পরিণত হচ্ছে

অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল উচ্চবর্ণের নাগরিকদের সরকারি পরিষেবাগুলিতে সংরক্ষণ দেওয়ার বিষয়টি নতুন নয়, তবে এই প্রথমবার কোনও শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সংরক্ষণ দেওয়া হল। সরকার এ দিকে নতুন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে সমাজের একটি বড় অংশের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করল।

- সাধারণ শ্রেণির অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের শিক্ষা ও চাকরিতে ১০% সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছিল।
- সংরক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্য হল শিক্ষা, সরকারি চাকরি, নির্বাচন এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের কল্যাণমূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাগের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- বার্ষিক আট লক্ষ টাকার কম আয় এবং পাঁচ একরের কম আবাদি জমি আছে এমন পরিবারের আয় অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর বলে বিবেচিত হবে।

অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর সাংবিধানিক অবস্থার উপর কমিশন

অনগ্রসর শ্রেণীর জাতীয় কমিশনকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়ার জন্য ১০২তম সংবিধান সংশোধনী আইন, ২০১৮ পাস করতে হবে। নতুন আইনে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যে সংরক্ষণ ছাড়াও অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়ন প্রয়োজন। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর মেডিসিন এবং ডেন্টিস্ট্রিতে ওবিসিদের জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর করা হয়েছে।

৩৯

৪০

নীতি আয়োগ

ভারতের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক

স্বাধীনতার পর আমাদের দেশ প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক শাসন কাঠামো গ্রহণ করে। সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং প্রকল্প করা হয়েছিল। দেশে বহুদিন ধরেই পঞ্চবার্ষিকী ও এক বছর মেয়াদী পরিকল্পনা ব্যবহৃত হচ্ছে। কয়েক দশক ধরে, পরিকল্পনা কমিশন একটি একক হিসাবে কাজ করে, প্রকল্পের কাজ পরিচালনা করে। যাইহোক, ৬৫ বছরের পরিকল্পনা কমিশন অর্থনীতি কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ হলেও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটি তার কার্যকারিতা হারিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একটি প্রস্তাবে, পরিকল্পনা কমিশনের জায়গায় ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি নীতি (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া) আয়োগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় চেতনাকে সামনে রেখে সর্বোচ্চ শাসন, ন্যূনতম সরকার ধারণা গৃহীত হয়। নীতি আয়োগের দুটি হাব রয়েছে।

- টিম ইন্ডিয়া হাব: রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করে।
- নলেজ অ্যান্ড ইনোভেশন হাব: নীতি আয়োগ একটি থিঙ্ক-ট্যাঙ্কের মতো কাজ করে।

৪১

সমবায় মন্ত্রক: গ্রামোন্নয়নের মূল ভিত্তি

দেশের ৭০ কোটি সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে সমবায়ের চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় সহযোগিতা মন্ত্রক প্রতিষ্ঠা করে সমবায় আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। সমবায় মন্ত্রক সমবায় সমিতিগুলিকে সমৃদ্ধ এবং প্রাসঙ্গিক করতে সম্ভাব্য সকল সংস্কার করার চেষ্টা করছে।

- বিশ্বের ৩০ লক্ষ সমবায় সমিতির মধ্যে ভারতেই রয়েছে ৮,৫৫,০০০টি। যার সঙ্গে প্রায় ১৩ কোটি মানুষ সরাসরি যুক্ত, এবং দেশের ৯১% গ্রামে সমবায় সমিতি রয়েছে। মোদী সরকার দেশের ৬৫,০০০টি প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতিকে 'কম্পিউটারাইজ' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি জেলা সমবায় ব্যাঙ্কগুলি, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি এবং নাবার্ড অনলাইনে যুক্ত হয়েছে।
- সমবায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজও এগিয়েছে। এটি নতুন পেশাদার প্রস্তুত করবে এবং সমবায় খাতে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও উপলব্ধ হবে। প্রযুক্তি ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে সমবায় ধারণাকে যুগোপযোগী করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করা হচ্ছে।

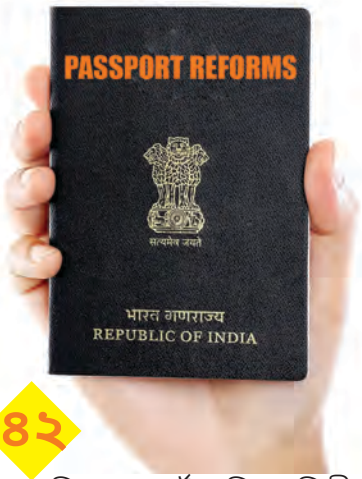

৪২

- এতদিন পাসপোর্ট অফিসগুলি দীর্ঘ সারি, দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা এবং ঘন ঘন অফিসে যাওয়ার জন্য পরিচিত ছিল। আপনি এখন 'পাসপোর্ট সেবা' ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন জমা দিতে পারেন।
- ৪২৪টি পোস্ট অফিস পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র-সহ সারা দেশ জুড়ে এখন ৫২১টি পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র রয়েছে, ২০১৪ সালে সেখানে মাত্র ৭৭টি কেন্দ্র ছিল।
- ২০১৪ সালের আগে, একটি পাসপোর্ট পেতে গড়ে ১৬ দিন সময় লাগত। আজ, পাসপোর্ট পেতে সময় লাগে মাত্র ৫ দিন।

৪৩ রূপান্তরকামীদের ক্ষমতায়ন

- ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী অন্যদের বিভাগে রয়েছেন ৪,৮৭,৮০৩ নাগরিক, যার মধ্যে রয়েছেন রূপান্তরকামীরা।
- রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের অধিকার ও কল্যাণ রক্ষার জন্য, 'ট্রান্সজেন্ডার পার্সনস্ (অধিকার সুরক্ষা) আইন ২০১৯' এর বিধানগুলি ২০২০ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়েছে।
- ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মন্ত্রক 'স্মাইল' নামে একটি স্কিম তৈরি করেছিল, যার মধ্যে রূপান্তরকামীদের কল্যাণ এবং পুনর্বাসনের জন্য একটি উপ-স্কিম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাঁদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- ২০২০ সালের নভেম্বরে রূপান্তরকামীদের জন্য জাতীয় পোর্টাল চালু করা হয়েছিল। সরকারি অফিসে না গিয়ে রূপান্তরকামী আবেদনকারীরা শনাক্তকরণ নথি এবং একটি পরিচয়পত্র পেতে পারেন।
- গুজরাত, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, বিহার, ছত্তিশগড়, তামিলনাড়ু এবং ওড়িশায় রূপান্তরকামীদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে বারোটি 'গরিমা গৃহ' খোলা হয়েছে।

৪৪

পিএম স্বনিধি

ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হলেন ফেরিওয়ালারা

> এই প্রথম লক্ষ লক্ষ ফেরিওয়ালা সরাসরি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এর ফলে তাঁরা এর সুবিধাও পাবেন।
>
> **- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

- দেশে এমন লক্ষাধিক ফেরিওয়ালা রয়েছেন যারা ফল, শাকসবজি বিক্রি করেন বা গ্রামে অথবা শহরে রাস্তার ধারে ছোট ছোট দোকান চালান। কিন্তু স্বাধীনতার ৭০ বছরেও তাঁদের জন্য কোনো পরিকল্পনা করা হয়নি।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২০ সালের ১ জুন প্রধানমন্ত্রী স্বনিধি যোজনা চালু করেছিলেন। সেই সময় কোভিডের কারণে লকডাউনের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন ফেরিওয়ালারা। এই প্রকল্পের অধীনে ফেরিওয়ালাদের ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়।
- এখনও পর্যন্ত ৩৮ লক্ষেরও বেশি ঋণের আবেদন অনুমোদিত হয়েছে এবং ৩৮৪৩ কোটি টাকারও বেশি অর্থ অনুমোদন করা হয়েছে।

৪৫

প্রতিটি কল থেকে জলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে

> গত আট বছর ধরে জল সুরক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে যাতে জল সমস্যা ভারতের অগ্রগতির সামনে সংকট হয়ে না ওঠে। 'ক্যাচ দ্য রেন' হোক, অটল ভূজল যোজনা হোক, দেশের প্রতিটি জেলায় ৭৫টি অমৃত সরোবর নির্মাণ হোক, নদীগুলির আন্তঃসংযোগ হোক বা জলজীবন মিশন, এই সব কিছুর লক্ষ্য হল নাগরিকদের জন্য জল সুরক্ষা নিশ্চিত করা। - **নরেন্দ্র মোদী**, প্রধানমন্ত্রী।

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদে এক নতুন জলশক্তি মন্ত্রক গঠন করেছিলেন, যা সমস্ত জল-সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে একজায়গায় একীভূত করেছিল।
- ২০১৯ সালের ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছে যাবে। সেখানে স্বাধীনতার সাত দশকে কেবল সাড়ে তিন কোটি গ্রামীণ পরিবারে কল থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়ার সুবিধা ছিল।
- প্রধানমন্ত্রী মোদীর সিদ্ধান্ত, লক্ষ্য এবং পর্যবেক্ষণের ফলে মাত্র তিন বছরে ৬.৯০ কোটি নতুন সংযোগ এবং ১০.১ কোটি কল সংযোগ দেওয়া হয়েছে। গোয়া, দাদরা এবং নগর হাভেলি এবং দমন দ্বীপের প্রতিটি বাড়িও জল-প্রত্যয়িত হয়েছে।

এই পরিকল্পনার জন্য চলমান প্রচারে
৩.৬০
লক্ষ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে।

২০২৪ সালের মধ্যে ১৯.১৪ কোটি পরিবারকে জলের কল সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা সম্পন্ন হবে।

৪৬

দক্ষতা উন্নয়ন: ৫.৭০ কোটির বেশি প্রশিক্ষিত

২০১৪ সালে দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা মন্ত্রক গঠনের পর ভারতকে বিশ্বের দক্ষতার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ১৫ জুলাই দক্ষতা উন্নয়ন মিশন চালু করা হয়েছিল। মিশনের অংশ হিসেবে ভারত জুড়ে ২০টিরও বেশি মন্ত্রক এবং বিভাগ ৪০টিরও বেশি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০২১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত এক কোটিরও বেশি যুবক-সহ ৫.৭০ কোটি ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

- বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য জাপান, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, ফিনল্যান্ড-সহ আটটি দেশের সঙ্গে চুক্তি।
- জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুবিধা সম্পর্কে সচেতন করবে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন পেশার জন্য বৃত্তিমূলক দক্ষতা প্রদানের জন্য পর্যায়ক্রমে সমস্ত স্কুল এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় বিষয় এবং দক্ষতার পাঠ্যক্রম একীকরণের পরিকল্পনা করে। দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা মন্ত্রক অমৃত কাল অর্থাৎ ভারত @২০৪৭-এর জন্য একটি রূপকল্প তৈরি করেছে।

> দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশ এবং বাজার, এই পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিক থাকার মন্ত্র হল দক্ষতা, পুনঃদক্ষতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি। - **নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

৪৭

বাড়ি মানে শুধুমাত্র ইট আর সিমেন্টের তৈরি কাঠামো নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে আমাদের অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষা। বাড়ি শুধুমাত্র আমাদের নিরাপত্তাই দেয় না বরং উত্তম ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আমাদের ভরসাও দেয়।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা

সকলের জন্য পাকা বাড়ি

পাকা বাড়ির স্বপ্ন কার না থাকে? কিন্তু ২০১৪ সালের আগে, 'সবকা সাথ-সবকা বিকাশে'র এমন কোন চেতনা ছিল না। ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গ্রাম ও শহরাঞ্চলে প্রত্যেকের পাকা বাড়ির স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেছিলেন। শৌচাগার-সহ পাকা বাড়ি, বিনামূল্যে এলপিজি সংযোগ এবং রান্নাঘরে সরাসরি কলের জলের সংযোগ গরীব ও বঞ্চিতদের জীবনে নতুন আশা সঞ্চার করেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ২০২৪ সাল পর্যন্ত অনুমোদিত হয়েছে। এই প্রকল্পটির লক্ষ্য হল সুবিধাগুলি সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

- প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে ৩ কোটিরও বেশি বাড়ি তৈরি হয়েছে।
- নির্মাণে এখনও পর্যন্ত ২৬ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।
- পিএম আবাস যোজনায় মৌলিক সুবিধাসহ ৪.২ কোটি পাকা বাড়ি তৈরির লক্ষ্য।

এখনও পর্যন্ত ২.৩ কোটি উপকারভোগীকে বাড়ি দেওয়া হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে ৮০ লক্ষ নতুন বাড়ি তৈরি করা হবে, যার মধ্যে ৪৮ হাজার কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে।

৪৮

অপ্রয়োজনীয় আইনের কবল থেকে মুক্তি

দেশ স্বাধীনের ৬ দশক পরও এ ধরনের অনেক আইন ছিল, যেগুলোর কোনো ব্যবহার বা প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান সময়েও নেই। তবে কেউ সেই আইনগুলো অবসানের কথা ভাবেননি।

এখনও পর্যন্ত ১৫০০টিরও বেশি অপ্রয়োজনীয় আইন বাতিল করা হয়েছে। একই সময়ে ২৫০০০টিরও বেশি সম্মতি বা শর্ত যা বাণিজ্যকে বাধা দেয় তাও বাতিল করা হয়েছে।

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব গ্রহণের আগে ২০১৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের এক সমাবেশে বলেছিলেন, "আইনের ফাঁস আমাদের জীবন, কর্মক্ষেত্র এবং ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে।"
- প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরপরই তিনি কেন্দ্রীয় সচিবদের জিজ্ঞাসা করেন যে "আপনারা আমাকে আপনাদের বিভাগ সম্পর্কিত এমন দশটি আইন বা নিয়ম বলুন যা আমরা বাতিল করতে পারি।" তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ অপ্রাসঙ্গিক আইনগুলি দূর করার জন্য সংসদে 'বাতিল ও সংশোধনী বিল ২০১৪' পেশ করেছিলেন।

৪৯

পিএম মুদ্রা যোজনা

উদ্যোক্তা হওয়ার প্রচার

একটা সময় ছিল যখন দেশের যুবকদের ব্যবসা শুরু করার জন্য ঋণ পেতে একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হত, তাঁরা দিনের পর দিন সমস্ত অফিস এবং ব্যাংকে ঘুরতেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা চালু করা হয়েছিল। যার মাধ্যমে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যাবে।

- প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার লক্ষ্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রচার করা। এই প্রকল্পের অধীনে, নন-কর্পোরেট এবং অ-কৃষি ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত একটি সাশ্রয়ী গ্যারান্টি-মুক্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়।
- এই প্রকল্প তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। ২০২২ সালের ৮ এপ্রিল এই স্কিম ৮ বছর পূর্ণ করেছে। মুদ্রা যোজনার অধীনে, ২০২২ সালের ২৪ আগস্ট পর্যন্ত ৩৬ কোটিরও বেশি ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে, মহিলাদের জন্য ৬৮ শতাংশের বেশি ঋণ অ্যাকাউন্ট মঞ্জুর করা হয়েছে। ২২% নতুন উদ্যোক্তাদের ঋণ দেওয়া হয়েছে।

আমাদের মন্ত্র হল যারা ব্যবসার জন্য মূলধন পাচ্ছেন না তাঁদের মূলধনের ব্যবস্থা করা। আমরা একটি নতুন বিশ্বাস তৈরি করতে চাই যে আপনি দেশের জন্য কাজ করছেন, দেশের উন্নয়নের অংশীদার হচ্ছেন, এবং দেশও আপনার খেয়াল রাখতে প্রস্তুত।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

50

মানব সম্পদের ব্যবহার: শ্রম সংস্কার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্র হল সংস্কার, সম্পাদন, রূপান্তর। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্ত্র অনুসরণ করে শ্রমবিধির মাধ্যমে সার্বিক শ্রম সংস্কারের রূপকল্প বাস্তবায়িত হয়। 'শ্রমেব জয়তে' স্লোগান দিয়ে প্রথমবারের মতো, অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা প্রসারিত করা হয়েছিল।

- স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো চারটি শ্রম কোড দিয়ে ২৯টি শ্রম আইন প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এর আওতায় ৫০ কোটি শ্রমিক মজুরি নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা এবং উন্নত সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা পেতে পারেন।
- এর পাশাপাশি রূপান্তরকামীসহ নারী-পুরুষের সমান কাজের জন্য সমান বেতনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং শ্রম সুবিধা পোর্টালের মাধ্যমে শিল্প-কারখানায় সহজে লাভের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২২ সালের ২৫ আগস্ট পর্যন্ত ২৮ কোটিরও বেশি ই-শ্রম কার্ড জারি করা হয়েছে।

"সংস্কারগুলি আমাদের পরিশ্রমী কর্মীদের মঙ্গল নিশ্চিত করবে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করবে। শ্রম সংস্কারগুলি 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস'কে নিশ্চিত করবে। সংস্কারগুলি শ্রমিক এবং শিল্প উভয়ের উন্নতির জন্য প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগাতে চায়।"

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

৫১

জনগণের অংশগ্রহণ কীভাবে একটি দেশের উন্নয়নে নতুন শক্তি যোগাতে পারে, স্বচ্ছ ভারত অভিযান তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শৌচাগার নির্মাণ হোক বা বর্জ্য অপসারণ, প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্যের সংরক্ষণ কিংবা পরিচ্ছন্নতার প্রতিযোগিতা, প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশ এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

স্বচ্ছ ভারত মিশন

উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ থেকে মুক্তি

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর লালকেল্লা থেকে সারা দেশে স্বচ্ছ ভারত অভিযান শুরু করার কথা বলেছিলেন, যা একটি গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। ২০১৪ সালের হিসাব অনুযায়ী স্বচ্ছ ভারত মিশন শুরু হওয়ার আগে দেশে মাত্র ৩৯% শৌচাগার সুবিধা ছিল।
- ২০১৯ সালের ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী ছিল। সেদিন ছয় লক্ষেরও বেশি গ্রামকে উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ মুক্ত হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। মিশনটি এখন পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ ওডিএফ প্লাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ২৪ আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত ওডিএফ- প্লাস গ্রামের সংখ্যা হল ১,০৩,৩৯৮।
- স্বচ্ছ ভারত মিশন- শহরাঞ্চলের অধীনে ৬২ লক্ষেরও বেশি ব্যক্তিগত শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২১ সালের ১ অক্টোবর স্বচ্ছ ভারত মিশন- শহরাঞ্চলের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা করেন।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সুবিধা

এর প্রভাব

২.১৬ গুণ কম খাদ্য দূষণ।

১২.৭ গুণ কম ভূগর্ভস্থ জল দূষণ।

২.৪৮ গুণ কম পানীয় জল দূষণ (আন্তর্জাতিক গবেষণা অনুসন্ধান)

সামাজিক-অর্থনৈতিক সুবিধা

পরিচ্ছন্নতার কারণে প্রতি পরিবার বার্ষিক ৭২৭ মার্কিন ডলারের অর্থনৈতিক সুবিধা।

সবচেয়ে দরিদ্ররা যে অর্থ খরচ করেছেন, তার ২.৬ গুণ বেশি ফেরত পেয়েছেন। ১০ বছর ধরে মোট খরচের উপর সমাজে অর্থ ফিরেছে ৪.৩ গুণ বেশি।

৫২

উড়ান: সাধারণ মানুষের স্বপ্ন পূরণ করেছে

আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প 'উড়ান' পাঁচ বছর পূর্ণ করেছে। টায়ার ১ এবং টায়ার ২ শহরে বিমান সংযোগ, উন্নত বিমান পরিকাঠামো এবং 'উড়ে দেশ কা আম নাগরিক'-এর স্বপ্ন অনুসরণ করে ২০১৬ সালের ২১ অক্টোবর এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছিল।

- ২০১৪ সালে ৭৪টি ব্যবহার্য বিমানবন্দর ছিল। উড়ান স্কিমের ফলে এই সংখ্যা এখন ১৪১ হয়েছে। উড়ান স্কিমটি ৫৮টি বিমানবন্দর, ৮টি হেলিপোর্ট এবং ২টি জলের এয়ারড্রোম-সহ ৬৮টি অনুন্নত গন্তব্যস্থলকে সংযুক্ত করেছে।
- উড়ান প্রকল্পের অধীনে ৪২৫টি নতুন রুট চালু করে সারা দেশে ২৯টিরও বেশি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে বিমান সংযোগ গড়ে উঠেছে। ৪ আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত এক কোটিরও বেশি যাত্রী সাশ্রয়ী মূল্যের বিমান ভ্রমণের সুবিধা নিয়েছেন।
- উড়ান-এর অধীনে, ২০২৬ সালের মধ্যে ১০০০টি রুট-সহ ২২০টি গন্তব্যস্থল যুক্ত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উড়ান ইতিমধ্যেই ১৫৬টি বিমানবন্দরকে সংযুক্ত করার জন্য ৯৫৪টি রুট বরাদ্দ করেছে। ১০০টি বিমানবন্দরের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে ৬৮টি নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ করা হবে।

"স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার আমাদের সরকার অসামরিক বিমান চলাচল নীতি প্রণয়নের সুযোগ পেয়েছে। আমাদের দেশে দরিদ্র ব্যক্তিরা সাধারণত চটি পরেন, এবং আমি চটি পরিহিত নাগরিকদের বিমানে যাতায়াত করতে দেখতে চাই। এবং আজ, এটি সম্ভব হচ্ছে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

রেরা: গৃহ ক্রেতাদের জন্য সামর্থ এবং নিরাপত্তা

রিয়েল এস্টেট (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন ২০১৬ বা রেরা হল একটি আইন যার রূপান্তরমূলক বিধান রয়েছে। এটি ভারতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। রেরার উদ্দেশ্য হল স্থাবর সম্পত্তি ক্ষেত্রে গ্রাহকদের বিনিয়োগ বাড়ানো এবং তাঁদের স্বার্থ রক্ষা করা। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত প্রকল্প মানচিত্র ছাড়া কোন প্রকল্প বিক্রি করা যাবে না। রেরা নোটবন্দীকরণ এবং পণ্য ও পরিষেবা কর আইনের মাধ্যমে স্থাবর সম্পত্তি ক্ষেত্র থেকে কালো টাকার অস্তিত্ব অবসান করেছে।

৫৩

- ৩১টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে 'ল্যান্ড এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি' স্থাপন করা হয়েছে। সারা দেশে ৯১,৫৪৪ রিয়েল এস্টেট প্রকল্প এবং ৬৭,৬৪৯ জন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট রেরার অধীনে নিবন্ধন করেছেন। 'ল্যান্ড এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি' সারা দেশে ৯৭,৭৫৩টি অভিযোগের নিষ্পত্তি করেছে। (পরিসংখ্যান ২০ আগস্ট, ২০২২ অনুসারে)

যথাযথ পুষ্টি

পুষ্টি মিশন সারা ভারতে একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে

যে কোনো দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শিশু, কিশোরী এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীদের যথাযথ পুষ্টির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মানব শরীর যখন খাদ্যের মাধ্যমে সঠিক পুষ্টি পায় না তখন অপুষ্টি দেখা দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশু এবং মহিলাদের অপুষ্টি দেখা যায়। এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের জন্য 'পোষান মিশন' বা পুষ্টি মিশন শুরু করেছিলেন। পোষণ মিশন ২.০ একটি সমন্বিত পুষ্টি কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল। এটি সফল করতে, চলতি অর্থ বছরে ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে।

- জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা ২০১৯-২০২১ অনুযায়ী ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় ৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে বয়সের সাপেক্ষে বিকাশ না হওয়ার হার ৩৮.৪% থেকে কমে ৩৫.৫% হয়েছে। এই শিশুদের উচ্চতার সাপেক্ষে কম ওজনের হার ২১% থেকে কমে ১৯.৩% হয়েছে।
- পোষণ অভিযানের অধীনে ৪০ কোটিরও বেশি জনগণের আন্দোলন-ভিত্তিক কার্যক্রম এবং পোষান ট্র্যাকার অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ১১.৩৮ কোটি সুবিধাভোগীদের পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ১১.২০ লক্ষ স্কুলের মোট ১১.৮০ কোটি শিশু এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে।

৫৪

প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি দরিদ্র মানুষের কাছে 'পুষ্টি' পৌঁছে দেওয়াই সরকারের অগ্রাধিকার। অপুষ্টি এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব দরিদ্র নারী ও দরিদ্র শিশুদের বিকাশে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী।

৫৫

অমরুত - শহুরে বস্তিতে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং নিরাপদ জল নিশ্চিত করা হয়েছে

দেশে নগর পরিকল্পনার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল। এর ফলে শহর এবং মফঃস্বলগুলিতে পরিকল্পনা ছাড়াই, যথাযথ পর্যবেক্ষণ ছাড়া বিভিন্ন নির্মাণ কাজ হয়েছে। শহরাঞ্চলের বস্তিতে জল সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা এবং বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের মতো মৌলিক সুবিধাগুলির অভাব ছিল। নগরাঞ্চলের উন্নয়ন পূর্ণ করার জন্য 'অটল পুনর্নবীকরণ এবং শহরাঞ্চল রূপান্তর মিশন' (অমরুত) ২০১৫ সালের ২৫ জুন চালু করা হয়েছিল।

- এর লক্ষ্য হল পয়ঃনিষ্কাশন ও সেপটিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি করা, শহরের জলের সুরক্ষা করা এবং নদীতে যাতে কোন পয়ঃনিষ্কাশন না মেশে তা নিশ্চিত করা।
- মিশন অমরুত -এর অধীনে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ৭৭,৬৪০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। সারা দেশে ৫০০টি অমরুত শহরে, সর্বজনীন জল সরবরাহের জন্য ১.৩৯ কোটি জলের কল সংযোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং একটি পর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ১.৪৫ কোটি নর্দমা সংযোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন যে বাবাসাহেব আম্বেদকর নগর উন্নয়নে বিশ্বাস করতেন। অসাম্য দূর করার এটি একটি দুর্দান্ত উপায়। স্বচ্ছ ভারত মিশন এবং মিশন অমরুতের পরবর্তী পর্যায়টিও বাবাসাহেবের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

৫৬

চাকরির আবেদনকারীদের দ্বারা স্ব-শংসাপত্রের প্রতি সরকার আস্থা রেখেছে

- দেশে চাকরির জন্য আবেদন করার সময়, আবেদনকারীকে তাঁর সমস্ত শংসাপত্রগুলি একজন গেজেটেড কর্মকর্তার দ্বারা যাচাই করাতে হত। এই কারণে, ভারতের গ্রামাঞ্চল বা অনগ্রসর এলাকায় বসবাসকারী যুবকরা প্রায়শই বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে আবেদন করতে পারতেন না। এই বিষয়টি মাথায় রেখে, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির জন্য শংসাপত্রের স্ব-প্রত্যয়ন অনুমোদন করেছিলেন।
- চাকরির আবেদনের জন্য নথিগুলির স্ব-প্রত্যয়নের অনুমতি দিয়ে শুরু হয়েছিল যাত্রা, পরে ২০১৬ সালের জুন থেকে এই নীতি অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। এখন স্ব-প্রত্যয়িত নথি জমা দেওয়ার পরে নিয়োগপত্র জারি করা হয়।

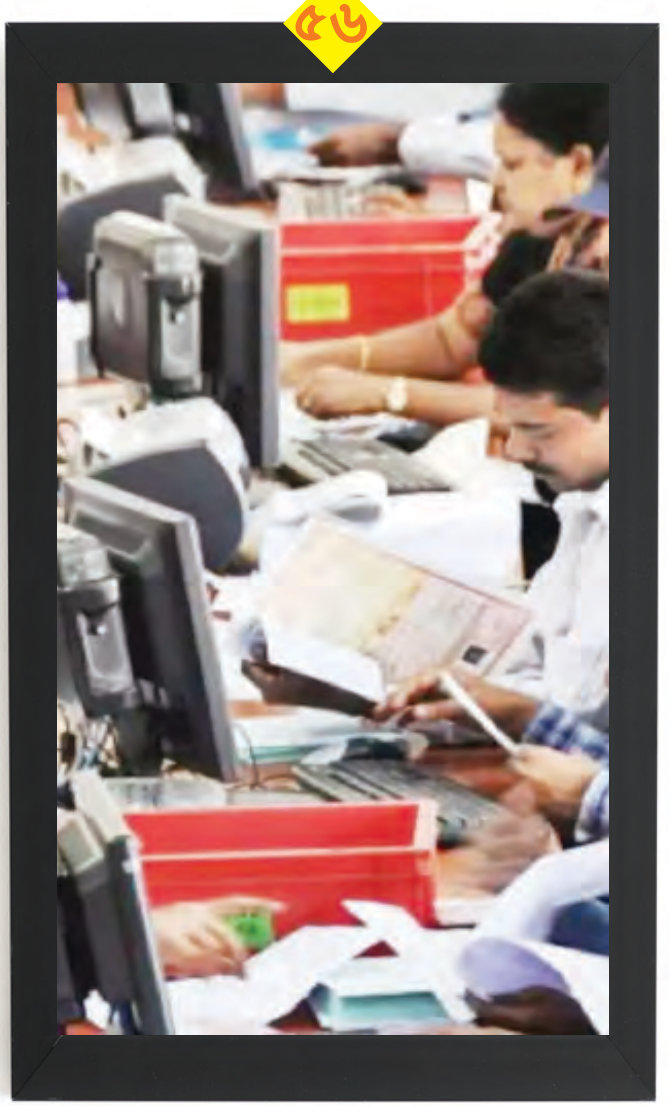

“যখন আমার সরকার স্ব-প্রত্যয়ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তখন অনেকেই এটিকে খুব ছোট সিদ্ধান্ত বলে ভেবেছিলেন। ১২৫ কোটি দেশবাসীর সততার উপর আস্থা রাখার সিদ্ধান্তের চেয়ে বড় সিদ্ধান্ত হতে পারে না।”

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

৫৭

স্বামিত্ব যোজনা

আপনার জমির মালিকানার প্রমাণ

১৭৩০৬৫টি গ্রাম ড্রোন সমীক্ষার আওতায় রয়েছে, ২৮ আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত।

১২৭৫৫৫টি গ্রামের মানচিত্র সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

৪১৩৬৮টি সম্পত্তি কার্ড গ্রামাঞ্চলে বিতরণ করা হয়েছে।

বন্দোবস্ত এবং অধিকার রেকর্ডের জন্য, ৭০ বছর আগে ভারতে গ্রামাঞ্চলে জমির জরিপ করা হয়েছিল, কিন্তু এতে জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ বাদ পড়েছিল। ফলস্বরূপ, মানুষের কাছে সম্পত্তির মালিকানা প্রমাণ করার জন্য কোনও আইনি নথি ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে, জমিগুলি প্রায়শই পারিবারিক বিবাদের কারণ হয়ে উঠত। এই উদ্বেগ দূর করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২১ সালের ২৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী স্বামিত্ব যোজনা চালু করেছিলেন। এর লক্ষ্য হল গ্রামাঞ্চলে জমির রেকর্ড ‘ডিজিটালাইজ’ করা এবং গ্রামবাসীদের সম্পত্তি কার্ড প্রদান করা। ২০২৫ সালের মধ্যে সারা দেশে ৬.৬২ লক্ষ গ্রামে সমীক্ষার কাজ শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা: আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত

স্বাধীনতার ৬৮ বছর পরও দেশের জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশ মানুষ ব্যাংকিং পরিষেবা থেকে দূরে ছিলেন। তাঁদের সঞ্চয়ের কোনো উৎস বা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের কোনো উৎস ছিল না। সরকারি সাহায্যের নামে পাঠানো ভর্তুকি নগদ অর্থে পাঠানো হত, দুর্নীতির ফলে সেই অর্থ গরিবদের কাছে পৌঁছাত না।

৫৮

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে জন ধন যোজনার ঘোষণা করেছিলেন। এটি বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি। ২০১৪ সালের ২৮ আগস্ট এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করার সময়, প্রধানমন্ত্রী একে "দুষ্টচক্র থেকে দরিদ্রদের মুক্তির উৎসব" হিসাবে অভিহিত করেছিলেন।
- বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে প্রথমবার 'জিরো ব্যালেন্স' অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল। স্কিমের অ্যাকাউন্টধারীদের ৫৫ শতাংশেরও বেশি মহিলা।
- ২০১৫ সালের মার্চে সালে, জন ধন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ছিল ১৫ কোটি এবং এখন ৪৬.২৫ কোটি সুবিধাভোগী ব্যাঙ্কে টাকা জমা করেছেন।
- এই অ্যাকাউন্টগুলিতে ১৭৩৯৫৪.০৭ কোটি টাকা জমা রয়েছে। মোট ১.২৬ লক্ষ ব্যাঙ্কমিত্র উপ-পরিষেবা এলাকায় শাখাবিহীন ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদান করছেন।
- ২০১৪ সালের ১৮ আগস্ট সারা দেশে আনুমানিক ১.৫ কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল। একদিনে এতগুলি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা অর্থনৈতিক ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন রেকর্ড।

নন-গেজেটেড পোস্টের জন্য ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে

৫৯

নিম্ন পদের চাকরির ক্ষেত্রে অনেকসময় ইন্টারভিউয়ে দুর্নীতি হল, ফলে চাকরির পরীক্ষায় স্বচ্ছতা লঙ্ঘিত হত। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে মন্ত্রক, সরকারি বিভাগ এবং পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগে গ্রুপ 'বি' (নন-গেজেটেড) এবং সমতুল্য পদের পাশাপাশি গ্রুপ 'ডি' এবং 'সি'-এর জন্য ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া বাতিল করেছে।

- বেশিরভাগ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং রাজ্য সরকারগুলি নিচু স্তরের পদগুলির জন্য ইন্টারভিউ বাদ দিয়েছে।
- শারীরিক ও দক্ষতার পরীক্ষা চলবে।
- নির্দিষ্ট পদের ক্ষেত্রে, যদি কোনো বিভাগ বা মন্ত্রক ইন্টারভিউ বাধ্যতামূলক বলে মনে করে, তাহলে কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগের কোনও আপত্তির প্রয়োজন নেই।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০

শিক্ষাকে আরও সম্প্রসারিত করা হবে

১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতি দেশে কার্যকর ছিল। এই ৩৪ বছরে সারা বিশ্বে শুধুমাত্র কারিগরি ও শিক্ষাগতভাবে নয়, জীবনযাত্রার পদ্ধতিতেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এই কারণেই ভারত সরকার ২০২০ সালের ২৯ জুলাই জাতীয় শিক্ষা নীতি- ২০২০ ঘোষণা করেছে, যাতে দেশের তরুণতরুণীদের বুদ্ধি, বিকাশ এবং উদ্ভাবন, শিক্ষা সম্পর্কিত দৃঢ় নীতিগুলির সাথে এক নতুন ভবিষ্যত গড়ে তুলতে সহায়তা করা হয়।

৬০

- একটি বৃহৎ শিক্ষামূলক পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলছে যার জন্য নতুন কলেজ, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন আইআইটি, নতুন আইআইএম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে ভারতীয় মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা দিয়ে সজ্জিত করে ভারতকে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২২-২০২৩ সালের জন্য শিক্ষা মন্ত্রকের বাজেটে এক লক্ষ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করেছে যা স্বাধীনতার পর থেকে সর্বোচ্চ বরাদ্দ।

৬১ হ্যাকাথন: উদ্ভাবকরা ‘জয় অনুসন্ধান’ স্লোগান তুলেছেন

২০২২ সালের ২৫ আগস্ট ‘স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন-২০২২ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন যে স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন জনগণের অংশগ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। উদ্ভাবকরা বৃহৎ সংকল্পগুলি পূরণ করার জন্য ‘জয় অনুসন্ধান’ মন্ত্রকে সঙ্গী করেছেন। আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছেন তাঁরা।

- স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথনের পঞ্চম অধিবেশনে ২৯০০টিরও বেশি বিদ্যালয় এবং ২২০০টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ৫৩টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের ৪৭৬টি সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। এই হ্যাকাথন আয়োজনের পিছনে একটি উদ্দেশ্য হল যে তরুণ উদ্ভাবক যারা সারা দেশ থেকে এখানে এসেছেন তাঁদের অবশ্যই সমস্যা, সমস্যার কারণগুলি বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং সরকার যে সমস্যাটি সমাধান করতে চায় তা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে বের করতে হবে। ছাত্র, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সহযোগিতার এই চেতনা এবং সকলের প্রচেষ্টার এই চেতনা উন্নত ভারত গড়ার জন্য অপরিহার্য। দেশে উদ্ভাবনের চেতনাকে উৎসাহিত করার জন্য ২০১৭ সালে স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন চালু করা হয়েছিল। এই বছর, ‘স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন- জুনিয়র’কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্ভাবনী মনোভাব গড়ে তুলতে এবং সমস্যা সমাধানের পদ্ধতির বিকাশের জন্য একটি পাইলট প্রকল্প হিসাবে চালু করা হয়েছে।

৬২

উত্তর-পূর্বাঞ্চল গত আট বছরে অভূতপূর্ব উন্নয়নের সাক্ষী হয়েছে। অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করার উপর অভিনিবেশ করা হয়েছে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

উত্তরপূর্ব: উন্নয়নের নতুন ইঞ্জিন

এই প্রথমবার উত্তর-পূর্বের সব রাজ্যের রাজধানীগুলি রেল মানচিত্রে যুক্ত হতে চলেছে। আসাম, অরুণাচল প্রদেশ এবং ত্রিপুরার রাজধানীগুলি একটি ব্রডগেজ রেল নেটওয়ার্ক দ্বারা সংযুক্ত। নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর, সিকিম এবং মেঘালয়ের রাজধানীগুলির জন্য রেল নেটওয়ার্কের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

- উত্তর-পূর্বে শান্তি ও উন্নয়নের একটি নতুন যুগ এসেছে। আফস্পা-এর অধীনে অশান্ত এলাকার সংখ্যা হ্রাস হয়েছে। ২০১৫ সালে ত্রিপুরা এবং ২০১৮ সালে মেঘালয় থেকে আফস্পা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এছাড়াও আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচল প্রদেশ থেকে আংশিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
- উত্তর-পূর্বে কয়েক দশকের পুরনো বিরোধ মিটেছে; প্রায় ৭০০০ বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করেছে। ঐতিহাসিক কার্বি আলং চুক্তি (২০২১) স্বাক্ষরের ফলে আসামের এক দশকের পুরনো সমস্যার অবসান ঘটল। এনএসসিএন (আইএম)-এর সঙ্গে ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি এবং অন্যান্য নাগা সংগঠনগুলির সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল।
- ব্রু-রিয়াং অ্যাকর্ড (২০২০): ত্রিপুরায় ৩৭,০০০ ব্রু অভিবাসীর পুনর্বাসন সম্ভব হয়েছে।
- আসামে ২১টি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, এবং গুয়াহাটিতে এমস প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

৬৩

পূর্বোদয় মন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব ভারতের উন্নয়ন

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন হোক বা সামাজিক সংস্কার, পূর্ব ভারত সমগ্র ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছে। পূর্ব ভারত অসীম সুযোগের দেশ। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও; দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় এই অঞ্চলটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পিছিয়ে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব ভারতের উন্নয়নে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই অঙ্গীকারের আওতায় অনেক কাজ করা হচ্ছে।

- পূর্ব ভারতের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে ধর্মেন্দ্র প্রধান, তৎকালীন পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস এবং ইস্পাত মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় ২০২০ সালের ১১ জানুয়ারি পূর্বোদয়া: একটি ইন্টিগ্রেটেড স্টিল হাব চালু করেছিলেন।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পূর্ব ভারতের উন্নয়ন অভূতপূর্ব মনোযোগ পেয়েছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলার প্রায় অর্ধেকই এই অঞ্চলে, যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নতুন কেন্দ্র হয়ে উঠছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রচেষ্টায় পূর্ব ভারত একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে।
- দক্ষ মানব সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য এবং উচ্চাকাঙ্খী জনসংখ্যার জন্য পূর্ব ভারত একটি প্রযুক্তি-সক্ষম উৎপাদন পরিবেশ তৈরি করতে প্রস্তুত। ২০২০ সালের ২৯ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন ভাউপুর-নতুন খুর্জা সেকশনের অপারেশন কন্ট্রোল সেন্টার এবং ইস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর উদ্বোধন করেন।

৬৪

পরিবেশ

প্রাণী-প্রকৃতি সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখে

“আমাদের দেশ যে প্রকৃতির পুজো করে, জৈব জ্বালানি প্রকৃতি রক্ষার প্রতিশব্দ। আমাদের কাছে জৈব জ্বালানির অর্থ হল যে জ্বালানি সবুজ এনে দেয়, যে জ্বালানি পরিবেশকে রক্ষা করে।”

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

উন্নয়ন এবং পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বনাঞ্চল বৃদ্ধি হোক বা বাঘ-সিংহ-এক শিংওয়ালা গন্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি, পেট্রোলে ইথানল মিশ্রন, নবায়নযোগ্য শক্তি, বা পুরানো যানবাহন বাতিলের নীতি, বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহার বৃদ্ধি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার পরিবেশ রক্ষায় বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

নবায়নযোগ্য শক্তি

আমাদের দেশ ১১৪.০৭ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষমতা স্থাপন করেছে, যার মধ্যে বড় জলপ্রকল্প অন্তর্ভুক্ত নয়। উপরন্তু, মোট ৬০.৬৬ গিগাওয়াট ক্ষমতার নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পগুলি উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। দেশে ইনস্টল করা সৌরবিদ্যুতের ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, ২০১৪-১৫ সালে যা ২.৬৩ গিগাওয়াট ছিল এখন তা বেড়ে ৫৭.৭১ গিগাওয়াট হয়েছে।

ইথানল মিশ্রণ

ভারতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পেট্রোলে ১.৫% ইথানল মিশ্রণ করা হত। ১০% মিশ্রণের লক্ষ্যমাত্রা এখন পূরণ করা হয়েছে। পেট্রোলে ২০% ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্য পূর্বে ২০৩০ সালের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে তা ২০২৫ সাল করা হয়। এবং এখন লক্ষ্য হল ২০২৩ সালের ১ এপ্রিল কিছু পেট্রোল পাম্পে ২০% ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল সরবরাহ করা। প্রায় আট বছরে, শুধুমাত্র ১০% ইথানল মিশ্রণে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে।

বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য ফেম ইন্ডিয়া স্কিম

জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা এবং যানবাহনের কার্বন নির্গমন কমাতে হাইব্রিড এবং বৈদ্যুতিক যানবাহন দ্রুত গ্রহণের জন্য ‘ফেম ইন্ডিয়া’ প্রোগ্রামটি ২০১৫ সালে চালু করা হয়েছিল। এখন ফেম ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় ধাপটি ২০১৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে ৫ বছরের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার ব্যয়ের বিধানের সঙ্গে কার্যকর রয়েছে। ২০২২ সালের আগস্ট পর্যন্ত প্রায় ১৪ লক্ষ বৈদ্যুতিক গাড়ি নিবন্ধিত হয়েছে। ২০২২ সালের বাজেটে একটি ঘোষণা অনুযায়ী ‘দ্য ব্যুরো অফ এনার্জি এফিসিয়েন্সি’ ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের প্রধান ৯টি শহরে ৪৬ হাজার পাবলিক চার্জিং স্টেশন স্থাপন করবে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০০টি চার্জিং স্টেশন গড়ে তোলা হয়েছে।

বাঘের সংখ্যা বেড়েছে

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে, তামিলনাড়ুর শ্রীভিলিপুত্তুর মেগামালাই টাইগার রিজার্ভকে দেশের ৫১তম বাঘ সংরক্ষণ এলাকা হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল। প্রতি চার বছর অন্তর সংগঠিত একটি অনুমান অনুসারে, ২০১৪ সালে দেশে ২২২৬টি বাঘ ছিল, যা ২০১৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ২৯৬৭ হয়েছে। বিশ্বের ৭০% বাঘের বাস ভারতে।

যানবাহন স্ক্র্যাপিং নীতি

পুরাতন, অযোগ্য, দূষণ সৃষ্টিকারী যানবাহনগুলিকে ধীরে ধীরে অপসারণের জন্য স্ক্র্যাপিং নীতি কার্যকর করা হয়েছে। পুরানো যানবাহন নতুন যানবাহনের তুলনায় প্রায় দশগুণ বেশি দূষণ নির্গত করে। পুরাতন গাড়ি জমা দেওয়ার সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে মোটরযান কর অব্যাহতি দেওয়াও শুরু হয়েছে।

৬৫

প্রকৃতির সুরক্ষার জন্য পরিবেশ বান্ধব জীবনধারা

- গত বছর গ্লাসগোয় সিওপি-২৬ বৈঠকের সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'লাইফ' বা পরিবেশের জন্য জীবনধারা, অর্থাৎ, পরিবেশ বান্ধব জীবনধারার কথা বলেছিলেন। সমগ্র বিশ্ব ভারতের এই ভাবনার প্রশংসা করেছিল। ভারত রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বে পরিবেশ বান্ধব জীবনধারা গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে।
- এই প্রচার অভিযানের দৃষ্টিভঙ্গি হল এমন একটি জীবনধারা মেনে চলা যা আমাদের গ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। যারা এমন জীবনযাপন করে তাদের বলা হয় 'প্রো-প্ল্যানেট পিপল'।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বছর ৫ জুন 'লাইফ গ্লোবাল মুভমেন্ট' চালু করেছিলেন যাতে সারা বিশ্বের মানুষ, সম্প্রদায় এবং সংস্থাগুলিকে পরিবেশ সচেতন জীবনধারা গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করা যায়।

> "মিশন লাইফ অতীত থেকে শেখে, বর্তমানে কাজ করে এবং ভবিষ্যতের প্রতি মনোনিবেশ করে।"
> - নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

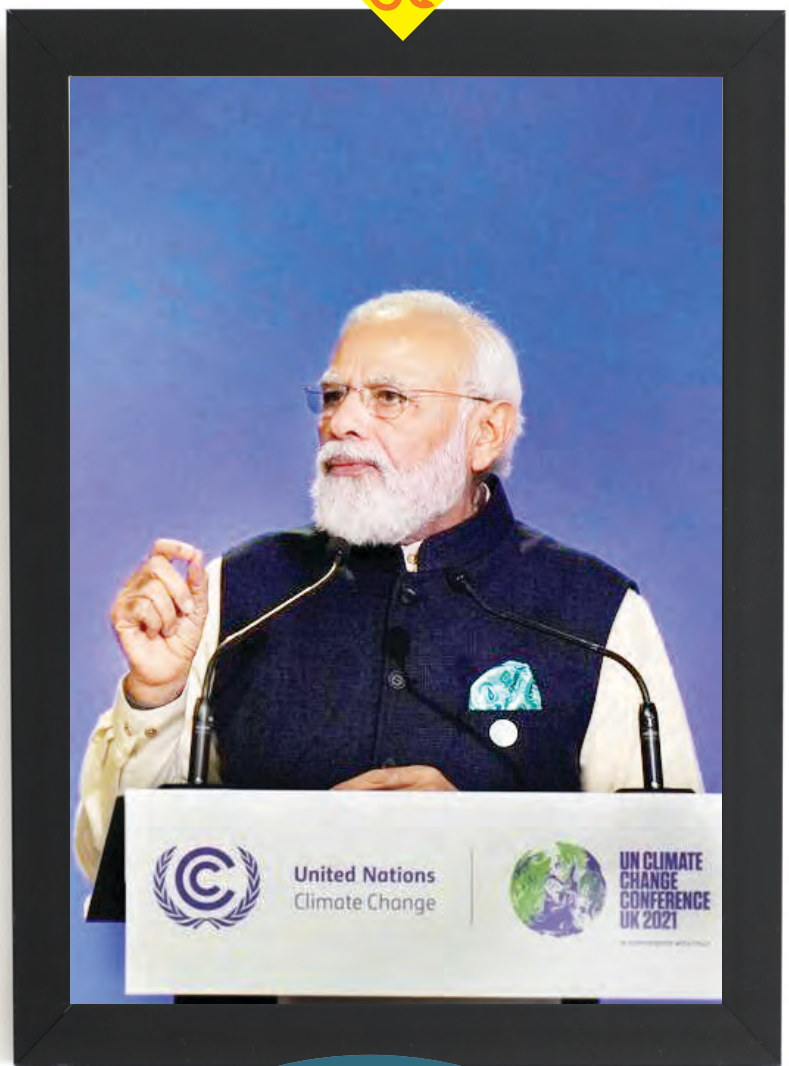

৬৬

২০৭০ সালের মধ্যে ভারত নেট-শূন্য কার্বন নির্গমন অর্জন করবে

২০৭০ সালের মধ্যে ভারত নেট শূন্য কার্বন নির্গমনে পৌঁছে যাবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২১ সালের নভেম্বরে গ্লাসগোয় একথা ঘোষণা করেছিলেন। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে সিওপি২৬-এর মঞ্চে তিনি সার বিশ্বকে পঞ্চামৃত মন্ত্র দিয়েছিলেন।

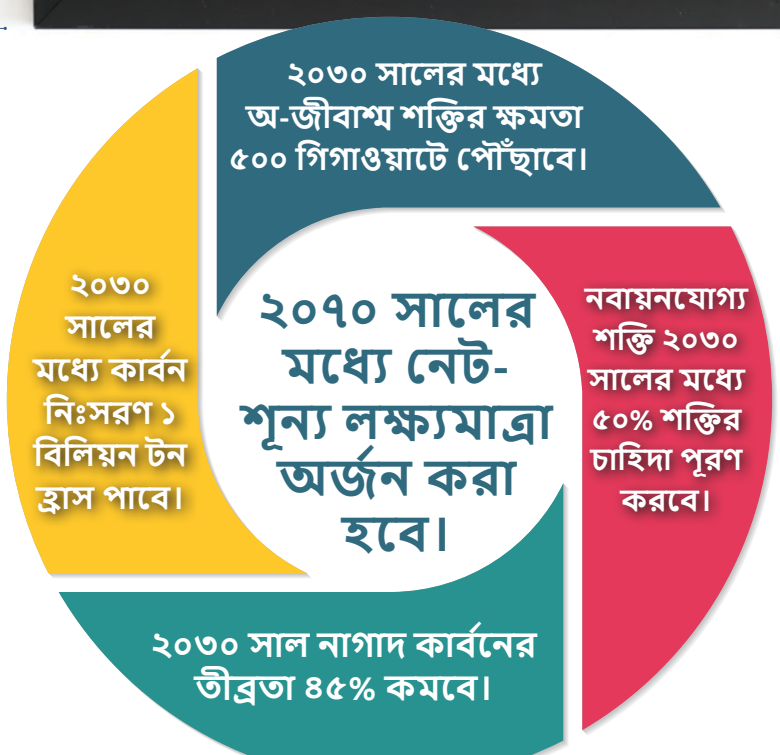

৬৭

বিশ্বের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন সমুদ্র সৈকত-এর মধ্যে ভারতের দশটি সমুদ্র সৈকত রয়েছে

সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে সমুদ্র সৈকত পরিবেশ ও সৌন্দর্য ব্যবস্থাপনা সেবা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর অধীনে, 'ব্লু ফ্ল্যাগ বিচ' শংসাপত্রের জন্য সৈকতে দূষণ হ্রাস, সৌন্দর্যায়ন, সুরক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ পরিষেবাগুলির উপর নজর দেওয়া হবে। এর প্রভাবে ভারতের ১০টি সৈকত বিশ্বের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন সৈকতের তালিকায় স্থান পেয়েছে। এটি একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইকো-লেবেল।

৬৮

ভারত: একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক থেকে মুক্ত

- একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক-মুক্ত ভারত অভিযানের প্রতি বলিষ্ঠ বার্তা দিতে ২০১৯ সালের অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাবালিপুরমের সমুদ্র সৈকতে ছড়িয়ে থাকা একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক বর্জ্য তুলেছিলেন। ৪০% থেকে ৯৬% প্লাস্টিক বর্জ্য দূষণ সমুদ্র সৈকতে ঘটে।
- স্বচ্ছ ভারত অভিযান ২.০-তে শুধুমাত্র একক ব্যবহারের প্লাস্টিক নির্মূল করার সংকল্পই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশোধনী বিধিমালা, ২০২১-এর বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ১ জুলাই, ২০২২ থেকে একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক পণ্যগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতে এই ধরনের দ্রব্য রয়েছে যেগুলির সামান্য উপযোগিতা আছে কিন্তু আবর্জনাও সৃষ্টি করে। পরিবেশ মন্ত্রক ইতিমধ্যেই গত বছর ৭৫ মাইক্রনের কম পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করেছিল। মন্ত্রক ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে দেশে ১২০ মাইক্রনের কম পুরুত্বের প্লাস্টিকের ব্যাগগুলিও বন্ধ করবে।

দেশের শীর্ষ ১০টি সমুদ্র সৈকত

● শিবরাজপুর, দেবভূমি দ্বারকা গুজরাত ● ঘোঘলা, দাদরা নগর হাভেলি, দমন ও দিউ ● পাদুবিদ্রি, উদুপি জেলা, কর্ণাটক ● কর্ণাটকের কাসারকোড ● কেরালার কোভালাম ● কাপ্পাড, কেরালা ● ইডেন, পুদুচেরি ● ঋষিকোন্ডা, অন্ধ্রপ্রদেশ ● গোল্ডেন বিচ, ওড়িশা ● রাধা নগর, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

"প্লাস্টিকের কারণে পাহাড়ে যে ক্ষতি হচ্ছে সে বিষয়েও আমাদের সরকার সতর্ক রয়েছে। একক-ব্যবহারের প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অভিযানের পাশাপাশি আমাদের সরকার প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়েও কাজ করছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

৬৯

নমামি গঙ্গে...

গঙ্গা নদীকে পরিচ্ছন্ন ও পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ

- ভারতীয় জনজীবনে গঙ্গা নদীর শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নেই, দেশের ৪০% জনসংখ্যা গঙ্গা নদীর উপর নির্ভরশীল।
- ২০১৪ সালে, নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়্যার গার্ডেনে ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, "যদি আমরা গঙ্গা নদী পরিষ্কার করতে সক্ষম হই, তবে এটি দেশের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ মানুষকে উপকৃত করবে।"
- নমামি গঙ্গে মিশন ২০১৪ সালের জুন মাসে চালু করা হয়েছিল। ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত ৩০,৮৫৩ কোটি টাকার আনুমানিক ব্যয় সহ ৩৬৪টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ১৮৩টি চালু করা হয়েছে।
- ২০১৪ সালে দিন প্রতি ১৩০৫ মেগালিটার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ছিল, যা ২০২২ সালে বেড়ে দিন প্রতি ২৪০৭ মেগালিটার হয়েছে। নমামি গঙ্গে মিশন ২০২৬ সাল পর্যন্ত অনুমোদিত হয়েছে।

৭০

জাতীয় হাইড্রোজেন মিশন

সারা বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে লড়াই করছে। সেই কারণে বিশ্ব এখন শক্তির বিকল্প উৎসের দিকে তাকিয়ে আছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি সমৃদ্ধশালী দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট জাতীয় হাইড্রোজেন মিশনের ঘোষণা করেছিলেন।

- এ নীতি বাস্তবায়ন হলে দেশের সাধারণ মানুষ বিশুদ্ধ জ্বালানি পাবে। এটি জীবাশ্ম জ্বালানির পাশাপাশি অপরিশোধিত তেল আমদানির উপর নির্ভরতা হ্রাস করবে। এটি ভারতকে সবুজ হাইড্রোজেন এবং সবুজ অ্যামোনিয়ার রফতানি কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যও রাখে। এই নীতি নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনকে উৎসাহিত করে।
- সরকার সারা দেশে গ্যাস পাইপলাইন অবকাঠামো সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করেছে এবং স্মার্ট গ্রিড প্রবর্তন-সহ পাওয়ার গ্রিডে সংস্কারের প্রস্তাব করেছে।

সাধারণ মানুষের পদ্ম পুরস্কার

কেউ খালি পায়ে, কেউ ধুতি পরিধান করে রাষ্ট্রপতি ভবনে পদ্ম পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। এটি নতুন ভারতের ছবি, যেখানে পদ্ম পুরস্কার এখন শুধু 'বিশেষ' নয়, প্রতিভাসম্পন্ন 'সাধারণ মানুষ' কেও দেওয়া হয়। প্রথমবারের মতো, প্রধানমন্ত্রী নিজে টুইটারে প্রতিভাবান এবং অপরিচিত ব্যক্তিদের মনোনয়নের আবেদন করতে দেখেছেন। এটি পদ্ম পুরস্কারকে 'জনতার পদ্ম' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃঢ়সংকল্প প্রদর্শন করে।

- ২০১৭ সালের পদ্ম পুরস্কারে প্রথমবার সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করতে পেরেছিল। এই নিয়মের জন্য সারা দেশ ৭০ বছর ধরে অপেক্ষা করছিল। এর মাধ্যমে পদ্ম পুরস্কারের মনোনয়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ করা হয়েছে।
- পদ্ম পুরস্কারের জন্য একটি বিশেষ ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছিল এবং ২০১৬ সালে অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছিল। এই পুরস্কারগুলির জুরিতে সমাজের সর্বস্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনবদ্য কাজ করেছেন। ২০১৭ সালে পদ্ম পুরস্কারের জন্য, আনুমানিক ২২০০ জন আবেদন করেছিলেন, অন্যদিকে ২০২০ সালে পদ্ম পুরস্কারের জন্য ৪৬,০০০ জন মনোনয়ন দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে ২০২২ সালের পদ্ম পুরস্কারের জন্য আবেদন করেছেন প্রায় ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার মানুষ।

অপরিচিত বীরদের স্বীকৃতি

ভারতের ইতিহাস রয়েছে ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যে, লোকগানের মধ্যে, লোককাহিনীর মধ্যে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নাগরিকরা সেই ইতিহাস, ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন। ভারতের ইতিহাসে এমন অনেক বীর সংগ্রামী আছেন যারা মাতৃভূমির রক্ষায় তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সেই মহান বীররা দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি, সম্মান থেকে বঞ্চিত ছিলেন। ২০১৪ সালের পর, দেশের প্রকৃত নায়কদের সম্মানিত করার রীতি শুরু হয়।

স্ট্যাচু অফ ইউনিটি.....

ভারতের লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গুজরাতের কেভাদিয়ায় 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি' নির্মিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৩ সালে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় তিনি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু (৬০০ ফুট) মূর্তিটির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

বাবাসাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা

স্বাধীনতার পর, আধুনিক ভারতের অন্যতম স্থপতি ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরের তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি পায়নি। এই ঐতিহাসিক ভুল সংশোধনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 'পঞ্চতীর্থ' আকারে বাবাসাহেবের জীবনের সঙ্গে যুক্ত স্থান তৈরি করেছে। বাবাসাহেবের সম্মানে, ২৬শে নভেম্বর দিনটিকে 'সংবিধান দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু

আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫ তম বার্ষিকীতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লায় তেরঙ্গা উত্তোলন করেছিলেন। নেতাজির পরিবারের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হয় যখন গোপনীয় তালিকা থেকে নেতাজি সম্পর্কিত বেশিরভাগ ফাইল বাদ দেওয়া হয়। ইন্ডিয়া গেটে নেতাজির মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে।

বীরদের স্যালুট

বীর সাভারকর, মহারাজা সুহেলদেব, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, দীনবন্ধু স্যার ছোটু রাম এবং এমন অনেক বীর, যাদের অবদান ভারত কখনও ভুলবে না, তাঁদের উত্তরাধিকার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।

"ইতিহাস রচনার নামে যারা ইতিহাসের কারসাজি করেছে তাঁদের ভুল সংশোধন করছে আজকের ভারত। দেশকে ভুল থেকে মুক্ত করা হচ্ছে।"

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

৭৩

রাম মন্দির

রাম জন্মভূমির পুনর্নির্মাণে শতাব্দী প্রাচীন বিবাদের অবসান

অযোধ্যায় বিশ্বমানের পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে। এই মন্দির তৈরি হলে শুধু অযোধ্যার জাঁকজমকই বাড়বে না, বদলে যাবে এই অঞ্চলের পুরো অর্থনীতি। প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হবে, এবং সারা বিশ্বের মানুষ এখানে আসবে। অযোধ্যাকে একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র, একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র এবং একটি সুস্থায়ী উন্নয়ন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

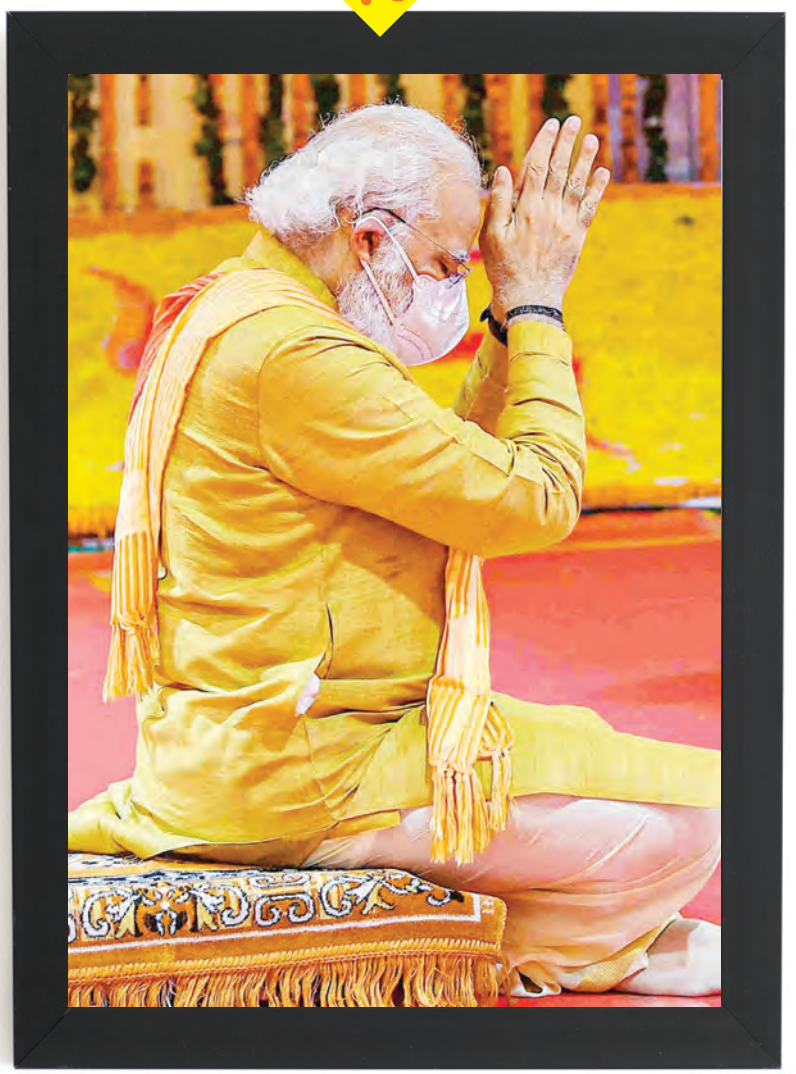

- ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের এই মামলার রায়দান করে। পুরো জমিটি রামলালা বিরাজমানকে হস্তান্তর করা হয়েছিল। এর ফলে ৪৯৯ বছরের পুরোনো বিরোধের সমাপ্তি হয়েছিল।
- ২০২০ সালের ৫ আগস্ট ভারতের উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত অযোধ্যা শহরে রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। এখন একটি বিশাল রাম মন্দির তৈরির কাজ চলছে। ভিত্তি স্থাপনের জন্য সারা বিশ্ব থেকে পবিত্র মাটি সংগ্রহ করা হয়েছে।

৭৪

ডেরা বাবা নানক- কর্তারপুর করিডোর

কর্তারপুর সাহেব করিডোরটি ২০১৯ সালের অক্টোবরে ডেরা বাবা নানক থেকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ত আধুনিক সুবিধা সহ একটি সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প হিসাবে নির্মিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর এই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকার শিখদের পবিত্রতম তীর্থস্থান কর্তারপুর করিডরের দাবি পূরণ করেছে।

- ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে অমৃতসর থেকে ডেরা বাবা নানকের সাথে সংযোগকারী গুরুদাসপুর হাইওয়েতে একটি ৪.২ কিলোমিটার দীর্ঘ চার-লেনের রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল।
- ১৫ একর জমির ওপর নির্মিত হয়েছে অত্যাধুনিক যাত্রী টার্মিনাল ভবন। ভবনটি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। প্রতিদিন প্রায় ৫০০০ তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ৫০টিরও বেশি ইমিগ্রেশন কাউন্টার স্থাপন করা হয়েছে। কিয়স্ক, শৌচাগার, বাচ্চাদের পরিচর্যা ঘর, বেবিসিটিং, প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা, প্রার্থনা কক্ষ এবং স্ন্যাক কাউন্টারের মতো প্রয়োজনীয় গণ সুবিধাগুলি মূল ভবনের অভ্যন্তরে উপলব্ধ রয়েছে।
- সিসিটিভি নজরদারি এবং একটি পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম সহ শক্তিশালী নিরাপত্তা পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কেদারনাথ ধাম

পুনর্গঠন

২০১৩ সালে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে, কেদারনাথ ধাম ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার এখন কেদারনাথ ধামে সংস্কারের কাজ করেছে।

- কেদারনাথে সম্পূর্ণ হওয়া অবকাঠামো প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে সরস্বতী আস্থা পথ এবং ঘাটের চারপাশে নিরাপত্তা প্রাচীর, মন্দাকিনী আস্থা পথ, তীর্থ পুরোহিত গৃহ, এবং মন্দাকিনী নদীর উপর গরুড় চটি সেতু। এই প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করতে ১৩০ কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়েছে।
- শ্রী আদি শঙ্করাচার্যের সমাধি, যা ২০১৩ সালের বন্যায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, পুনঃনির্মাণ করা হয়েছিল।
- চিকিৎসা ও পর্যটন সুবিধা কেন্দ্র, প্রশাসনিক কার্যালয় এবং হাসপাতাল, দুটি গেস্ট হাউস, পুলিশ স্টেশন, কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার, মন্দাকিনী আস্থা পথ সারি ব্যবস্থাপনা এবং বৃষ্টিতে আশ্রয়স্থল এবং সরস্বতী নাগরিক সুবিধা ভবন-সহ মোট ১৮০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের কিছু প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

৭৬ সোমনাথ মন্দিরের পুনরুদ্ধার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমনাথ সমুদ্র দর্শন পথ, সোমনাথ প্রদর্শনী কেন্দ্র এবং পুরাতন (জুনা) সোমনাথের সংস্কার করা মন্দির কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেছিলেন ২০২১ সালের ২০ আগস্ট। অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী পার্বতী মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন।

- জুনা সোমনাথ মন্দির কমপ্লেক্সের উন্নয়নে প্রবেশাধিকার র‍্যাম্প, উঠান, তীর্থযাত্রীদের বসার ব্যবস্থা, ১৫টি দোকান, লিফট এবং দুটি বড় হল রয়েছে। শ্রী সোমনাথ ট্রাস্ট এই প্রকল্পে ৩.৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে।
- পর্যটন মন্ত্রক ২০১৭ সালের মার্চ মাসে গুজরাতের সোমনাথে তীর্থযাত্রা সুবিধার উন্নয়নের জন্য 'প্রসাদ' প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে ৪৫.৩৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদান, যেমন 'পার্কিং এরিয়া ডেভেলপমেন্ট','ট্যুরিস্ট ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার' এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ২০২০ সালের জুলাই মাসে সম্পূর্ণ হয়েছিল।
- সোমনাথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের "প্রসাদ" প্রকল্পের অধীনে সমুদ্র দর্শন পথ তৈরি করা হয়েছে।
- ২০২২ সালের ২১ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমনাথ সার্কিট হাউসের উদ্বোধন করেছিলেন। এই কাঠামোটি এমনভাবে নকশা করা হয়েছে যাতে অতিথিরা 'সমুদ্রের দৃশ্য' দেখতে পারেন। অর্থাৎ তীর্থযাত্রীরা তাঁদের ঘরে থেকে সমুদ্রের রূপ এবং সোমনাথের চূড়া দেখতে পাবেন।

কাশী করিডোর

একটা সময় ছিল যখন বারাণসীর পরিকাঠামো নিয়ে বলা হত এই শহরের কিছুই হবে না। প্রাচীন এই শহরের নগর পরিকল্পনাও প্রাচীন ছিল। ফলে সাধারণ মানুষের ভিড়, যানজট নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে উঠেছিল। এমনকি কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের চারপাশে হাঁটাও কঠিন ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হন এবং ২০১৯ সালের মার্চ মাসে কাশী বিশ্বনাথ করিডরের ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

কাশী বিশ্বনাথ ধামের পুনরুদ্ধার করা হয়েছে

- প্রাচীন মন্দিরের আসল রূপ ধরে রেখে করিডোরটি ৫ লক্ষ ২৭ হাজার বর্গফুটের বেশি জায়গার উপর নির্মিত হয়েছে। আগে মন্দিরের আয়তন ছিল মাত্র কয়েক হাজার বর্গফুট। এখন ৫০-৭৫ হাজার ভক্ত মন্দির এবং এর ময়দান পরিদর্শন করতে পারেন। অর্থাৎ প্রথমে মা গঙ্গার দর্শন, তারপর স্নান, তারপর বিশ্বনাথধামে চলে যেতে পারবেন।

“

কাশী সর্বদা সজীব ও গতিশীল। কাশী এখন পুরো দেশের সামনে এমন এক দৃশ্য উপস্থাপন করেছে যাতে ঐতিহ্য এবং উন্নয়ন উভয়ই রয়েছে। কাশী এমন একটি শহর যার ইতিহাস, উত্তরাধিকার, সংস্কৃতি চিরকাল বজায় থাকবে। রেলস্টেশন থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত রাস্তা, পুকুর, ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। কাশী অবিরাম উন্নয়নের শহর।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

৭৮

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ

ভারত তার ভবিষ্যৎকালকে সংজ্ঞায়িত করতে এবং সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইতিহাস পড়ার মন্ত্রকে আত্মস্থ করছে। এর ফলে বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম দেশের গৌরবময় অতীত সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে।

- **প্রধানমন্ত্রী সংগ্রহালয়:** ২০২২ সালের ১৪ এপ্রিল নতুন দিল্লির তিন মূর্তি কমপ্লেক্সে এই ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সংগ্রহালয়ে ৪৩টি গ্যালারি রয়েছে যা স্বাধীনতা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশের সকল প্রধানমন্ত্রীর অবদান তুলে ধরে এবং দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় তাঁরা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেই সম্পর্কেও অবহিত করে।
- **ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল** নয়াদিল্লিতে অবস্থিত। চূড়ান্ত আত্মত্যাগকারী সৈন্যদের স্মরণে এটি নির্মিত হয়েছিল। অমর জওয়ান জ্যোতি এখন এখানে প্রজ্জ্বলিত।
- **ন্যাশনাল পুলিশ মেমোরিয়াল** নয়াদিল্লিতে অবস্থিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৮ সালের ২১ অক্টোবর পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনীর প্রতি এই জাতীয় স্মৃতিসৌধটি উৎসর্গ করেছেন।
- **জালিয়ানওয়ালা বাগ স্মৃতিসৌধ:** বর্তমান সরকার জালিয়ানওয়ালাবাগ কমপ্লেক্সের পুনর্নির্মাণ এবং স্মৃতি গ্যালারি উদ্বোধন করেছে।
- **বিপ্লবী ভারত গ্যালারি:** কলকাতায় অবস্থিত এই গ্যালারিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবীদের জীবন কাহিনি আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। এখানে ভারতের স্বাধীনতায় আজাদ হিন্দ ফৌজের অবদানকে উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- **ঝাড়খণ্ডে বিরসা মুন্ডা আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগ্রহালয়ের** উন্মোচন করা হয়েছে। গুজরাতের নর্মদা জেলায় দেশের 'জাতীয় আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগ্রহালয়' তৈরি করা হচ্ছে, সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসীদের অবদান ষোলটি গ্যালারির মাধ্যমে তুলে ধরা হবে।

৭৯

উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা: অবহেলিত জেলাগুলিকে মূলধারায় আনার উদ্যোগ

- জীবনে মানুষ তার আকাঙ্ক্ষা অর্জনের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে, তাঁরা সাফল্যও অর্জন করেন। কিন্তু অন্যের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন পূরণ করাই যখন নিজের সাফল্যের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই কর্তব্য পথ ইতিহাস সৃষ্টি করে। ২০১৮ সালে শুরু হওয়া দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলিতে উন্নয়নের কারণে একই রকম ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে।
- সারাদেশে ১১২টি উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন-সহ ৪৯টি পরিমাপে পিছিয়ে ছিল। কর্মসূচির সূচনা থেকেই নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উন্নতি দৃশ্যমান হয়েছে। প্রতি মাসে স্কিমের অগ্রগতির ভিত্তিতে স্থান দেওয়া হয়। এর ফলে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি পায়।

গতি এবং সুবিধার শর্তে ভারতীয় রেলওয়ের অগ্রগতি

৮০

আরআরটিএস

একইভাবে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে একটি যৌথ অংশীদারিত্ব হল 'রাপিড রেল প্রকল্প', প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠনের সময় এই প্রকল্পের গতি বৃদ্ধি পায়। দিল্লি-মিরাট প্রথম লাইনে সম্পূর্ণ গতিতে কাজ চলছে- যা ২০২৫ সালের জুনে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

> "'মেক ইন ইন্ডিয়া'র অধীনে ভারতীয় রেলওয়ে পণ্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস দ্বারা রেলের রূপান্তর এবং দ্রুত চলমান ট্রেনের জন্য রেলপথ প্রস্তুত করার কাজটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।"
>
> - নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী।

- গতি এবং সুবিধার দিক থেকে দেশীয় বন্দে ভারত ট্রেন ভারতীয় রেলের সেরা ট্রেন। বর্তমানে বন্দে ভারত ট্রেন দুটি রুটে চলছে- নয়াদিল্লি থেকে বারাণসী এবং নয়াদিল্লি থেকে বৈষ্ণো দেবী।
- সরকার ২০২৩ সালের আগস্টের মধ্যে ৭৫টি বন্দে ভারত ট্রেন এবং পরবর্তী তিন বছরে ৪০০টি ট্রেন চালানোর লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। বর্তমানে, বন্দে ভারত ট্রেনের গতি ১৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা, এর উন্নত সংস্করণ শীঘ্রই আসছে, এর গতি হবে ১৮০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা।
- তৃতীয় আপগ্রেড সংস্করণটি ২২০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় চলবে। বগি তৈরির প্রক্রিয়া চলছে।

৮১ রাস্তাগুলো নিরাপদ হয়ে উঠেছে

দেশে সড়ক দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুর সংখ্যা কমানোর জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সালে পুরানো মোটর যান আইনে বেশ কয়েকটি সংশোধন করেছে। নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা দশ গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। যানবাহনের সংঘর্ষে যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে চালকদের জন্য এবং সহ-চালকদের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যানবাহন এবং যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য ২০২২ সালের অক্টোবরের পরে তৈরি প্রতিটি গাড়িতে দুটি সাইড এয়ারব্যাগ এবং দুটি কার্টেন এয়ারব্যাগ থাকা বাধ্যতামূলক।

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনকালে সচেতনতা প্রচার, উন্নত প্রকৌশল, সড়কে যাত্রী চলাচল নিরাপদ করার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা হয়েছে। সেই কারণে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা ৫৪ গুণ কমেছে

১৯৭০	৮১৪	প্রতি ১০ হাজার যানবাহনে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা
১৯৮০	৩৩৯	
১৯৯০	১৪৮	
২০০০	৮০	
২০১০	৩৯	
২০২০	১৫	

পিএম কেয়ার্স ফান্ড

জরুরি পরিস্থিতিতে ত্রাণ তহবিল

কোভিড-১৯ মহামারির মতো অভূতপূর্ব পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য, প্রধানমন্ত্রীর নাগরিক সহায়তা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে ত্রাণ তহবিল (পিএম কেয়ার্স ফান্ড) তৈরি করা হয়েছিল। করোনা সংকটের সময়, পিএম কেয়ার্স ফান্ড হাসপাতাল তৈরি, ভেন্টিলেটর ক্রয় এবং অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই তহবিলের মাধ্যমে বহু নাগরিকের জীবন রক্ষা করা হয়েছিল, এবং অনেক পরিবারের ভবিষ্যত সুরক্ষিত হয়েছিল।

- পিএম কেয়ার্স ফান্ডের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে, এতে 'শুধুমাত্র ব্যক্তি বা সংস্থার স্বেচ্ছায় অবদান' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর জন্য কোনও অতিরিক্ত বাজেট দেওয়া হয়নি।
- ভেন্টিলেটরের মতো চিকিৎসা সরঞ্জাম কেনা, কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে এবং অভিবাসীদের সহায়তা করার জন্য সরকার তহবিলের একটি অংশ আলাদা করে রেখেছে।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২১ সালের ২৯ মে 'পিএম কেয়ার্স ফর চিলড্রেন' চালু করেছিলেন।

৮২

৮৩

সহায়তামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো: এই চেতনা কোভিডের বিরুদ্ধে দেশের লড়াইয়ে সাহায্য করেছে

- রাজ্যসভায় তাঁর প্রথম ভাষণে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে একযোগে 'টিম ইন্ডিয়া' হিসাবে কাজ করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। এই চেতনা কোভিড-১৯এর বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ে সহায়ক হয়েছিল।
- দেশে ২২ মার্চ, ২০২০ তারিখে জনতা কারফিউ হয়েছিল। তার দুদিন আগে ২০ মার্চ, ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। ২০২০ সালে এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে প্রায় দুই ডজন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

"আমাদের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। ভারতকে এগিয়ে যেতে হলে রাজ্যগুলিকে এগিয়ে যেতে হবে। রাজ্যগুলির ক্ষমতায়নের উপর নজর দিতে হবে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী।

যোগ এখন আন্তর্জাতিক

যোগ এখন জীবনের উপায়

বিশ্ব কল্যাণের চেতনায়, ভারত বিশ্বকে যোগের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ভারতের প্রস্তাবে ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে পালনের অনুমোদন দেওয়া হয়। রাষ্ট্রসংঘ যোগকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিলে তা গণআন্দোলনে পরিণত হয়। ২০১৫ সালের ২১ জুন প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়।

৮৪

“আমাদেরও যোগ জানতে হবে, আমাদেরও যোগব্যায়াম করতে হবে। আমাদেরও যোগসাধনা করতে হবে, যোগকে অবলম্বন করতে হবে। আমরা যখন যোগব্যায়াম করা শুরু করি, তখন যোগ দিবস যোগব্যায়াম করার জন্য নয় বরং স্বাস্থ্য, সুখ এবং শান্তি উদযাপনের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী।

- ইউনেস্কো ভারতের যোগকে মানব সংস্কৃতির অমর ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০৩০ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্তির জন্য ভারতের সহযোগিতায় ‘মোবাইল যোগে’র প্রকল্প শুরু করেছে।
- আয়ুষ মন্ত্রক স্টার্টআপ যোগ চ্যালেঞ্জ চালু করেছে। দেশে ৪৫১টি আয়ুর্বেদিক কলেজ রয়েছে। দেশে ৬৯টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যারা কলেজের অধিভুক্তি দেয়।

৮৫ জনগণকে সংযুক্ত করার জন্য সরকারের প্রচার প্রচেষ্টা

মাইগভ

জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া গণতন্ত্রের সফলতা অসম্ভব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব গ্রহণের ৬০ দিন পরেই মাইগভ পোর্টালটি চালু করেন https://www.mygov.in/ ২০১৪ সালের ২৬ জুলাই। এই মিশনে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ রয়েছে। মাইগভ প্ল্যাটফর্মে ২.৫ কোটি ব্যবহারকারী রয়েছে, যা মাইলফলক স্পর্শ করেছে। এখানে আপনি ‘গভর্নেন্স এবং পলিসি মেকিং’ এর যে কোন বিষয়ে আপনার মূল্যবান ধারনা এবং পরামর্শ জানাতে পারেন।

মন কি বাত

জনসাধারণের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততা প্রচারের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পাঁচ মাসের মধ্যে নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালের ৩ অক্টোবর রেডিওতে ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন। ২০২২ সালের আগস্টে এই অনুষ্ঠানের ৯২তম পর্ব সম্প্রচারিত হয়েছিল। ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন, বার্তা দেন এবং অনুপ্রেরণামূলক গল্প ভাগ করে নেন। আপনি অনুপ্রেরণামূলক গল্প এবং পরামর্শ পাঠাতে পারেন।

৮৬

ভারত- বিশ্বে উদীয়মান নেতা

> বিশ্ব ভারতের উন্নয়ন প্রস্তাবগুলিকে তার লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসাবে বিবেচনা করছে। বিশ্ব শান্তি হোক বা আন্তর্জাতিক সংকটের সমাধান হোক, বিশ্ব অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে ভারতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।
>
> **- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী**

- ভারত ২০২১ সালের আগস্টে প্রথমবার রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিত্ব গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন।
- ৪০ বছর পর, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি আইওসি সভা আয়োজনের জন্য ভারতকে বেছে নিয়েছে।
- মঙ্গলযানের মাধ্যমে প্রথম প্রচেষ্টায় ভারতের উপগ্রহ মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে প্রবেশ করতে পেরেছে। বিশ্বের মধ্যে ভারত প্রথম এই সাফল্য অর্জন করেছে।
- ভারতের প্রাচীন, সমৃদ্ধশালী যোগ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ্ব ২১ জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০১৫ সালে ৮৪টি দেশের অংশগ্রহণকারীরা দিল্লির রাজপথে অনুষ্ঠিত যোগ দিবসের কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিল, যা গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থান পেয়েছে।
- বর্তমান সরকারের আগে দেশীয় উন্নয়নে কূটনীতি ব্যবহার করা হতো না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বারা পরিচালিত কর্মসূচিগুলি স্বচ্ছ ভারত মিশন, স্কিল ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া এবং স্মার্ট সিটিগুলির সাফল্যের জন্য কূটনীতি ব্যবহার করেছিল, যার নাম ছিল 'বিকাশের কূটনীতি'।
- বিশ্ব এখন ভারতে আয়ুর্বেদের গুরুত্ব স্বীকার করছে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৪ সাল থেকে একটি পৃথক আয়ুষ মন্ত্রক তৈরি করেছে। যার উদ্দেশ্য হল আয়ুর্বেদ, যোগ এবং অন্যান্য ঐতিহ্যগত চিকিৎসা ব্যবস্থাকে একীভূত করা। ভারতের প্রচেষ্টার কারণে, ২০১৫ সালের ২১ জুন বিশ্বে প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়েছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় ১৯ এপ্রিল গুজরাতের জামনগরে বিশ্বের প্রথম 'গ্লোবাল সেন্টার ফর ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন' সেন্টারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল।

ইন্টারন্যাশনাল সোলার অর্গানাইজেশন

প্যারিস সম্মেলনের সময় ভারত ফ্রান্সের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সৌর জোট (আইএসএ) চালু করেছিল। সৌর সম্পদ-সমৃদ্ধ দেশগুলোর বিশেষ জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এটি একটি উদ্যোগ। বর্তমানে ১০৩টি দেশ এই সংস্থার সদস্য।

বিপর্যয় প্রতিরোধী অবকাঠামোর জন্য জোট (সিডিআরআই)

- কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (সিডিআরআই)-এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপর্যয়ের সম্মুখীন দেশগুলিকে ভারত একটি নতুন পথ দেখিয়েছে।
- এটি ২০১৯ সালে সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে আয়োজিত জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষ সম্মেলনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে চালু করা হয়েছিল। এর সূচনা থেকে ৩১টি দেশ, ৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ২টি বেসরকারি সংস্থা সদস্য হিসাবে যোগদান করেছে।
- এটি সদস্য দেশগুলিকে সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং প্যারিস জলবায়ু চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দুর্যোগের সময় ঝুঁকি কমানোর জন্য শক্তিশালী প্রক্রিয়া তৈরি করতে সহায়তা করে। এটি আইএসএর পরে এই ধরনের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা, যার সদর দফতর ভারতে রয়েছে।

ভারতের সাংস্কৃতিক পর্যটন

- ২০২১ সালের অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কুশিনগর বিমানবন্দরের উন্মোচন করেছিলেন। ৫৮৯ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই বিমানবন্দর স্থাপন করতে ২৬০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। কুশিনগর বিমানবন্দরটি আন্তর্জাতিক ভ্রমণের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠবে পাশাপাশি ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস এবং বৌদ্ধ সার্কিটকে বিশ্বের বাকি অংশের সামনে তুলে ধরবে।

প্রসাদ স্কিম

পিলগ্রিমেজ রিজুভেনেশন অ্যান্ড স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ অগমেন্টেশন ড্রাইভ (প্রসাদ) হল একটি জাতীয় মিশন যা পর্যটন মন্ত্রক দ্বারা ২০১৪-১৫ সালে চালু হয়েছিল। এই স্কিমটি ১০০% কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থায়িত।

“প্রতিটি যুগের দাবি যে আমরা যেন ধর্মীয় পর্যটনের মাধ্যমে নতুন সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করি, তীর্থযাত্রা এবং স্থানীয় অর্থনীতির মধ্যে সংযোগকে শক্তিশালী করি।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রসাদ প্রকল্পের অধীনে এখনও পর্যন্ত

৬৭৫.৮৯

কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

১২১৪.১৯ কোটি টাকা খরচে মোট ৩৭টি প্রকল্প (১৫টি সম্পূর্ণ প্রকল্প-সহ)। দেশের ২৪টি রাজ্যে এই স্কিম চলছে।

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাবা বৈদ্যনাথ ধামকে সরাসরি বিমান যাতায়াতের সঙ্গে সংযুক্ত করতে ২০২২ সালের ১২ জুলাই দেওঘর বিমানবন্দরের উদ্বোধন করেছিলেন।
- প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদী ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনি সফরে যান। স্বদেশ দর্শনের অধীনে পর্যটন স্থানে অত্যাধুনিক সুবিধা নির্মাণ করা হয়েছে। ৩১টি রাজ্যে ৫০০টিরও বেশি গন্তব্য এবং ১৫টি থিমযুক্ত সার্কিট নির্মাণাধীন।
- ২০২১ সালের ৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পন্ধরপুরের সঙ্গে সংযোগ বাড়াতে বিভিন্ন সড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন।

সেন্ট্রাল ভিস্তা: নতুন সংসদ ভবন

৮৮

- বর্তমান সংসদ ভবনটি ১৯২১ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। এটি 'কাউন্সিল হাউস' নামে পরিচিত ছিল।
- প্রায় ১০০ বছরের পুরনো এই ভবনটি হেরিটেজ গ্রেড-১ কাঠামো হিসাবে তালিকাভুক্ত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংসদীয় কার্যক্রম দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ, ১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুসারে লোকসভা আসনের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৪৫, যেখানে ভবিষ্যতে আরও আসন প্রয়োজন।
- কেন্দ্রে মাত্র ৪৪০টি আসন রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতের চাহিদার কথা মাথায় রেখে নতুন সংসদ ভবন ও সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
- রাষ্ট্রপতি ভবন এবং রাজপথের ৩ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে উভয় দিকে সেন্ট্রাল ভিস্তা তৈরি করা হচ্ছে। সব মন্ত্রক ও বিভাগ একই জায়গায় এক ছাদের তলায় কাজ করবে। নতুন সংসদ ভবনের মূল কাঠামোর কাজ শেষ হয়েছে। শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে।

“

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতকে নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে অবদান ছিল পুরানো সংসদ ভবনের, অন্যদিকে নতুন সংসদ ভবনটি একটি স্বনির্ভর ভারত তৈরির সাক্ষী থাকবে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

৮৯ জিএসটি প্রযোজ্য

দীর্ঘ আলোচনার পর, নরেন্দ্র মোদী সরকার সমগ্র দেশের জন্য পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) কার্যকর করেছে।

- পরোক্ষ কর ব্যবস্থা বাস্তবায়নে সংস্কার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সময় লাগে। এর আগে অনেক সরকারই এ জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি সরকারের কাছে অন্যতম অগ্রাধিকার হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 'জিএসটি' বাস্তবায়িত করতে ১২২তম সাংবিধানিক সংশোধনী অনুমোদন করেছে। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি লোকসভায় জিএসটি-সংক্রান্ত সংশোধনী (১২২তম সংবিধান সংশোধন) বিল পেশ করেছিলেন। সেপ্টেম্বরে জিএসটি কাউন্সিল গঠিত হয়েছিল। ১৭ বছরের দীর্ঘ অপেক্ষার পর, এখনও পর্যন্ত দেশের সবচেয়ে বড় কর সংস্কার, জিএসটি ২০১৭ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছিল।
- **তাৎপর্য-** এটিকে উদারীকরণের পর সবচেয়ে বড় আর্থিক সংস্কার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জিএসটি কার্যকর হওয়ার পর, পরিবার প্রতি মাসিক খরচ ৪% পর্যন্ত কমেছে।

৯০ ৩৭০ নম্বর ধারা জম্মু ও কাশ্মীর থেকে বিলুপ্ত

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার তার দ্বিতীয় মেয়াদে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ নম্বর ধারা বাতিল করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখকে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে।

- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৩৭০ নম্বর ধারা অপসারণের প্রস্তাব এবং জম্মু ও কাশ্মীরের পুনর্গঠন বিল রাজ্যসভায় পেশ করেন। এর সঙ্গে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে ৩৭০ ধারা বাতিল করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদটি জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।
- **তাৎপর্য-** মোদী সরকারের এই সিদ্ধান্তের পর কাশ্মীরে এক দেশ, এক আইন, এক প্রতীক কার্যকর হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখের মানুষ কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পেতে শুরু করেছে।

ভারতের মাটিতে ভারতের জিনিস ফিরে এসেছে

ভারত তার সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং বৈচিত্র্যের জন্য সারা বিশ্বে পরিচিত। এই প্রথম কোন সরকার হৃত সম্পদ ভারতে ফিরিয়ে আনার বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিল। সেটা দেশের হারানো বা চুরি হওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য পুনরুদ্ধার করা হোক বা বিশ্ব মঞ্চে ভারতের ঐতিহ্য উপস্থাপন করা হোক।

৯১

- ২০১৪ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র ১৩টি মূর্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। তবে ২০১৪ সালের পর থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে ২২৮টি প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ২০২১ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সফরের পর সেখান থেকে ২৯টি প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য আনা হয়েছিল এবং ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরের পর ভারত থেকে হৃত ১৫৭টি দ্রব্য ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকায় এখন ভারতের ৪০টি স্থান রয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে এর মধ্যে দশটি স্থান যুক্ত করা হয়েছে। ৪৯টি স্থানকে অতিরিক্ত বিবেচনাধীন রাখা হয়েছে।

৯২

ওয়ান নেশন, ওয়ান রিফর্ম ইনিশিয়েটিভ

এক দেশ, এক মোবিলিটি কার্ড

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৯ সালের ৪ মার্চ আহমেদাবাদে একটি অনুষ্ঠান চলাকালীন পরিবহন গতিশীলতার জন্য এক দেশ, এক কার্ড চালু করেছিলেন। এক দেশ, এক কার্ড মডেলের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয় ভাড়া সংগ্রহ ব্যবস্থা, অর্থাৎ, ন্যাশনাল কমন মোবিলিটি কার্ড ভারতে প্রথম শুরু হয়েছিল।
- ন্যাশনাল কমন মোবিলিটি কার্ডটি সারা দেশে খুচরা কেনাকাটা এবং অন্যান্য কেনাকাটা ছাড়াও বিভিন্ন মেট্রো এবং অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বিঘ্ন ভ্রমণের সুবিধার্থে তৈরি করা হয়েছে।
- এই ডেবিট, ক্রেডিট এবং প্রিপেড কার্ডগুলি পণ্য প্ল্যাটফর্মে ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা হয়। একজন গ্রাহক মেট্রো, বাস, শহরতলির রেলপথ, টোল, পার্কিং, স্মার্ট সিটি এবং খুচরা কেনাকাটা-সহ বিভিন্ন সেক্টরে অর্থপ্রদান করতে এই কার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

এক দেশ, এক রেশন কার্ড

সারা দেশে এখন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই প্রথমবার একটি একক রেশন কার্ড ব্যবহার করে দেশের যে কোনও স্থান থেকে খাদ্যশস্য নেওয়া যেতে পারে। এই প্রকল্পটি দেশের প্রথম নাগরিক-কেন্দ্রিক উদ্যোগ।

- এখন এক দেশ, এক রেশন কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে খাদ্য নিরাপত্তা কার্যকর করা হয়েছে।
- এক দেশ, এক রেশন কার্ড প্রকল্পটি ২০২২ সালের ৯ আগস্ট তিন বছর পূর্ণ করেছে। ২০১৯ সালে চারটি রাজ্যে এই প্রকল্পটি একটি পাইলট প্রকল্প হিসাবে চালু শুরু করা হয়েছিল।

এক দেশ, এক গ্যাস গ্রিড

- 'এক দেশ, এক গ্যাস গ্রিড'-এর উদ্দেশ্য হল প্রতিটি বাড়িতে এলপিজি গ্যাস এবং যানবাহনের জন্য সিএনজি সরবরাহ করা। সরকার 'এক দেশ, এক গ্যাস গ্রিড' এর লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে। এর সঙ্গে একটি গ্যাস-ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে, কারণ গ্যাসের অনেক পরিবেশগত সুবিধা রয়েছে।
- ২০১৪ সালের আগে ২৭ বছরে মাত্র ১৫০০০ কিলোমিটার গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছিল। সারাদেশে ১৬,০০০ কিলোমিটারের বেশি পাইপলাইন স্থাপন করা হচ্ছে, এবং এই কাজটি আগামী ৫ বছরের মধ্যে শেষ হবে।
- সিএনজি ফুয়েল স্টেশন, পিএনজি সংযোগ এবং এলপিজি সংযোগের সংখ্যা সরকার আগের থেকে বৃদ্ধি করেছে। এই বর্ধিত সংযোগগুলি কেরোসিনের ঘাটতি কমিয়েছে এবং অনেক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিজেদের কেরোসিন মুক্ত ঘোষণা করেছে।

এক দেশ, এক পরীক্ষা (এনটিএ)

- ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যার উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী একটি দক্ষ, স্বচ্ছ পদ্ধতিতে পরীক্ষা পরিচালনা করা।
- শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য এনটিএ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- এনটিএ প্রতিষ্ঠার ফলে বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৪০ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী উপকৃত হতে পারে। এটি সিবিএসই, এআইসিটিই এবং অন্যান্য সংস্থাগুলিকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব থেকে মুক্ত করেছে।

৯৩ নেতৃত্বের প্রথম বছরে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র আহ্বান

- ভারতের মতো একটি বিশাল দেশে যদি কেবল একটি বাজার থেকে যায়, তবে এটি কখনই আমাদের তরুণ প্রজন্মের সামনে অগ্রগতি বা নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারবে না। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রচারের প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই বাক্যটির তাৎপর্য মানুষ বুঝতে পেরেছিল। কারণ, ২০১৪ সালের স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী দেশের জনগণকে মেক ইন ইন্ডিয়ার সঙ্গে 'এগিয়ে যাওয়ার' আহ্বান জানিয়েছিলেন।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞান ভবন থেকে গ্লোবাল মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগের সূচনা করেন, যার লক্ষ্য ছিল ২৫টি ক্ষেত্রে ভারতকে সেরা করে তোলা।
- উৎপাদন ক্ষেত্রের উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে, পর্যালোচনার পরে মেক ইন ইন্ডিয়া ২.০ কর্মসূচিতে ১৫টি উৎপাদন খাত এবং ১২টি পরিষেবা খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

'মেক ইন ইন্ডিয়া' এখন আর শুধু কোন শব্দ নয়। এই 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কোন আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ নয়। মেক ইন ইন্ডিয়া আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব। আমরা সবাই দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে গেলে সারা বিশ্বের মানুষ আমাদের উপর ভরসা রাখবে। আমার উপর বিশ্বাস রাখুন।
নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী।

৯৪ নদীর আন্তঃসংযোগের সূচনা

প্রতি বছর দেশের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা খরায় আক্রান্ত হয় এবং গড়ে ৪ কোটি হেক্টর এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়। এমন ভারসাম্যহীনতা দূর হলে তবেই দেশের জল সম্পদ সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এই চেতনায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী নদীগুলিকে আন্তঃসংযোগের স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু নেতৃত্বের পরিবর্তনে তা আটকে যায়। এতে ৩০টি নদী সংযোগ প্রস্তুত করতে হবে।

- ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তখন ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে নদীর আন্তঃসংযোগ সংক্রান্ত একটি বিশেষ কমিটি এবং ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছিল। ৪৪,৬০৫ কোটি টাকার প্রথম নদী আন্তঃসংযোগ প্রকল্প, কেন বেতওয়া নদী সংযোগ ২০২১ সালের ডিসেম্বরে অনুমোদিত হয়েছিল। ২০২২ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত প্রায় ৩৯৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কাজ শেষ হলে মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ ১০.৬২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ পাবে। ৬২ লক্ষ মানুষ পানীয় জলের সুবিধা পাবেন। ১০৩ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ এবং ২৭ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রস্তুত হবে। আরও পাঁচটি নদী সংযোগের একটি খসড়া ডিপিআর তৈরি করা হয়েছে।

৯৫

নীল বিপ্লব: প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় বিনিয়োগ

“ স্বাধীনতার পর প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় যে পরিমাণ বিনিয়োগ করা হয়েছে তার থেকে এখন বহুগুণ বেশি বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এসব প্রচেষ্টার ফলে দেশে মাছ উৎপাদনের সব রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

সমুদ্র উপকূল ও মৎস্য খাতসহ দেশটিতে নীল বিপ্লবের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত হল বিশ্বের বৃহত্তম চিংড়ি উৎপাদনকারী এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাছ উৎপাদনকারী দেশ। এই খাতে প্রায় ২.৮ কোটি লোকের কর্মসংস্থান হয়। এই কারণেই, যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন সবুজ বিপ্লব, শ্বেত বিপ্লব এবং নীল বিপ্লব সবই কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার সংকল্পে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

- দেশে প্রথমবারের মতো মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ মন্ত্রক প্রতিষ্ঠিত হয়।
- নীল বিপ্লব: মৎস্য চাষের সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা, তিন হাজার কোটি টাকার বাজেট সহ একটি পাঁচ বছরের প্রকল্প, ২০১৫-১৬ সালে চালু করা হয়েছিল।
- পরিকাঠামো উন্নত করার জন্য ২০১৮-১৯ সালে মৎস্য ও জলজ চাষের জন্য ৭৫২২ কোটি টাকার অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল তৈরি করা হয়েছিল।
- ২০২০ সালের মে মাসে স্বাধীনতার পর, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনায় ২০ হাজার ৫০ কোটি টাকার সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করা হয়েছিল। মাছ ধরার ক্ষেত্রে সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং নীল বিপ্লবের সূচনা করা যায় তার জন্য ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা ২০২৫ সালের মধ্যে ৫৫ লক্ষ লোকের জন্য নতুন চাকরি তৈরির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
- ভারত সরকার নীল অর্থনীতি- ২০২১ সালের জন্য একটি জাতীয় নীতি তৈরি করেছে, যার লক্ষ্য ভারতের জিডিপিতে নীল অর্থনীতির অবদান, উপকূলীয় বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার উন্নতি, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সামুদ্রিক অঞ্চল ও সম্পদের জাতীয় সংরক্ষণকে উন্নীত করা।

স্বাধীনতার পর মৎস্য উৎপাদন ২০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

৯৬

প্রতিবন্ধীদের অধিকার

সর্বত্র গমন

“দেশের প্রতিটি মানুষকে ক্ষমতায়ন করা, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ, সমতার বোধ তৈরি করা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজে সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা আমাদের লক্ষ্য, যাতে সবাই একসঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে।”

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

- ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, দেশে ২৬৮১৪৯৯৪ জন দিব্যাঙ্গজন রয়েছে। দেশে তাঁদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে কিন্তু কেউ তাঁদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে চিন্তা করে না। ‘অ্যাক্সেসেবল ইন্ডিয়া’ বা ‘সুগম্য ভারত’ অভিযানটি ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষদের জন্য একটি নিরাপদ, স্বাধীন এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবন সহ একটি বাধা-মুক্ত পরিবেশ তৈরি করার জন্য চালু করা হয়েছিল।
- সুগম্য ভারত অভিযানের অধীনে ৩৫টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ৫৫টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর এবং ৭০৯টি রেলস্টেশন, যার মধ্যে এ-ওয়ান বিভাগ রয়েছে, সেখানে সুগম্যতার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- ৯৫টি কেন্দ্রীয় সরকারি ওয়েবসাইট এবং রাজ্য সরকার এবং তাদের বিভাগের ৬০৩টি সরকারি ওয়েবসাইটগুলি অ্যাক্সেসযোগ্য করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের ভবনগুলিকে সুগম্য করার প্রচেষ্টা চলছে। ১৯টি বেসরকারি নিউজ চ্যানেল আংশিকভাবে সুগম্য নিউজ বুলেটিন সম্প্রচার করছে। ‘সুগম্য ভারত’ অভিযানের অধীনে, ১৯.৬৮ লক্ষ দিব্যাঙ্গজনকে তাঁদের সহায়ক সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে। এর জন্য ১১৮২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

৯৬

এনডিআরএফ

প্রতিটি দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রস্তুত

দেশের যে কোনও দুর্ঘটনা, বন্যা, ভূমিধস বা ঘূর্ণিঝড় হলে কেন্দ্রীয় সরকার সঙ্গে সঙ্গে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ শুরু করে। এতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনীর দ্রুত তৎপরতার ফলে মানুষের জীবনহানি এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি কমেছে।

- এনডিআরএফ-এর সকল সদস্যকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণে সজ্জিত করার পাশাপাশি সর্বোচ্চ স্তরের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
- উত্তরাখণ্ডে দুর্ঘটনা হোক বা বিহার ও কেরলের বন্যা, কাশ্মীরের ঝিলামের জলে আটকে পড়া মানুষকে বাঁচাতে, বা দেওঘরের ত্রিকূট পাহাড়ে আড়াই হাজার ফুট উচ্চতায় রোপওয়ে দুর্ঘটনায় মানুষকে রক্ষা করতে ভারতের সৈন্যরা প্রতিটি পরিস্থিতিতে তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধারকাজ সম্পন্ন করেছে।
- এনডিআরএফ ১,৪০,০০০ জনেরও বেশি মানুষকে উদ্ধার করেছে এবং ২০২২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৭৬০০টি অপারেশন চলাকালীন দুর্যোগে আটকা পড়া ৭.১৩ লক্ষেরও বেশি মানুষকে উদ্ধার করেছে।

৯৮

প্রতিভা খুঁজে বের করার জন্য এক নতুন ক্রীড়া পরিবেশ

আমাদের দেশের জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশের বয়স ৩৫ বছরের নিচে। তারুণ্যে ভরপুর ভারত তাহলে কেন বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে পিছিয়ে থাকবে? কয়েকটি খেলা বাদে, অলিম্পিক এবং এশিয়াডের মতো মঞ্চে ভারতের খেলা দেখে প্রতিটি ভারতীয়র মনে এই প্রশ্নটি অনুরণিত হয়। কিন্তু এখন, টোকিও অলিম্পিক্স থেকে শুরু করে বার্মিংহাম কমনওয়েলথ, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং থমাস কাপ, ভারতীয় খেলোয়াড়রা নতুন সাফল্যের আখ্যান রচনা করেছেন। নতুন পদক্ষেপগুলির জন্য ভারতের ক্রীড়া পরিবেশে আমূল পরিবর্তন এসেছে।

টার্গেট অলিম্পিক পডিয়াম স্কিম (টপস)

- ২০১৪ সালে চালু হওয়া এই স্কিমটির অধীনে, প্রশিক্ষণ, ব্যয়, এবং শীর্ষ-স্তরের ক্রীড়াবিদদের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে প্রতিটি দায়িত্ব ক্রীড়া মন্ত্রক বহন করে।
- বর্তমানে, ১৬২ জন ক্রীড়াবিদ এবং মহিলা ও পুরুষ হকি দল এই প্রকল্পের অধীনে মূল গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একইভাবে, টপস জুনিয়র স্কিমের অধীনে, ২৫৪ জন সেরা খেলোয়াড়কে নির্বাচন করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।

খেলো ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম

- ২০১৬ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল তৃণমূল স্তর থেকে খেলোয়াড়দের বাছাই করে প্রশিক্ষণ সহ সমস্ত সুবিধা প্রদান করা।
- ২০১৪ সালে, দেশে ৩৮টি ক্রীড়া পরিকাঠামো ছিল, যেখানে খেলো ইন্ডিয়ার পরে, তাদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৬০টি। খেলো ইন্ডিয়া থেকে নির্বাচিত প্রতিভাকে তৈরি করা হয় এবং আরও ভাল ফল অর্জন করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ফিট ইন্ডিয়া

'ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট' ২০১৯ সালের ২৯ আগস্ট চালু হয়েছিল। ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল জীবনধারা থেকে দৈনন্দিন জীবনের শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা, আচরণ পরিবর্তন করা। এই কর্মসূচির অধীনে স্কুল থেকে জেলা পর্যন্ত অনেক কার্যক্রম সংগঠিত হয়। ■

৯৯

ফ্যাস্ট্যাগ দিয়ে অর্থ ও সময় বাঁচান

জাতীয় মহাসড়কের টোল প্লাজাগুলিতে দীর্ঘ সারি, নগদ লেনদেনে দুর্নীতি এবং বিরোধের আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার ২০২১ সালের ১৫/১৬ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত থেকে জাতীয় মহাসড়কের সমস্ত টোল প্লাজাকে ফ্যাস্ট্যাগ লেনে ঘোষণা করেছে। সমস্ত যানবাহনে ফ্যাস্ট্যাগ বাধ্যতামূলক, আইন করা হয়েছে যে ফ্যাস্ট্যাগ ছাড়া কোনও গাড়ি যদি ফি প্লাজায় আসে, তবে প্রযোজ্য ফি দিতে হবে দ্বিগুণ।

- ৯৭% যানবাহন ফ্যাস্ট্যাগ-সহ ফি প্লাজায় আসছে।
- ২০২২ সালের মার্চের তথ্য অনুসারে, ব্যাঙ্কগুলি মোট ৫ কোটি ফ্যাস্ট্যাগ জারি করেছে।
- ২০২১ সালের মূল্যায়ন অনুসারে, ফ্যাস্ট্যাগ ব্যবহারের কারণে বছরে ৩৫ কোটি লিটার জ্বালানী সাশ্রয় হয়েছে।
- ৯.৭৮ লক্ষ টনের বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন হ্রাস পেয়েছে।

১০০

জিইএমের মাধ্যমে স্বচ্ছতা

দেশে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় ব্যাপক দুর্নীতির পরিপ্রেক্ষিতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডিজিটাল ইন্ডিয়ার অধীনে সরকারি দফতরগুলির ক্রয় দুর্নীতিমুক্ত করতে ২০১৬ সালের ৯ আগস্ট গভর্নমেন্ট ই-মার্কেট প্লেস বা জেম পোর্টাল চালু করেন। এর মাধ্যমে সব বিভাগের সরকারি ক্রয় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এখন সমবায় সমিতিগুলিও এই পোর্টালে যোগ দিয়েছে।

- জেম -এ ৪৯ লক্ষ বিক্রেতার কাছ থেকে ২.৭৮ লক্ষ কোটি টাকার ৫৪ লক্ষ পণ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রায় এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার সাশ্রয় হয়েছে। জেম -এ প্রায় ৬২০০০ সরকারি ক্রেতা রয়েছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে এর মাধ্যমে রেকর্ড এক লক্ষ কোটি টাকার পণ্য কেনা হয়েছিল।

অমৃত যাত্রা

সবার কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে এক উন্নত ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে চলা।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

কৃষকদের জন্য সহজে ঋণ

কৃষকদের জন্য সহজে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে; এখন ভারতীয় ঐতিহ্যগত জ্ঞান বিশ্বের কৃষকদের কাছে পৌঁছে যাবে। সাশ্রয়ী মূল্যে কৃষকদের জন্য ঋণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। কৃষকদের জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ড স্কিমটি চালু করা হয়েছিল যাতে তারা যে কোনও সময় ঋণে কৃষি পণ্য এবং পরিষেবা কিনতে সক্ষম হয়। কৃষকরা যাতে ব্যাঙ্কে ন্যূনতম সুদের হার দিতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ভারত সরকার সুদের 'সাবভেনশন স্কিম' চালু করেছিল। এর নাম এখন 'সংশোধিত সুদ সাবভেনশন স্কিমে' পরিবর্তন করা হয়েছে, যাতে কৃষকদের স্বল্প সুদে স্বল্প-মেয়াদী ঋণ প্রদান করা যায়।

- **সিদ্ধান্ত - মন্ত্রিসভা ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণের উপর ১.৫% বার্ষিক সুদের অর্থ সাহায্য অনুমোদন করেছে।**
- **প্রভাব:** কৃষি খাতে পর্যাপ্ত ঋণের প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা পশুপালন, দুগ্ধ, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্যচাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবে। এই স্কিমের অধীনে ২০২২-২৩ থেকে ২০২৪-২৫ সময়ের জন্য ৩৪৮৫৬ কোটি টাকার অতিরিক্ত বাজেটের বিধানের প্রয়োজন হবে। সময়মতো ঋণ পরিশোধ করে কৃষকরা বার্ষিক ৪ শতাংশ সুদে স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।
- **সিদ্ধান্ত- সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য 'ঐতিহ্যগত জ্ঞান ডিজিটাল লাইব্রেরি'র তথ্য প্রাপ্যতার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত এটি ভারতীয় ঐতিহ্যগত জ্ঞানের একটি প্রাথমিক ডাটাবেস।**
- **প্রভাব:** ঐতিহ্যগত জ্ঞান ডিজিটাল লাইব্রেরির উদ্বোধন ভারতের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের উপর ভিত্তি করে গঠিত, এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা, উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে। প্রযুক্তির সাহায্যে জ্ঞান অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করবে এটি। এর বর্তমান বিষয়বস্তু ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী ওষুধগুলিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণের সুবিধা দেবে।
- **সিদ্ধান্ত - মূল্য সমর্থন প্রকল্পের অধীনে তুর, কলাই এবং মসুর ডালের ক্রয়সীমা বিদ্যমান ২৫% থেকে বাড়িয়ে ৪০% করার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এর সাথে, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকেও বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য বাফার স্টক থেকে ছাড়ের হারে ১.৫ মিলিয়ন টন ছোলা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।**
- **প্রভাব:** রাজ্যগুলিকে 'আগে আসলে আগে পাবে' ভিত্তিতে ১৫ লক্ষ টন ছোলা উত্তোলনের প্রস্তাব দেওয়া হবে এবং উৎস রাজ্যগুলির মূল্যের উপর কেজি প্রতি আট টাকা ছাড় দেওয়া হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার ১২০০ কোটি টাকা খরচ করবে।
- **সিদ্ধান্ত - মন্ত্রিসভা 'ইমার্জেন্সি ক্রেডিট লাইন গ্যারান্টি স্কিমে'র সীমা ৫০,০০০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ৪.৫ লক্ষ কোটি থেকে ৫ লক্ষ কোটি টাকা করার অনুমোদন দিয়েছে।**
- **প্রভাব:** এই বৃদ্ধির মাধ্যমে, ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কম খরচে অতিরিক্ত ঋণ প্রসারিত করতে উৎসাহিত করা হবে যাতে এই ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলি তাদের কার্যক্ষম দায় মেটাতে এবং ব্যবসা চালিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই অতিরিক্ত অর্থ বিশেষভাবে আতিথেয়তা এবং সংশ্লিষ্ট খাতের উদ্যোগের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ■

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গুজরাত সফর

গুজরাত কোটি কোটি টাকার প্রকল্প পেয়েছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৭ এবং ২৮ আগস্ট দুদিনের গুজরাত সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন এবং বেশ কয়েকটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আহমেদাবাদের সবরমতী নদীর তীরে আয়োজিত খাদি উৎসব অনুষ্ঠানে এক সমাবেশে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর নামাঙ্কিত এবং আহমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন দ্বারা নির্মিত একটি ফুট-ওভার ব্রিজের উদ্বোধন করেন। পরদিন তিনি ভুজে স্মৃতি বন সৌধের উদ্বোধন করেন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন। একই দিনে ভারতে সুজুকির ৪০ বছর স্মরণে গান্ধীনগরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানেও ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী।

২০০১ সালে গুজরাতের কচ্ছে বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর, কিছু মানুষ মনে করেছিলেন যে কচ্ছ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে কচ্ছ আর কখনও ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না, কিন্তু তাঁরা কচ্ছের আসল শক্তি অনুধাবন করতে পারেনি। ভূমিকম্পের পর, গুজরাতের কচ্ছ অঞ্চল পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এখন সেই কচ্ছ আবার শিল্প, কৃষি, পর্যটন ইত্যাদির একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই, কচ্ছ আবার নিজেকে গড়ে তুলেছে এবং দ্রুত বর্ধনশীল জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "কচ্ছের মানুষ এবং তাঁদের পরিশ্রম পুরো এলাকাকে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করেছেন। কচ্ছের পুনর্জীবন শুধুমাত্র ভারতের জন্য নয়, সারা বিশ্বের বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য গবেষণার একটি বিষয়। ২০০১ সালে ভূমিকম্পে সম্পূর্ণ

স্মৃতিবিজড়িত স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভুজ জেলায় স্মৃতিভান স্মৃতিসৌধের উদ্বোধন করলেন। এটি প্রায় ৪৭০ একর এলাকার জুড়ে নির্মিত হয়েছে। এই জাদুঘরটি কচ্ছের জনগণের অধ্যবসায়ের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে। ২০০১ সালের ভূমিকম্পের পরে ভুজের পুনরুজ্জীবনের যাত্রা তুলে ধরবে জাদুঘরটি। এখানে সাতটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

- পুনর্জন্ম
- গবেষণা
- পুনরুদ্ধার
- পুনর্গঠন
- পুনর্বিবেচনা
- পুনরুজ্জীবন
- আধুনিকীকরণ

ধ্বংসের পর থেকে কচ্ছে যে কাজ হয়েছে তা অকল্পনীয়। মৃত্যু এবং বিপর্যয়ের মধ্যে, আমরা ২০০১ সালে কিছু সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম এবং আজ আমরা সেগুলিকে বাস্তবে পরিণত করেছি। একইভাবে, আমরা যে সংকল্প নিয়েছি ২০৪৭ সালের মধ্যে তা অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে।" প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "আমার মনে আছে, সেই কঠিন দিনগুলিতে, আমি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলাম যে আমরা দুর্যোগকে একটি সুযোগে পরিণত করব। আমি লালকেল্লা থেকে বলছি, ২০৪৭ সালে ভারত একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে। যারা ২০০১-০২ সালে কচ্ছে আমার কথা শুনেছেন এবং দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে ভূমিকম্পের পরে আমি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কিছু বলেছিলাম, আজ তা আপনাদের সামনে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ত্রুটি অবশ্যই আছে। কিন্তু ২০৪৭ সালের জন্য আমার একটি স্বপ্ন আছে। ২০০১-০২ সালে কচ্ছের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর ছিল কিন্তু সেই সময়ে আমরা যে স্বপ্নগুলি দেখেছিলাম তা সত্য হয়েছে এবং আজ সফল হয়েছে। ২০৪৭ সালে, ভারতও আজকের স্বপ্ন পূরণ করবে।

কচ্ছের পরিবর্তন: ধ্বংসস্তূপ থেকে উন্নয়ন

২০০৩ সালে কচ্ছে শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়েছিল, সেখানে ৩৫টিরও বেশি নতুন কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে, এক হাজারটিরও বেশি নতুন বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছিল। আজ কচ্ছে একটি আধুনিক ভূমিকম্প-প্রতিরোধী হাসপাতাল রয়েছে এবং ২০০টিরও বেশি নতুন চিকিৎসা কেন্দ্র কাজ করছে। কচ্ছে বেশিরভাগ সময় জলের অভাব দেখা যেত, আজ সেই কচ্ছ জেলার প্রতিটি ঘরে ঘরে নর্মদার জল পৌঁছতে শুরু করেছে। 'সুজলাম-সুফলাম জল অভিযান' চালিয়ে কচ্ছে হাজার হাজার চেক ড্যাম তৈরি করে হাজার হাজার হেক্টর জমি সেচের আওতায়

সুজুকি ৪০ বছর পূর্ণ করেছে, ভারত-জাপান অংশীদারিত্বের প্রতীক

আজ, গুজরাত-মহারাষ্ট্রের বুলেট ট্রেন থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশের বেনারসে রুদ্রাক্ষ কেন্দ্র পর্যন্ত অনেক উন্নয়ন প্রকল্পই ভারত-জাপান বন্ধুত্বের উদাহরণ হয়ে উঠেছে। এছাড়াও, যখনই এই দুই দেশের বন্ধুত্বের কথা বলা হয়, তখন প্রত্যেক ভারতীয় জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শিনজো আবেকে স্মরণ করেন। ভারতে সুজুকির ৪০ বছর পূর্ণ হওয়ায় গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "আমাদের দেশ সবসময়ই জাপানের প্রতি গুরুত্ব ও সম্মান প্রদর্শন করেছে, যে কারণে সুজুকির সঙ্গে প্রায় ১২৫টি জাপানি কোম্পানি গুজরাতে কাজ করছে। সুজুকি ১৩ বছর আগে গুজরাতে এসেছিল এবং আজ গুজরাত বিশ্বের একটি শীর্ষ 'অটোমোটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং' কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।" অনুষ্ঠান চলাকালীন, জাপানের প্রধানমন্ত্রী কিশিদার ভিডিও বার্তা সম্প্রচারিত হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, "ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ফলে ভারত এই সাফল্য অর্জন করেছে।" তিনি আরও জানিয়েছেন 'জাপান-ভারত কৌশলগত ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব' আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে কাজ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সুজুকি গ্রুপের দুটি বড় প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতে সুজুকি গ্রুপের দুটি বড় প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর মধ্যে রয়েছে গুজরাতের হানসালপুরে সুজুকি মোটর গুজরাত ইলেকট্রিক ভেহিকেল ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটি। অপরটি হল হরিয়ানার খারখোদায় মারুতি সুজুকির আসন্ন গাড়ি তৈরির সুবিধা। গুজরাতের হানসালপুর সুজুকি মোটর গুজরাত বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যাটারি ইউনিটটি বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য উন্নত রাসায়নিক কোষ ব্যাটারি তৈরি করবে, এর জন্য ৭৩০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ করা হবে। হরিয়ানার খারখোদায় সুজুকির যানবাহন উৎপাদন ইউনিটটি প্রতি বছর দশ লক্ষ যাত্রীবাহী যানবাহন তৈরি করতে পারবে। এটি বিশ্বের বৃহত্তম একক-স্থান যাত্রীবাহী যানবাহন উৎপাদন ইউনিটগুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠবে। প্রকল্পের প্রথম ধাপটি নির্মাণের জন্য ১১,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে।

'সুতো কাটা' ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার চেয়ে কম নয়

খাদিকে জনপ্রিয় করতে, খাদি পণ্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে এবং যুবকদের মধ্যে খাদির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, ২০১৪ সাল থেকে, ভারতে খাদির বিক্রি চার গুণ বেড়েছে, অন্যদিকে গুজরাতে খাদির পণ্য বিক্রি আট গুণ বেড়েছে এবং প্রথমবারের মতো খাদি গ্রাম শিল্পের লাভ এক লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। এই খাতে ১.৭৫ কোটি নতুন কর্মসংস্থানও তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আহমেদাবাদের সবরমতী নদীর তীরে অনুষ্ঠিত খাদি উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন এবং চরকার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্মরণ করেছিলেন। তাঁর শৈশবের কথাও মনে পড়ে যখন তাঁর মা বাড়িতে চরকায় সুতো কাটতেন। তিনি বলেন, "স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে ৭৫০০ জন বোন-কন্যা একসঙ্গে চরকায় সুতা কেটে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। সবরমতীর তীর আজ ধন্য হয়েছে! সুতো কাটা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার থেকে কিছু কম নয়।"

খাদি উৎসব: খাদির প্রতি সম্মান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এর গুরুত্ব

- স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের অংশ হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় খাদি এবং এর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে খাদি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।
- চরকার বিকাশ- ১৯২০ সাল থেকে ব্যবহৃত ২২টি ভিন্ন চরকার প্রদর্শন। এর সঙ্গে ছিল আজকের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির চরকা।
- এর মধ্যে 'ইয়েরভাদা চরকা'র মতো চরকাও রয়েছে যা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ব্যবহৃত হয়েছিল। পন্ডুরু খাদি তৈরির একটি সরাসরি প্রদর্শনের ব্যবস্থাও ছিল।
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাত রাজ্য খাদি গ্রাম শিল্প বোর্ডের নতুন অফিস ভবনও উদ্বোধন করেছেন।

আনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভুজে প্রায় ৪৪০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছেন। তিনি সর্দার সরোবর প্রকল্পের ৩৫৭ কিলোমিটার দীর্ঘ কচ্ছ শাখা খাল উদ্বোধন করেছেন। ভুজের আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্র সরহদ ডেয়ারির নতুন দুধ প্রক্রিয়াকরণ এবং প্যাকিং প্ল্যান্ট-সহ বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। ভুজ-ভিমাসা সড়কের জন্য ১৫০০ কোটি টাকারও বেশি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গান্ধীধামের ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর কনভেনশন সেন্টার পরিদর্শন করেন; আনজারে বীরবল স্মৃতিসৌধ, নখত্রানায় ভুজ ২ সাবস্টেশনের মতো বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। ■

স্বাস্থ্য এবং আধ্যাত্মিকতা

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ

ভারতকে উন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন আধুনিক এবং উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা। এর জন্য কেবল বড় পরিকাঠামো নির্মাণই নয়, পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য চিকিৎসক এবং প্যারামেডিকের প্রাপ্যতাও একান্ত জরুরি। এই বিষয়টি মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নতির জন্য একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন, যাতে ব্যক্তিগত সেক্টরের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক জগতের ধর্মীয় নেতারাও অংশ নিচ্ছেন। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতায় ভারতের স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ২৪ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফরিদাবাদের অমৃতা হাসপাতাল এবং মোহালিতে হোমি ভাবা ক্যানসার হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে স্বাস্থ্য পরিষেবা এখন ভারতের প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি শহরে এবং প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্যসেবামূলক উদ্যোগের প্রভাব শুধু দেশের ভিতরেই নয়, এর বাইরেও ছাড়িয়েও পড়ছে। এর কারণ হল গত আট বছরে সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা দেশের অগ্রাধিকারের শীর্ষে রয়েছে। বিশদভাবে বলতে গেলে, ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি, ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক জগতের মানুষরা এখন দেশের বিকাশযাত্রায় নিজেদের যুক্ত করেছেন। 'অমৃতা হাসপাতাল' এমনই একটি বেসরকারি হাসপাতাল, যা প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্বাস্থ্যখাতকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের ফরিদাবাদে অবস্থিত অমৃতা হাসপাতালে অত্যাধুনিক সুবিধা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। এটি দেশের বৃহত্তম বেসরকারি হাসপাতাল হয়ে উঠেছে। অমৃতা হাসপাতাল স্থাপত্য ও প্রযুক্তির দিক থেকে যতটা আধুনিক, সেবা, সংবেদন এবং আধ্যাত্মিক চেতনার দিক থেকে ততটাই উপযোগী।

প্রধানমন্ত্রী মাতা অমৃতানন্দময়ীর সদিচ্ছার প্রশংসা করে বলেন, সঠিক উন্নয়নই একমাত্র জিনিস যা সবার কাছে পৌঁছায় এবং এতে সকলের উপকার সাধন হয়।

এখানে বলা হয়েছে, अयं निजः परो वेति गणना, लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥ एन्न महा उपनिषद आशयमाण, अम्मयुडे, जीविता संदेशम।

অর্থ:- আম্মা হলেন প্রেম, মমতা, সেবা ও ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পরিচায়ক। জীবন সম্পর্কে আম্মার বার্তা আমরা উপনিষদে খুঁজে পাই।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

নতুন সুস্থতা কেন্দ্র ফরিদাবাদের সেক্টর-৮৮ অমৃতা হাসপাতালে অবস্থিত

- ফরিদাবাদে অমৃতা হাসপাতালের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো আরও উন্নত হল।
- এই হাসপাতালটি মাতা অমৃতানন্দময়ী মঠ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।
- এটি দেশের বৃহত্তম বেসরকারি সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল। ১৩০ একর এলাকা জুড়ে এটি অবস্থিত। এতে ২৬০০টি শয্যা রয়েছে। মেডিক্যাল কলেজটি ৫.২০ লক্ষ বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত। এখানে ৮১টি বিশেষ বিভাগ এবং ৬৪টি সম্পূর্ণ অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার রয়েছে।
- ভারতের বৃহত্তম পেডিয়াট্রিক সুপার স্পেশালিটি সেন্টারে ৫৩৪টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার বেড রয়েছে, দিনে ২৪ ঘন্টা ডিজিটালি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- দেশের সবচেয়ে উন্নত স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট ল্যাবরেটরি; দেশের সেরা ইমেজিং পরিষেবা; এবং ক্যানসার চিকিৎসার জন্য দেশের বৃহত্তম বিকিরণ কেন্দ্র।
- ভারতের বৃহত্তম এবং অত্যাধুনিক শারীরিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র। সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার মেডিসিন, রোবোটিক্স ইত্যাদি সব ধরনের চিকিৎসার জন্য সবচেয়ে বড় কেন্দ্র।
- সংক্রামক রোগের জন্য একটি অত্যাধুনিক বিভাগ রয়েছে, গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট একটি বিভাগ রয়েছে।
- এখানে 'জিরো কার্বন ফুটপ্রিন্ট' এবং 'জিরো ওয়েস্ট ডিসচার্জ' স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা রয়েছে।

মোহালিতে হোমি ভাবা ক্যানসার হাসপাতাল এবং গবেষণা কেন্দ্র

- সাহেবজাদা অজিত সিং নগর জেলায় (মোহালি) নয়া চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে 'হোমি ভাবা ক্যানসার হাসপাতাল এবং গবেষণা কেন্দ্রের' উদ্বোধন করা হয়েছে, যা পাঞ্জাব, প্রতিবেশী রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বাসিন্দাদের বিশ্বমানের ক্যানসার চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করবে।
- ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি বিভাগের অধীনে সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান টাটা মেমোরিয়াল সেন্টার ৬৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে হাসপাতালটি নির্মাণ করেছে। এই ক্যানসার হাসপাতালে ৩০০ শয্যা রয়েছে, এটি একটি তৃতীয় স্তরের হাসপাতাল।
- হাসপাতালটিতে সব ধরনের ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এখানে অস্ত্রোপচার, রেডিওথেরাপি, এবং মেডিক্যাল অনকোলজি-কেমোথেরাপি, ইমিউনোথেরাপি, এবং অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপনের সুবিধা উপলব্ধ হবে।
- হাসপাতালটি এই অঞ্চল জুড়ে ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য একটি 'কেন্দ্র' হিসাবে কাজ করবে এবং সাংরুরে ১০০ শয্যার একটি হাসপাতাল এর 'শাখা' হিসাবে কাজ করবে।

ভারত এমন একটি দেশ যেখানে চিকিৎসা একটি সেবা এবং সুস্বাস্থ্য সম্পদ। ভারতে, স্বাস্থ্য এবং আধ্যাত্মিকতা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমাদের কাছে ওষুধের জন্য নিবেদিত একটি বেদ আছে। আমরা আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের নাম দিয়েছি আয়ুর্বেদ। আমরা আয়ুর্বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের ঋষি ও মহর্ষির মর্যাদা দিয়েছি এবং তাঁদের প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ সম্মান জানিয়েছি - মহর্ষি চরক এবং মহর্ষি সুশ্রুত! এরকম অনেক উদাহরণ আছে, যাঁদের জ্ঞান আজও ভারতীয়দের কাছে আদর্শ হয়ে আছে।

- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

এটি অমৃতা হাসপাতালের চেতনা: গুরুতর অসুস্থ মানুষদের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। আধুনিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণে তৈরি এই হাসপাতালে নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের পরিবারগুলির জন্য কার্যকর চিকিৎসা সুবিধা উপলব্ধ করা হবে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী পাঞ্জাবের মোহালিতে হোমি ভাবা ক্যানসার হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্রেরও উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে ৫০০টিরও বেশি ক্যানসারের ওষুধের দাম আগে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল, সেগুলির দাম প্রায় ৯০% কমানো হয়েছে। এর ফলে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় হয় রোগীদের। ■

স্বাধীন মাতৃভূমির জন্য বিপ্লবীরা তাঁদের জীবনের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিলেন

ভারত তার স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বছর পূর্ণ করেছে। সারা দেশ 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে'র মাধ্যমে তা উদযাপন করছে। অনেক ত্যাগ স্বীকার করে আমাদের দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে অগণিত বিপ্লবী ফাঁসির মঞ্চে গিয়েছিলেন। মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের কাছে আমরা চিরকাল ঋণী থাকব। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়, ব্রিটিশরা ভারতবাসীকে দমন করার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি কখনোই থামেনি। বিপ্লবীদের প্রতি, তাঁদের সামর্থ্যের প্রতি পূর্ণ আস্থা ছিল দেশবাসীর। এবং তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, প্রতিকূলতার মধ্যেও দেশ এগিয়ে যেতে পারে, স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে।

মহাবীর সিং রাঠোর: সেলুলার জেলে অনশনরত অবস্থায় মারা যান

জন্ম: ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৪। মৃত্যু: ১৭ মে ১৯৩৩

বিপ্লবী মহাবীর সিং রাঠোর ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসার পর তিনি পড়াশোনা ছেড়ে দেন। এমনকি তিনি ভগৎ সিং এবং রাজগুরুর মতো বড় বিপ্লবীদের সমর্থন করেছিলেন। মহাবীর সিং রাঠোর ১৯০৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশের এতওয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দেশপ্রেম এবং নির্ভীকতা একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়, ১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধীর একটি সভায় ব্রিটিশ অফিসারদের সামনে ব্রিটিশ বিরোধী স্লোগান তুলেছিলেন। পরে তিনি বিপ্লবী সংগঠন নওজওয়ান ভারত সভার সদস্য হন। তিনি এই সংগঠনের একজন সাহসী সৈনিক হিসেবে বিবেচিত হন।

জাতীয় বীরদের আকাঙ্ক্ষিত ‘এক শিক্ষিত ভারতের’ স্বপ্ন বাস্তবায়িত করছে দেশ

ভারত বহু শতাব্দী ধরে মাতৃভূমি, সংস্কৃতি এবং স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এ দেশ এবং এ দেশের মানুষদের কখনো ছাড়েনি। অগণিত মানুষ স্বাধীন দেশ গড়ে তুলতে স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। স্বাধীন ভারতের জন্য এই বিপ্লবী, যোদ্ধাদের অনেক স্বপ্ন ছিল। তাঁরা এক শিক্ষিত এবং সাক্ষর ভারতবর্ষ গড়ে তোলার কল্পনা করেছিলেন। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি, বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও এবং সমগ্র শিক্ষা অভিযানের মতো সংস্কার ও পরিকল্পনার মাধ্যমে এই লক্ষ্য আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

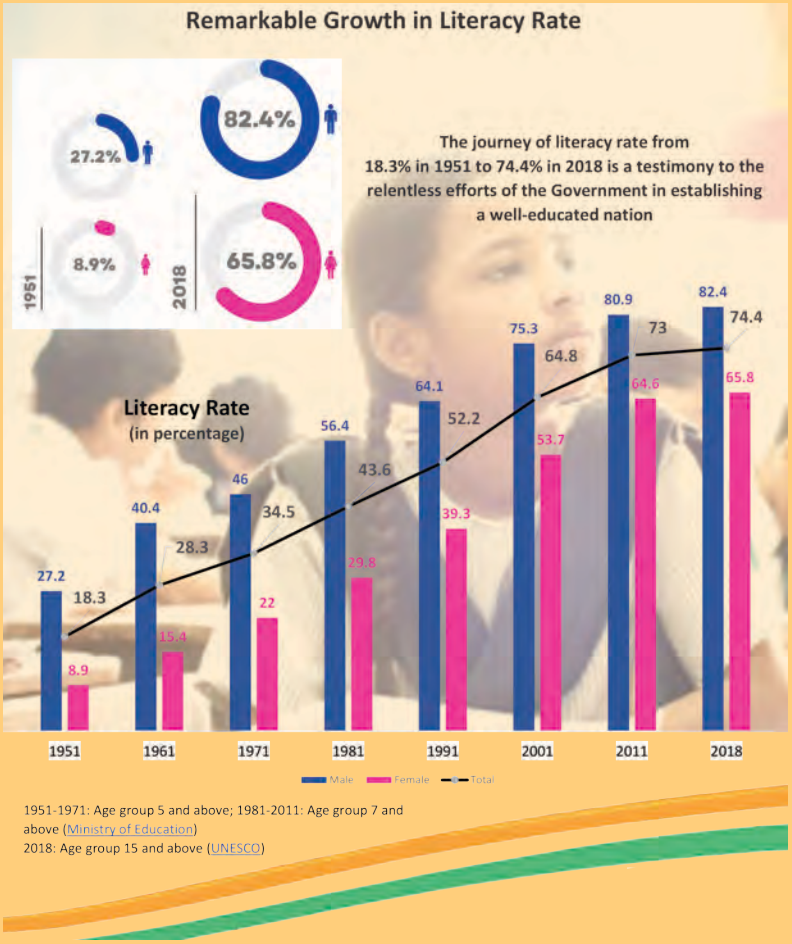

মহাবীর সিং ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত এবং দুর্গা দেবীকে লাহোর থেকে পালাতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি ১৯২৯ সালে দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ব্রিটিশদের হাতে গ্রেফতার হন। বিচারের জন্য তাঁকে লাহোরে পাঠানো হয় এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মহাবীর সিং রাঠোর জেলের মধ্যে ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেব এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে ৪০ দিনের জন্য অনশন করেছিলেন। পরে তাঁকে তাঁর কিছু সহযোগীর সঙ্গে আন্দামান ও নিকোবরে পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। কারাগারে বন্দিদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি ১৯৩৩ সালে আবার অনশন করেন। জেলে মহাবীর সিংয়ের মুখে জোর করে দুধ ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এ সময় তার ফুসফুসে দুধ চলে যায়, যে কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। কথিত আছে, ব্রিটিশরা তাঁর মৃতদেহ পাথর দিয়ে বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল।

মহাবীর সিংয়ের বাবা দেবী সিং একবার বলেছিলেন, “দেশের জন্য তোমার লড়াই প্রমাণ করে যে তুমি মন থেকে দাসত্ব গ্রহণ করেননি। এখন যেহেতু তুমি স্বাধীনতার পথ অবলম্বন করেছ, তাই আর পিছনে ফিরে তাকিও না এবং কখনও তোমার বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।” স্বাধীনতার পরে, আন্দামান ও নিকোবরের পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেল প্রাঙ্গণে মহাবীর সিং রাঠোরের একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর সেলুলার জেলে মহাবীর সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। ২০২১ সালের ১৫ অক্টোবর ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও আন্দামানের সেলুলার জেলে গিয়েছিলেন এবং মহাবীর সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

মদন লাল ধিংড়া: ব্রিটিশদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন

জন্ম: ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ মৃত্যু: ১৭ আগস্ট ১৯০৯

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন এতটাই তীব্র হয় যে এটি ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সরকার এই বিক্ষোভগুলিকে দমন করার চেষ্টা করেছিল। দমন-পীড়নের মাত্রাবৃদ্ধি ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনকে ইন্ধন জুগিয়েছিল। এই আন্দোলনের ফলে মদন লাল ধিংড়ার মতো বিপ্লবী ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছিল। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবী মদন লাল ধিংড়া ১৮৮৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবের অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন। সরকারি কলেজে পড়ার জন্য তিনি ১৯০০ সালে লাহোরে চলে যান এবং সেখানে তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন।

কলেজে পড়ার সময় তাঁর নেতৃত্বদানের ক্ষমতা সবার সামনে আসে। তাঁর কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিটেন থেকে আমদানি করা কাপড়ের তৈরি ব্লেজার পরার আদেশ দিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্র বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন ধিংরা। এর পর তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই সময় পর্যন্ত ধিংরা জাতীয়তাবাদের প্রতি আকৃষ্ট হননি কিন্তু এই ঘটনার পর তাঁর জীবনের গতিপথ পাল্টে যায়। ১৯০৫ সালে, ধিংরা লন্ডনে চলে যান এবং সেখানে ইন্ডিয়া হাউসে থাকতেন। সেই সময় ইন্ডিয়া হাউসে বীর সাভারকরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। সাভারকর তখন ইন্ডিয়া হাউসের ম্যানেজার ছিলেন। ১৯০৯ সালের ৮ জুন সাভারকারের বড় ভাই গণেশ দামোদর সাভারকারকে নির্বাসিত করা হয়। সরকার পক্ষ কেবল প্রমাণ করতে পারে যে তিনি শুধুমাত্র ঐতিহাসিক কবিতা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশরা 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র তকমা দেন। গণেশ সাভারকারকে বহিষ্কার করায় লন্ডনে বসবাসকারী বিপ্লবীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

সে সময় স্যার উইলিয়াম কার্জন উইলি সাভারকর এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। কার্জন উইলির কারণেই লন্ডনে ভারতীয় বিপ্লবীদের নিশানা করা হয়েছিল। শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মার জার্নাল 'দ্য ইন্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট'-এ উইলিকে ভারতের 'নির্মম শত্রু' বলে অভিহিত করা হয়। ১৯০৯ সালের ১ জুলাই ধিংরা ইম্পেরিয়াল ইনস্টিটিউটের একটি সভায় যোগ দেন এবং উইলিকে হত্যা করেন। বিচার চলাকালে তিনি আদালতের বৈধতা মানেন না বলে একজন পাবলিক প্রসিকিউটরের সাহায্য নিতে অস্বীকার করেন। তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর এই কাজ 'দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের অমানবিক মৃত্যুদণ্ড এবং নির্বাসনের প্রতিশোধ'। মদনলাল ধিংড়াকে যখন আদালত থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি প্রধান বিচারপতিকে বলেছিলেন, "ধন্যবাদ, আমার প্রভু। আমি মৃত্যুর পরোয়া করি না, কিন্তু আমার মাতৃভূমির জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করতে পেরে আমি সম্মানিত, গর্বিত।"

বিচারে ধিংড়াকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মাত্র ২৬ বছর বয়সে ১৯০৯ সালের ১৭ আগস্ট লন্ডনের পেন্টনভিলে কারাগারে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। মদন লাল ধিংড়া ছিলেন দেশের যুবকদের প্রতীক যারা ব্রিটিশ শাসনের পীড়নমূলক নীতির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। অ্যানি বেসান্ত তাঁর বীরত্বের প্রশংসা করে বলেছিলেন, "এমন আরও অনেক মদন লাল ধিংড়া থাকা সময়ের প্রয়োজন।" জার্মানি থেকে তাঁর স্মরণে মাসিক ম্যাগাজিন 'মদন তালওয়ার'ও শুরু হয়েছিল। প্রকাশক ছিলেন ভিকাজি কামা। বীরত্ব এবং নির্ভীকতার জন্য মদন লাল ধিংড়ার নাম প্রতিটি ভারতীয়ের হৃদয়ে উজ্জ্বল থাকবে।

ইউএন ধেবর: আইন অনুশীলন ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন

জন্ম- ২১ সেপ্টেম্বর ১৯০৫। মৃত্যু- ১১ মার্চ ১৯৭৭

মহান ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সৌরাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উছরাংরায় নবলশঙ্কর ধেবর ১৯০৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর গুজরাতের জামনগরের কাছে জন্মগ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে প্রভাবিত হয়ে, ধেবর ১৯৩৬ সালে তাঁর নিজ শহর রাজকোটে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের জন্য আইন পেশা ছেড়ে দেন। ধেবর ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে রাজকোটে সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব দেন। এছাড়াও, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ এবং কনফেডারেশন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে তিনি তিনবার জেলে গিয়েছিলেন।

জনগণের স্বার্থকে উপেক্ষা করে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য সাধারণ মানুষের উপর বহু কর আরোপ করত। ব্রিটিশরা দেশীয় রাজ্যগুলিকে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত আগ্রাসন

দূরদর্শনে স্বরাজ সিরিয়ালে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ৭৫টি গল্প দেখুন

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব শুধুমাত্র নতুন সংকল্প এবং ধারণারই নয়, স্বাধীনতার লড়াইয়ে জীবন উৎসর্গকারী বীরদের সম্পর্কে পরবর্তী প্রজন্মকে জানানোরও উৎসব। স্বরাজ সিরিয়ালের মাধ্যমে দূরদর্শন সেই লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

দূরদর্শন 'স্বরাজ: সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' চালু করেছে। এর উদ্দেশ্য হল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণামূলক কাহিনিগুলি পুনরায় উপস্থাপন করা এবং দেশের তরুণ প্রজন্মকে অপরিচিত, অজানা নায়কদের সঙ্গে পরিচিত করানো। তাঁদের জীবন কাহিনি সিরিয়ালের আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে, এই সিরিয়ালের ৭৫টি পর্ব ৭৫ সপ্তাহ জুড়ে সম্প্রচারিত হবে। এই সিরিয়াল ১৪ আগস্ট শুরু হয়েছিল। এটি প্রতি রবিবার রাত ৯টায় হবে। ১৭ অগাস্ট সংসদের বালযোগী অডিটোরিয়ামে সিরিয়ালের একটি বিশেষ স্ক্রিনিংয়ে অংশ নেওয়ার পরে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে স্বরাজ সিরিয়াল দেখার জন্য জনগণকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "এটি স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অজ্ঞাত নায়ক-নায়িকাদের প্রচেষ্টার সঙ্গে দেশের তরুণ প্রজন্মকে পরিচিত করার জন্য একটি দুর্দান্ত উদ্যোগ। আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব এটি দেখার জন্য।"

'স্বরাজ' কেন অনন্য?

এই অনুষ্ঠানটি শুরু হয় ১৪৯৮ সালের সময় থেকে যখন ভাস্কো দা গামা প্রথম ভারতের মাটিতে পা রাখেন। পর্তুগিজ, ফরাসি, ডাচ এবং ব্রিটিশরা তখন ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করছে। এই সিরিয়ালটি সেই সময় থেকে ভারতের স্বাধীনতা এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বীরত্ব গাঁথা প্রকাশ করেছে।

৭৫ সপ্তাহ, ৭৫ পর্ব

এটি প্রতি রবিবার ডিডি জাতীয় চ্যানেলে রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত প্রচারিত হয়। এছাড়াও, সপ্তাহে পর্বগুলি পুনরায় সম্প্রচার করা হচ্ছে। মূলত হিন্দি ভাষায় নির্মিত এই সিরিয়ালটি তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মালায়লাম, মারাঠি, গুজরাতি, ওড়িয়া, বাংলা এবং অসমীয়া আঞ্চলিক ভাষায় ২০ আগস্ট থেকে সম্প্রচার শুরু হয়েছে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের উদ্ভাবনী উদ্যোগ

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক 'আজাদি কোয়েস্ট' মোবাইল গেমের আকারে একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে যাতে আমাদের বাচ্চারা স্বাধীনতার নায়ক এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয়। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে এই গেমটি চালু করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী মানুষের কাছে তুলে ধরা। এই অনলাইন মোবাইল গেম সিরিজটি জিঙ্গা ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর গেমের উদ্বোধনে বলেন "এই গেমটি স্বাধীনতার লড়াইয়ে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং অজানা বীরদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মধ্যে অন্যতম একটি।" আজাদি কোয়েস্টের প্রথম দুটি গেম হল 'আজাদি কোয়েস্ট: ম্যাচ থ্রি পাজল' এবং 'আজাদি কোয়েস্ট: হিরোস অফ ইন্ডিয়া'।

থেকে রক্ষা করত এবং এর বিনিময়ে স্থানীয় শাসকরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে সমর্থন করে জাতীয়তাবাদীদের বিরোধিতা করত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্রতর হতে শুরু করে। ৩০ এবং ৪০-এর দশকে, ধেবর রাজকোটের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। ১৯৩০-এর দশকের শেষদিকে, তিনি কাথিয়াওয়াড় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি সম্মিলিত সৌরাষ্ট্র গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে, যখন জুনাগড়ের নবাব জুনাগড়কে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেন, ধেবর তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং দেশীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট ঘোষণা করেন।

ধেবরের নেতৃত্বে শুরু হওয়া বয়কট আন্দোলন অন্যান্য রাজ্যের বিপ্লবীদেরও অনুপ্রাণিত করেছিলেন। জুনাগড় পরে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ধেবরের নেতৃত্বে স্বৈরাচারী শাসন থেকে মুক্তি পায়। তিনি সৌরাষ্ট্র রাজ্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বেশ কয়েকটি দেশীয় রাজ্য এবং প্রশাসনিক অঞ্চলকে একীভূত করে সৌরাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। ধেবর একই দিনে সৌরাষ্ট্রের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৭৩ সালে জনসেবার জন্য ধেবর দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার পদ্মবিভূষণে সম্মানিত হন। তিনি ১৯৭৭ সালের ১১ মার্চ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ■

PMO India
@PMOIndia

बूंद-बूंद जल से जैसे विराट समंदर बन जाता है। वैसे ही भारत का एक-एक नागरिक 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र को जीना प्रारंभ कर देगा, तो देश को आत्मनिर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा: PM @narendramodi

Rajnathsingh_in
@RajnathSingh_in

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व मे आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई जिसपर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा हैं। हमने तय किया है कि 2047 तक पौने तीन लाख करोड का रक्षा निर्यात भारत से किया जाएगा: श्री @rajnathsingh

Amit Shah
@AmitShah

हमारा लक्ष्य है:
-क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फॉरेंसिक साइंस इन्वेस्टिगेशन से इंटीग्रेशन
-कन्विक्शन रेट विकसित देशों के समकक्ष ले जाना
-6 साल से अधिक सजा के मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य
-हर जिले में फॉरेंसिक मोबाइल जांच सुविधा
-फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की स्वतंत्रता व निष्पक्षता

Nitin Gadkari
@nitin_gadkari

Such socio-economic & dynamic development are the hallmarks of our Government & we're passionately committed towards making India, the 'Infrastructure Hub of the World'. #PragatiKaHighway #GatiShakti

Bhupender Yadav
@byadavbjp

India, under PM Shri @narendramodi ji, is committed to driving its low carbon industry transitions through a multi-pronged approach cutting across sectors. The low carbon growth strategy as enunciated in 'Panchamrit' is a reflection of our commitment to sustainable development.

Dharmendra Pradhan
@dpradhanbjp

NEP 2020 has paved the way for internationalisation of education in India. We welcome foreign universities to set campuses in GIFT City in Ahmedabad. We are also in the process to bring policy measures for allowing foreign universities to set up their campus across India.

PM commissions *INS Vikrant* into service

Also unveils new Naval Ensign that breaks away from the colonial past while reflecting the rich Indian maritime heritage

STATESMAN NEWS SERVICE
KOCHI, 2 SEPTEMBER

In a proud moment for the nation, Prime Minister Narendra Modi on Friday commissioned into service the first indigenously designed and built aircraft carrier *INS Vikrant* at Cochin Shipyard Ltd in Kochi.

During the event Prime Minister Modi also unveiled the new Naval Ensign that breaks away from the colonial past while reflecting the rich Indian maritime heritage.

Speaking on the occasion Prime Minister Modi said the commissioning of the *INS Vikrant* is the realisation of India's dreams. It is a symbol of India's capabilities and of 'Aatmanirbhar Bharat, he said.

"From the seashores of Kerala, every Indian is becoming a witness today to the sunrise of a new future. A new trust has been instilled today. *Vikrant* is the symbol of India's talent and capabilities, it is the pride of every Indian. This ceremony on *INS Vikrant* is a tribute to the rising spirit of India on the global horizon," Mr Modi said.

Stating that India has now joined the league of powerful nations, Mr Modi said "Until now, only developed nations built such aircraft carriers. Today, it is the symbol of the hardwork, talent, impact and resolve and goal of an Aatmanirbhar Bharat, he further said. He said that Aatmanirbharat is going to become a strong pillar in India's growth. "From *INS Vikrant* to Tejas, made-in-India defence technology is strengthening our nation," Mr Modi said.

> From the seashores of Kerala, every Indian is becoming a witness today to the sunrise of a new future. A new trust has been instilled today. Vikrant is the symbol of India's talent and capabilities, it is the pride of every Indian. This ceremony on INS Vikrant is a tribute to the rising spirit of India on the global horizon
>
> NARENDRA MODI
> PRIME MINISTER

Prime Minister Narendra Modi commissions the first

Stating that in India, there is no bar for women in any field, the PM said: "In our new India, we have broken all shackles for women. For the first time Indian Navy has opened all fields to women. Nari shakti will now shape the strength of our armed forces."

A year ago, Indian Navy women officers conducted a sea voyage around the earth on the *INSV Tarini*, empowering the women officers in the armed forces.

international level crises.

"With the commissioning of *INS Vikrant*, the capability of the Indian Navy will be further strengthened," the defence minister said.

Kerala Governor Arif Mohammed Khan, Kerala chief minister Pinarayi Vijayan and chief of Naval Staff Admiral R Hari Kumar were among those who participated at the function.

Designed by the Indian Navy's in-house Warship Design Bureau (WDB) and built by the Cochin Shipyard Ltd, a public sector Shipyard under the ministry of Ports, shipping and waterways, Vikrant has been built with the state-of-the-art automation features and the largest ship ever built in the maritime history of India.

The indigenous aircraft

INS Vikrant a collective effort of all govts since 1999, says Congress: The Congress claimed that the project to build India's first indigenously designed aircraft carrier, *INS Vikrant*, was launched on 12 August 2013 by the then Defence Minister A K Antony while Prime Minister Narendra Modi commissioned it earlier today.

"A self-reliant (Aatmanirbhar) India existed before 2014. All other Prime Ministers would have acknowledged continuity in governance," Congress communication incharge Jairam Ramesh tweeted and also posted the video footage of Antony launching the aircraft carrier project.

Senior Congress leader Rahul Gandhi tweeted:

'I promise, India will become developed nation by '47'

SNS & AGENCIES
BHUJ, 28 AUGUST

Prime Minister Narendra Modi on Sunday pledged to make India a developed country by 2047.

The Prime Minister, who is on a day-long visit to Kutch, said: "After the devastating 2001 earthquake, I had assured to develop the district and in 2022, see how well it has developed. Today I am promising to make India a developed country by 2047 and will surely do it."

Earlier in the day, he dedicated '*Smriti Van*' in Bhuj and '*Veer Balak Smarak*' in Anjar, in memory of those who died in the massive earthquake. The two memorials, he said, will put Kutch on the world map like Japan's Hiroshima museum. Prime Minister Modi said he was

Prime Minister Narendra Modi at the inauguration of various development projects, at Bhuj on Sunday. ANI

in Delhi when the earthquake struck but rushed to Gujarat the very next day.

Gujarat was the first state to introduce Disaster Management Act, which later inspired the rest of the nation, he stated. This morning, he laid the foundation for new projects and dedicated them to the nation projects worth Rs 5,000 crore. The PM said that Sarhad Dairy was inaugurated when he was the chief minister of the state. Back then, its daily milk collection was 1,400 litres which has increased to 5 lakh litre a day. Milk producers are making Rs 800 crore by contributing milk in the dairy.

In the last 20 years, Kutch has got 45 new colleges, 1,000 new schools, 250 hospitals, and thousands of check dams. It has got the first earthquake resistant hospital in the country, Modi said.

He remembered all his old friends from Kutch who had contributed to its development.

Modi urges people to take part in efforts to eradicate malnutrition

STATESMAN NEWS SERVICE
NEW DELHI, 28 AUGUST

Prime Minister Narendra Modi on Sunday urged the people to take part in the efforts to eradicate malnutrition adding that social awareness will play an important role in this fight.

In the 92nd edition of his monthly *Mann Ki Baat* broadcast over All India Radio, the Prime Minister said, "I am telling you about so many innovative experiments related to malnutrition, because all of us also have to join this campaign in the coming month. The month of September is dedicated to festivals as well as a big campaign related to nutrition. We celebrate the 'Poshan Maah' every year from September 1 to 30. Many creative and diverse efforts are being made all over the country against malnutrition."

Noting that better use of technology and also public participation has become an important part of the nutrition campaign, the Prime Minister said from providing mobile devices to millions of Anganwadi workers in the country, a Poshan Tracker has also been launched to monitor the accessibility of Anganwadi services.

The Prime Minister further mentioned that the United Nations has passed a resolution declaring the year 2023 as the 'International Year of Millets' and this proposal of India had been accepted by more than 70 countries. (See Pg5)

PM unveils Kerala railway projects

Modi lays foundation of Kochi Metro Phase 2 & 3 railway station redevelopment projects

EXPRESS NEWS SERVICE @Kochi

REITERATING his government's focus on development, Prime Minister Narendra Modi has said the Centre has been pumping funds for various infrastructure investments to make India a developed country within the next 25 years. He was speaking at the inaugural and dedication function of various Kochi Metro and Indian Railway projects in the state at the CIAL Convention Centre at Nedumbassery, Kochi, on Thursday.

The PM said in the past eight years after the NDA government came to power, over 500km of metro railway has been constructed. In the decades till 2014, only 259km of metro rail was developed. "The construction of another 1,000km is in progress across the country," Modi said, adding modern infrastructure plays a very big and important role in this development road map.

"I remember that in June 2017, I had the opportunity to

Prime Minister Narendra Modi waves to party workers in Kochi on Thursday | TP SOORAJ

foundation stone was laid for the construction of Phase-II," he said. Kochi Metro Phase-II will be from JLN Stadium to Infopark. "This will be a boon for the young techies and professionals," said the PM.

He said the work that began in Kochi will give a new direction to the urban development has been implemented. This authority will work to integrate every means of transport like metro, waterways and others under one umbrella."

Modi said the aim is to reduce traffic congestion and pollution in the city. "The Union government has been giving great importance to the development of urban transport for the past eight years," he said. The government is also taking steps for the comprehensive development of the Indian Railways. "Railway stations are being developed like airports. A new milestone is being created in Kerala's rail connectivity. The doubling from Thiruvananthapuram to Mangaluru will be very beneficial for passengers and pilgrims," he said.

Projects in Kerala

The PM said the doubling of the Ettumanur-Chingavanam-Kottayam railway line, which has been completed, will bring a huge relief to the Sabarimala pilgrims arriving from different parts of the country. At the same time, the completion of electrification of the Kollam-Punalur line will reduce pollution and enable the introduction of faster trains.

As much as ₹70,000 crore has been given in Mudra loans in Kerala for entrepreneurship development.

India to launch 6G services by 2030 : PM Modi

Prime Minister Narendra Modi has announced that the country is preparing to launch 6G services by the end of this decade, and that the government is investing a lot in the technology. Addressing a virtual event, he also highlighted that the country is readying to launch 5G services within this year itself. PM Modi added that the government is encouraging Indian solutions in gaming and entertainment.

Vadnagar where PM once sold tea declared 'adarsh rly station'

EXPRESS NEWS NETWORK
@ New Delhi

AHEAD of assembly elections in Gujarat, the railway has redeveloped the Vadnagar railway station where Prime Minister Narendra Modi once sold tea along with his father in his childhood. This railway station earlier had a meter gauge rail line, which now has been converted into broad gauge rail line on the 55-km long Mehsana-Varetha rail section under the Western Railway.

Describing this newly-redeveloped face of this railway station as "New India, New Railway station", the Ministry of Railway recently shared both old and the new pictures of this railway station.

"It has become famous now after Narendra Modi became the Prime Minister. The passengers passing through this station come out from their compartment and take selfies telling it a station which has made a tea seller, a Prime Minister," said Sanjay Kumar, a local resident of Vadnagar city. In 2021, PM Modi had virtually flagged a pair of MEMU passenger trains running between Gandhinagar and Varetha railway station in Mehsana district.

To make this section more commercially viable, the railway has started running both passenger and freight trains regularly. The railway has given a major facelift to this railway station while the Gujarat Tourism department has installed a big tea-kettle at the railway station as a reminiscence of India's PM once having sold tea here.

> While, the railways has given a major facelift to the station, the Gujarat Tourism department has installed a big tea-kettle at the station as a reminiscence of India's PM once having sold tea here.
>
> A Source

Sources in railway here said that the Union Ministry of Culture and Gujarat Tourism department had jointly declared development of the Vadnagar-Modhera-Patan heritage circuit and works for developing a heritage park are going on at the station.

As the Archaeology department has found after excavation that a Buddhist monastery, dating back to [illegible] AD, had existed in areas, the Vadnagar city is also to have a heritage site.

Chief spokesperson of Western Railways Sumit Thakur said that the Vadnagar railway station has been redeveloped more aesthetically and conveniently than it was earlier. "It has got state-of-the-art aesthetic station building and architecturally constructed entry and exit gates," added Thakur.

GST revenues cross ₹1.4 lakh crore mark again

The gross GST revenue collected in August includes ₹24,710 crore of Central GST, ₹30,951 crore collected as State GST, and Integrated GST of ₹77,782 crore, which comprises ₹42,067 crore collected on import of goods. GST Compensation Cess collections were ₹10,168 crore.

"While absolute GST collections displayed a mild sequential dip in August, the impressive 28% year-on-year growth reflects the revival in consumption, improved compliance as well as elevated inflation," said Investment Information and Credit Rating Agency of India chief economist Aditi Nayar.

While overall domestic GST revenues rose 19%, there were wide variations in collections across States, with 13 States seeing a higher growth in revenues, three States reporting a flat or negative growth, and 14 States, including the erstwhile State of Jammu & Kashmir, seeing a slower uptick than 19%.

August GST revenues grew 19% in Tamil Nadu, 21% in Haryana and Delhi, 22% in Andhra Pradesh, 24% in Maharashtra, 25% in West Bengal, 26% in Kerala, and 29% in Karnataka.

Mizoram and Goa reported the highest growth in revenues at 78% and 32%, respectively.

RNI No. :
DELBEN/2020/78825
September: 16-30, 2022

NEW INDIA
SAMACHAR
FORTNIGHTLY

RNI Registered No DELBEN/2020/78825, Delhi Postal License No DL(S)-1/3548/2020-22, WPP NO U (S)-96/2020-22, posting at BPC, Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 13-17 advance Fortnightly (Publishing Date September 6, 2022, Pages - 92)

শুধুমাত্র একটি শক্তিশালী দেশই বিশ্বে অবদান রাখতে পারে

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় যত না রাজনীতিবিদ ছিলেন, তার চেয়ে বেশি তিনি একজন চিন্তাবিদ এবং লেখক ছিলেন। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় একটি ভারসাম্যপূর্ণ, উন্নত এবং শক্তিশালী দেশ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, দেশ হল এমন একটি জায়গা যেখানে একদল মানুষ যারা একটি লক্ষ্য, আদর্শ মেনে বসবাস করেন এবং বিশ্বের এই অঞ্চলটিকে তাঁদের মাতৃভূমি বলে মনে করেন। আদর্শ বা মাতৃভূমি এই দুটির কোনোটিই না থাকলে দেশের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। ২৫ সেপ্টেম্বর পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

“‘ইন্টিগ্রাল হিউম্যান ফিলোসফি’র প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। তাঁর সমগ্র জীবন ছিল সর্বজন হিতয়-সর্বজন সুখের নীতির উপর ভিত্তি করে, এবং তিনি দেশ গঠনে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় বলতেন, ‘শুধুমাত্র একটি শক্তিশালী দেশই বিশ্বে অবদান রাখতে পারে।’ এটিই আজ স্বনির্ভর ভারতের মৌলিক ধারণা। এই আদর্শকে সঙ্গী করে দেশ এগিয়ে চলেছে স্বনির্ভরতার পথে।

-নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী”

Bengali

Editor in Chief
Satyendra Prakash,
Principal Director General,
Press Information Bureau, New Delhi

Published & Printed by:
Manish Desai, Director General,
on behalf of Central Bureau of Communication

Published from
Room No–278, Central Bureau of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003

Printed at Aravali Printers & Publishers Pvt. Ltd., Okhla Industrial Area Phase-II, New Delhi-110020